বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬৯ ॥ ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০২ মাঘ ১৪৩১ বাংলা ॥ ১৫ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সংস্কার প্রতিবেদন থেকে তৈরি হবে নতুন বাংলাদেশের চার্টার : প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বুধবার ঢাকায় তেজগাঁওয়ে তাঁর কার্যালয়ে চারটি সংস্কার কমিশনের প্রধানগণ তাঁদের প্রতিবেদন হস্তান্তর করেন। কমিশনগুলো হলো-সংবিধান সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, পুলিম প্রশাসন সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন। -পিআইডি

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন চারটি সংস্কার কমিশনের প্রধান। তারা হলেন-সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক ড. আলী রিয়াজ, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. বদিউল আলম মজুমদার, পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান সরফরাজ হোসেন এবং দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজ্জামান। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১১টায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চারটি সংস্কার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে একটি বৈঠক হয়েছে। আলোচনার শুরুতে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন তৈরির গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্টদের ধন্যবাদ দেন। তিনি বলেন, এটা শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়, এটা একটা ঐতিহাসিক মুহূর্ত। বহু রকম রিপোর্ট হয়, কমিটি হয়, রিপোর্ট আসে, গ্রহণ করে আনুষ্ঠানিকতা পালন করি। আজকের আনুষ্ঠানিকতা সেটার বহু ঊর্ধ্বে। ড. ইউনূস বলেন, আজকের ঘটনা ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকবে। কারণ ইতিহাসের প্রবাহ থেকে এই কমিশনগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির হঠাৎ পুনরুত্থান হয়েছে, মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, সেখান থেকে ইতিহাসের সৃষ্টি। আজকের দিনের এই অনুষ্ঠান সেই ইতিহাসের ২-এর পাতায় দেখুন

বিতর্কিত চাকরিবিধির ধারা বাতিলসহ দুদক সংস্কারে কমিশনের ৪৭ সুপারিশ

স্টাফ রিপোর্টার : দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সংস্কারে ৪৭ দফা সুপারিশসহ প্রতিবেদন প্রধান উপদেষ্টার কাছে দিয়েছে এ বিষয়ে গঠিত কমিশন। সুপারিশের মধ্যে রয়েছে বিতর্কিত চাকরিবিধির ধারা বাতিল, কমিশনের মেয়াদ কমিয়ে চার বছর, নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট গঠন ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিজস্ব লোকবল পদায়ন। রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় আঙ্গিকে ১১ দফা ও দুদক সংস্কারে ৩৬ দফাসহ সর্বমোট ৪৭ দফা সুপারিশসহ প্রতিবেদন তৈরি করেছে কমিশন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম, দুর্নীতিতে অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তাদের চাকরি থেকে অপসারণ করারও সুপারিশ করা হয়েছে। দুদক সংস্কার কমিশন সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। দুদককে কার্যকর, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় সংস্কার প্রস্তাবনার লক্ষ্যে গত বছরের ৩ অক্টোবর আট সদস্যের দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিশনের প্রধান করা হয় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের ২-এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের নিকট বুধবার বঙ্গভবনে বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত শিন-ইচি সাইদা তাঁর পরিচয়পত্র পেশ করেন। -পিআইডি

বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে জাপানের প্রতি রাষ্ট্রপতির আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের অবকাঠামো, অটোমোবাইল, আইসিটিসহ উদীয়মান বিভিন্ন খাতে আরও বিনিয়োগ করতে জাপানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বাংলাদেশে নবনিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা শিনিচি বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির কাছে পরিচয়পত্র পেশ করতে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান। এর আগে বঙ্গভবনে পৌছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল নতুন রাষ্ট্রদূতকে গার্ড অব অনার দেন। নতুন রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন বলেন, জাপান বাংলাদেশের একক সর্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন অংশীদার। তিনি বলেন, দু'দেশের সম্পর্ক স্ট্যাটিজিক পার্টনারশিপে উন্নীত হয়েছে। সাক্ষাৎকালে, বিগ বি ইনিশিয়েটিভের অধীনে বাংলাদেশের উন্নয়নে ঋণ ও অনুদান হিসেবে জাপানের ২৩ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি সহায়তার কথা উল্লেখ ২-এর পাতায় দেখুন

অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা জিয়াসহ সবাই খালাস

স্টাফ রিপোর্টার : জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ সব আসামি খালাস পেয়েছেন। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে আদালত বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

৬টি কমিশনের মেয়াদ আরও এক মাস বাড়ানো হবে : পরিবেশ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পরিবেশ ও বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত চারটি কমিশনের প্রতিবেদন আমাদের হাতে এসেছে। আরও ৬টি কমিশনের কাজের মেয়াদ এক মাস বাড়ানো হবে। কমিশন প্রধানরা এক মাস চেয়ে নিয়েছেন। তারা প্রধান প্রধান বিষয়গুলো গুরুত্ব দেবেন। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমি মিলনায়তনে এক বিফ্রিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন তিনি। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, সব রাজনৈতিক দল তাদের মতামত দিয়েছে। লিখিত মতামত দিয়েছে। কমিশন যতটুকু মনে করেছেন তা নিয়েছেন। সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, তাদের রিপোর্ট এবং সামারি দিয়েছে। এই সামারিগুলো আপনাদের জন্য আজকেই এভেইল এবল করে দেওয়া হবে। কমিশন গুলো তাদের ওয়েবসাইটে এভেইল এবল করে দেবে। যে রিপোর্টগুলো আমাদের কাছে এসেছে সেই কমিশনের প্রধানেরা স্বাধীনভাবে কাজ করেছে। এখন কমিশন প্রধানরা সেই রিপোর্টগুলো নিয়ে বসবে। বসে এখান থেকে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে, কোথায় কোথাও তাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত, তারা ঠিক করবে। আগামীকালের ছয়টি কমিশনের ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক আইজিপি আজিজুল হক মারা গেছেন

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম. আজিজুল হক মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে রাজধানীর উত্তরায় নিজ বাড়িতে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ১৯৪০ সালের ১৩ ডিসেম্বর শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহন করেন এম. আজিজুল হক। তিনি ১৯৯৬ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৭ নভেম্বর মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজি) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া আজিজুল হক ইসলামী ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও রূপালী ইন্স্যুরেন্স লিমিটেডের অর্থ উপদেষ্টা ছিলেন। এর বাইরে, ২-এর পাতায় দেখুন

হত্যার বিচার না করতে পারলে আমাদের বাঁচার অধিকার নেই: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্টের হত্যার বিচার করতে না পারলে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই বলে মন্তব্য করেছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে বাংলা একাডেমিতে 'দ্য জুলাই রেভ্যুলেশন: এভিডেন্স অব এট্রোসিটি' শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন। আইন উপদেষ্টা বলেন, 'জুলাই-আগষ্টের হত্যার বিচার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার, মার্চ মাস থেকে শুনানি শুরু হবে ট্রাইব্যুনালে। বিচার করতে না পারলে আমাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই। যত দ্রুত সম্ভব বিচার করব। তিনি বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান কাজ সুবিচার নিশ্চিত করা। শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগের চাইতে এ সরকারের বিচার যে ভিন্ন, আমরা তা প্রমাণ করতে চাই।'বিভিন্ন খাতে সংস্কার করার উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যেন কোনো শাসক এত নির্মম হয়ে উঠতে না পারে, যোগ করেন আসিফ নজরুল। আলোচনা সভায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, 'অতীতে ট্রাইব্যুনালকে যেভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছিল, এবার যেন এমনটা না হয়, সে লক্ষ্যে কাজ চলছে। তিনি জানান, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে কারা পেছন থেকে নির্দেশ দিয়েছে, তা বের করার চেষ্টা চলছে।

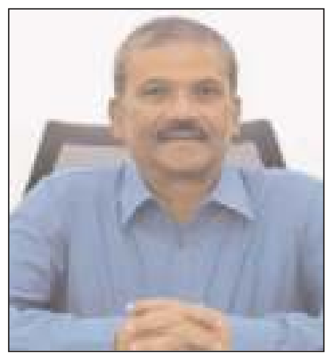

সাড়ে ৫ কোটি লিটার ভোজ্যতেল কিনছে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : পৃথক তিনটি স্থানীয় দরপত্রের মাধ্যমে ৫ কোটি ৫০ লাখ লিটার ভোজ্যতেল কিনছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আসন্ন পবিত্র রোজায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) মাধ্যমে ভর্তুকি দামে বিক্রির জন্য এসব তেল কেনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৯২৫ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সংস্থা টিসিবির ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় ২৮ কোটি লিটার ভোজ্যতেল কেনার লক্ষ্যমাত্রা আছে। এসব তেলের মধ্যে সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস লিমিটেড সরবরাহ করবে ২ কোটি ২০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল। প্রতি লিটারের দাম পড়বে ১৭১ টাকা ৯৫ পয়সা। সুপার অয়েল রিফাইনারি লিমিটেড ১ কোটি ১০ ২-এর পাতায় দেখুন

স্ত্রী-সন্তানসহ শেখ হাসিনার একান্ত সচিবের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একান্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলম, তার স্ত্রী মোসাম্মৎ মোমেনা বেগম এবং দুই ছেলে মুহতাসিম আলম ও মুনতাসিম আলমের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল বুধবার ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত এ আদেশ দেন। তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন মামলার অনুসন্ধান কর্মকর্তা দুদকের সহকারী পরিচালক রাকিবুল হায়াত। আবেদনে বলা হয়, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব ও স্বাস্থ্য বিভাগের সচিব (বাধ্যতামূলক অবসরে) জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের সদস্যদের নামে দেশে-বিদেশে ১৫ হাজার কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং বিদেশে অর্থপাচার সংক্রান্ত অভিযোগ অনুসন্ধানাধীন ২-এর পাতায় দেখুন

মহিলা ও শিশুবিষয়ক উপদেষ্টা শারমীন এস মুর্শিদ বুধবার মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপনেরর লক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক সভায় সভাপতিত্ব করেন। -পিআইডি

সুবিধাবঞ্চিত ঢাবি ছাত্রীরা পাবেন মাসে ৩ হাজার টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) প্রশাসন সুবিধাবঞ্চিত ছাত্রীদের দেবে মাসে ৩ হাজার টাকা। যা আগামী মাস থেকেই দেওয়া হবে। শিক্ষার্থীবান্ধব এমন উদ্যোগ নেওয়ায় প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাবির অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক সংবাদ সম্মেলনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন সুবিধা নেই। আবাসন নিশ্চিতে আমরা বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছি কিন্তু সেটা সময়সাপেক্ষ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে আমরা আপাতত আর্থিক সহায়তা কার্যক্রম হাতে নিচ্ছি। আবাসন সংকটের কারণে যেসব নারী ২-এর পাতায় দেখুন

কর বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের ওপর কতটা প্রভাব পড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে গত তিন বছর ধরে মানুষ তার আয় দিয়ে ব্যয় সামলাতে পারছে না। এর মধ্যে সম্প্রতি শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হয়েছে। এতে নিত্যপণ্যের দাম আরেক দফা বেড়ে 'মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা' অবস্থা তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, বছরের পর বছর ধরে প্রগ্রেসিভ করের কথা বলা হলেও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) শর্তানুযায়ী ১২ হাজার ২৭০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে গিয়েই কি তবে রিগ্রেসিভ করের পথেই হাঁটল সরকার? জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) হিসাব বলছে, চলতি অর্থবছরে ৪ দশমিক ৮০ লাখ কোটি টাকার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৬৩ শতাংশই আদায় হবে পরোক্ষ কর যেমন ভ্যাট ও বিভিন্ন ধরনের আমদানি শুল্ক থেকে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাওয়া অনুযায়ী বাড়তি ১২ হাজার ২৭০ কোটি টাকা আদায়ের পুরো চাপটাই দেওয়া হয়েছে পরোক্ষ করের ওপর, যা প্রগ্রেসিভ করব্যবস্থার মূলনীতির পরিপন্থি। কারণ, পরোক্ষ করের মাধ্যমে এই বাড়তি টাকা আদায়ের ফলে পরোক্ষ করের অংশ আরও বাড়বে। অন্যদিকে, আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে প্রগ্রেসিভ করব্যবস্থা। এনবিআরের উচিত ছিল প্রত্যক্ষ কর বাড়ানো উল্লেখ করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) ডিস্টিংগুইশড ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান গণমাধ্যমকে বলেন, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোয় সাধারণ মানুষের ওপর ব্যয়ের চাপই বাড়বে কেবল। এই সিদ্ধান্ত প্রগ্রেসিভ করের বদলে রিগ্রেসিভই হয়ে গেল। তিনি আরও বলেন, এমনিতেই আয় বৈষম্য বাড়ছে। আয়কর বাড়ানো এবং কর ফাঁকি বন্ধের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানোর চেষ্টা থাকা দরকার ছিল। অথচ তা দেখা যায়নি। মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, গত তিন বছর ধরে উচ্চ মূল্যস্ফীতি। এর মধ্যে কর বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দেবে। চাপ কতটা ২-এর পাতায় দেখুন

পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে শঙ্কা কারসাজি নিয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র রমজান মাসে বেশি ব্যবহৃত ভোগ্যপণ্যের দরে নিম্নমুখী প্রবণতা চলছে আন্তর্জাতিক বাজারে। অন্যদিকে বেশিরভাগ পণ্য আমদানিতে বড় ধরনের শুল্ক-কর অব্যাহতি দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এতে রমজানের নিত্যপণ্যের আমদানি বেড়েছে। পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। পাইপলাইনে রয়েছে বিপুল পরিমাণ পণ্য। তবু রমজানে নিত্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কারসাজির শঙ্কা রয়েছে। এজন্য প্রয়োজন সরকারের কঠোর নজরদারি। ব্যবসায়ীরা বলছেন, আগামী মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে রমজান মাস শুরু হবে। ডলারের দাম ঠিক থাকলে রমজানে পণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকবে। রমজানে ভোগ্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে আগে থেকেই চাল, ডাল, গম, পেঁয়াজ, ভোজ্যতেল, চিনি, ডিম, ছোলা, মটর, মসলা, খেজুরসহ ১১টি পণ্যে শুল্কছাড় দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ঋণপত্র (এলসি) খোলায় মার্জিন কমানোর নির্দেশনা দিয়েছে। যার সুফল পাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। এমন অবস্থায় ওই সুফল যেন সাধারণ মানুষও পান, সেটা নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়েছেন বাজার বিশ্লেষকরা। বাংলাদেশ ব্যাংকের পণ্য আমদানির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত চাল, ডাল, সয়াবিন তেল, ছোলা ও খেজুরের আমদানি বেড়েছে আগের অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়। তবে কমেছে চিনি ও পেঁয়াজের আমদানি। বর্তমানে পেঁয়াজের ভরা মৌসুম হওয়ায় বাজারে দাম নিয়ন্ত্রণে এসেছে। চিনির আমদানি পরিস্থিতি : অপরিশোধিত চিনি আমদানি কিছুটা কম হলেও পরিশোধিত চিনি আমদানি বেড়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্ববাজারে চিনির দাম কমেছে। ফলে রোজার আগে চিনির আমদানি আরও বাড়বে, সংকট হবে না-এমনটাই বলছে সরবরাহকারী কোম্পানিগুলো। গত ৯ জানুয়ারি বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, চলতি অর্থবছরের গত ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে ছয় লাখ ৬৪ হাজার ১৭৬ মেট্রিক টন চিনি আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে অপরিশোধিত চিনি পাঁচ লাখ ৬৩ হাজার পাঁচ টন, পরিশোধিত এক লাখ এক হাজার ১৭১ টন। একই সময়ে গত অর্থবছর আট লাখ ৬৪ হাজার ৮০ টন চিনি আমদানি করা হয়েছিল। এর মধ্যে অপরিশোধিত চিনি সাত লাখ ৯৯ হাজার ৫০৮ টন, পরিশোধিত ৬৪ হাজার ৫৭১ ২-এর পাতায় দেখুন

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন গ্রেপ্তার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইউলকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির দুর্নীতি বিরোধী কর্তৃপক্ষ। ঐতিহাসিক এ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশটিতে এই প্রথম দায়িত্বে থাকা কোনো প্রেসিডেন্টকে গ্রেপ্তার করা হলো। বিবিসি জানিয়েছে, এর আগেও একবার ইউন সুক-ইওলকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু তখন সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বারের এই চেষ্টায় তাকে আটক করার খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ। ইউনকে ২-এর পাতায় দেখুন

৩ কোটি টাকা মূল্যের ৪ গাড়ি উদ্ধার, পাঁচ প্রতারক আটক

স্টাফ রিপোর্টার : প্রতারণার মাধ্যমে পরস্পরের যোগসাজশে ৩ কোটি টাকা মূল্যের চারটি গাড়ি আত্মসাতের অভিযোগে চারটি গাড়ি উদ্ধারসহ পাঁচজনকে আটক করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল পুলিশ। আটককৃতরা হলেনড়জারাক আহমেদ (৩৮), আবুল কালাম রিফতিয়ার (৩৮), মো. জামির হোসেন (৩৬), মো. সজল আহম্মেদ (৩০) ও আবদুর রহমান রুবেল (৫৬)। মঙ্গলবার (১৫ জানুয়ারি) রাতে ঢাকা, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ এলাকায় ধারাবাহিক অভিযান পরিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা সূত্রে জানা গেছে, জনৈক মো. ইমদাদুল হক খান ওরফে নওশাদ (৪২) একজন গাড়ি ব্যবসায়ী। তেজগাঁওয়ের ২৪০-আজিজ কোর্ট গ্রাউন্ড ফ্লোরে তার একটি গাড়ি বিক্রির শোরুম আছে। এবি ড্রাইভ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জারাক আহমেদ ও চেয়ারম্যান মো. জামির হোসেন গত ২৬ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিক্রয়ের উদ্দেশে চারটি গাড়ি ২-এর পাতায় দেখুন

ছাগলকাণ্ডে আলোচিত মতিউর ও তার স্ত্রী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : ছাগলকাণ্ডে আলোচিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমান ও তার স্ত্রী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লায়লা কানিজ (প্রথম স্ত্রী) গ্রেপ্তার হয়েছেন। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) রাতে রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির মিডিয়া ও পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, ছাগলকাণ্ডে আলোচিত এনবিআরের সাবেক কর্মকর্তা মতিউর রহমান ও তার স্ত্রী সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান লায়লা কানিজকে রাজধানীর ভাটারা থানা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। গত ঈদুল আজহার আগে মতিউর রহমানের ছেলে মুশফিকুর রহমান ইফাত রাজধানীর মোহাম্মদপুরের সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১৫ লাখ টাকায় একটি ছাগল এবং ঢাকার বিভিন্ন খামার থেকে ৭০ লাখ টাকার গরু কেনেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে উঠে আসে। এরপর আলোচিত মতিউর রহমানের দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য অনুসন্ধানে গত ২৩ জুন তিন সদস্যের টিম গঠন করে দুদক। সংস্থাটির উপ-পরিচালক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্ব টিম কাজ করছে। গত ৪ জুন তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ জমা হওয়ার পর কমিশনের ২-এর পাতায় দেখুন

সঞ্চয়পত্র বিক্রি আজ থেকে স্বাভাবিক হওয়ার আশা

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সার্ভার আপগ্রেডেশনের কাজ চলছে। এতে এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে সব ধরনের সঞ্চয়পত্র বিক্রি। তবে সার্ভারের কাজ শেষের দিকে, আজ বৃহস্পতিবারের মধ্যে চালু হতে পারে। গতকাল বুধবার অধিদপ্তর সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সঞ্চয়পত্র অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, অধিদপ্তরের সার্ভারের কাজটি পরিচালনা হয়ে থাকে অর্থ মন্ত্রণালয়ে অর্থ বিভাগের একটি প্রজেক্টের মাধ্যমে। গতকাল বুধবার থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সার্ভার আপগ্রেশনের কাজ চলছে। ওই দিন থেকেই বন্ধ রয়েছে সার্ভার অর্থাৎ সার্ভার ডাউন রয়েছে। এতে বন্ধ হয়ে যায় সঞ্চয়পত্র বিক্রি বা ভাঙানো। অন্যদিকে, আগে থেকে গ্রাহকের কাছে কোনো নোটিশ না থাকায় ভোগান্তিতে পড়তে হয় তাদের। ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ০২ মাঘ ১৪৩১ বাংলা

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়-প্রকল্প কাটছাঁটেও ইতিবাচক থাকবে অর্থনীতি

স্টাফ রিপোর্টার : আগস্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অনেকটা থমকে যায় দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর বাদ পড়েছে অনেক উন্নয়ন প্রকল্প। চলমান কিছু প্রকল্পে কমানো হয়েছে অপ্রয়োজনীয় ব্যয়। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় ও প্রকল্প কাটছাঁটেও ইতিবাচক ধারায় থাকবে অর্থনীতি। চলতি বছর মোট বরাদ্দ ২ লাখ ৭৮ হাজার ২৮৮ কোটি। চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) প্রথম পাঁচ মাসে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন মাত্র ১২ দশমিক ২৯ শতাংশ। খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। এ সময়ে এক টাকাও খরচ করতে পারেনি স্বাস্থ্য ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ১০টি মন্ত্রণালয়-বিভাগের বাস্তবায়ন ৫ শতাংশের নিচে। বাকি সাত মাসে দুই লাখ ৪৪ হাজার ৭৪ কোটি টাকা খরচ করা প্রায় অসম্ভব বলা চলে। ফলে বৈদেশিক ঋণের ২০ হাজার কোটি টাকাসহ এডিপি থেকে সরকারি অর্থায়ন মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কমছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট কয়েকটি মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা যায়। অর্থনীতিবিদদের দাবি, বিগত সময়ে অনেক অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প এডিপিতে ঢুকেছে। এসব প্রকল্প বছরের পর বছর টাকা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখার কোনো মানে নেই। প্রকল্পের সংখ্যা কমলেও যদি মানসম্মতভাবে কাজ করা যায় তবে প্রবৃদ্ধি বা অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে না। বর্তমানে অর্থনীতি কিছুটা চাপে আছে। মূল্যস্ফীতিও বেশি। প্রকল্প সংখ্যা কমিয়ে এসব বিষয়ে নজর দেওয়া উত্তম। 'প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা হলে প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না' বড় আকারে উন্নয়ন ব্যয় কমছে। এতে পরবর্তী অর্থবছরে কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কি না? এমন প্রশ্নের জবাবে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'চলতি অর্থবছর প্রকল্পের একটা সংখ্যা আছে। প্রকল্পগুলো সময়মতো বাস্তবায়ন করা জরুরি। এতে অর্থনীতির গতির সম্পর্ক আছে।' সংশোধিত এডিপিতে প্রকল্পের সংখ্যা কমায় নেতিবাচক প্রভাব পড়বে কি না? এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বলেন, 'আগে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প নেওয়া হতো। অর্থায়ন না করে বসিয়ে রাখা হতো। এতে ব্যয় ও খরচ বেড়ে যায়। প্রকল্পের সংখ্যা কমলেও বিদ্যমানগুলো বাস্তবায়নে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হলে প্রবৃদ্ধিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে না। যেগুলো আছে সেগুলো সুশাসনের সঙ্গে বাস্তবায়ন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো যেন আরও নজর দিতে পারে। জনবান্ধব প্রকল্প নিতে হবে, যে সব প্রকল্পে রিটার্ন ৭-এর পাতায় দেখুন

উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা বাড়বে

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। তবে শীতের তীব্রতা বাড়বে উত্তরাঞ্চলে। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ মো. শাহীনুল ইসলাম জানিয়েছেন, উপ-মহাদেশীয় উচ্চচাপ বলয়ের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে, এর বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত রংপুর ও রাজশাহী বিভাগে মাঝারি থেকে ঘন কুয়াশা পড়তে পারে এবং এছাড়া দেশের অন্যত্র হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। দিনের তাপমাত্রা দেশের উত্তরাংশে ২-৩ ডিগ্রি সে. হ্রাস পেতে পারে এবং দেশের অন্যত্র সামান্য হ্রাস পেতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। শেষ রাত থেকে সকাল পর্যন্ত সারাদেশের কোথাও কোথাও হালকা থেকে ৭-এর পাতায় দেখুন

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গির আলম চৌধুরি (অব:) বুধবার ঢাকায় খিলগাঁওয়ে বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি হেডকোয়ার্টারে কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন। -পিআইডি

বিতর্কিত ভূমিকায় জড়িত পুলিশসহ সব সরকারি কর্মকর্তাকে ধরা হবে : স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিতর্কিত ভূমিকা ও বিগত সময়ে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অপরাধ কার্যক্রমে জড়িত পুলিশসহ সরকারি কর্মকর্তাদের ধরা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'অপরাধী যারাই হোক, আমরা সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবো। ছাগল (ছাগলকাণ্ডে আলোচিত) মতিউরকে কিন্তু আজ ধরা হয়েছে। আপনারা দেখেছেন, এক পুলিশ সদস্যকে ধরার পর থানা থেকে পালিয়ে গেছে। আস্তে আস্তে বের করে সবাইকে ধরা হবে।'বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল ১১টায় আনসার ও ভিডিপি সদর দফতর পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের একথা বলেন তিনি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, যেসব পুলিশ কর্মকর্তার (বিতর্কিত) ভূমিকা ছিল, ফুটেজ আছে; তাদের কিন্তু ধরা হচ্ছে। চেষ্টা চলছে। প্রতিদিন দুয়েক জন করে ধরা পড়ছেন। যেমন আজকে মতিউর, ছাগল মতিউরকে ধরা হয়েছে। তাকেও এতদিন ধরা যায়নি। অন্যদেরও ধরা হবে, আইনের আওতায় আনা হবে। সব তো একদিনে ধরা যায় না, অনেকে তো লুকিয়ে আছে, তাদের খুঁজে খুঁজে একে একে সবাইকে ধরা হবে।'আন্দোলনের সময় কনস্টেবল থেকে শুরু করে ডিসি পর্যন্ত অনেকেই আছেন, যারা সরাসরি আন্দোলনকারীদের ওপর গুলি করেছেন।

অভিযোগ আছে, তাদের পদায়ন-বদলি-পদোন্নতি দিয়েছেন। সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, 'ইনকোয়ারির পর যাদের বিরুদ্ধে তথ্য প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তাদের কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ধরা তো হচ্ছে। দেখেন ধরা হয়েছে, ধরার পর আবার এক ওসি পালিয়েও গেছে।'এমন বিতর্কিত পুলিশ সদস্যদের তালিকা গণমাধ্যমে আছে। এমন তথ্য জানালে তালিকাটি পুলিশ সদর দফতরে জমা দেওয়ার অনুরোধ জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। পাশাপাশি সাংবাদিকদের ধন্যবাদ দিয়ে তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী দেশের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে আপনারা সঠিক স্বচ্ছ সাংবাদিকতা করেছেন। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আরও বাড়ানোর অনুরোধ জানান তিনি।

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদের বিরুদ্ধে মামলা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : ছাত্র আন্দোলনে হামলা ও গুলির ঘটনায় কিশোরগঞ্জে সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তার বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ (জয়), মেয়ে সায়মা ওয়াজেদসহ (পুতুল) ১২৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে কিশোরগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবদুল্লাহ আল মামুন মামলার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গতকাল (মঙ্গলবার) বিকালে তহমুল ইসলাম নামের এক তরুণ কিশোরগঞ্জ থানায় মামলাটি ৭-এর পাতায় দেখুন

যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যেই গাজায় হামলা, নিহত ৬২

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাতারের মধ্যস্থতায় গাজায় যুদ্ধবিরতি নিয়ে চলছে আলোচনা। এর মধ্যেই অঞ্চলটিতে হামলা চালিয়েছে ইসরাইলি বাহিনী। এতে ৬২ জন নিহত হয়েছেন। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে কাতার ভিত্তিক গণমাধ্যম আল জাজিরা এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) উপত্যকাটির মধ্যাঞ্চলে বাস্তুচ্যুতদের একটি ভবনে বোমা হামলা চালায় ইসরাইল। এতে ৬২ জন নিহত হন। অধিকৃত পশ্চিম তীরেও অভিযান চালায় নেতানিয়াহুর সেনারা। অঞ্চলটির জেনিন শরণার্থী শিবিরে বিমান হামলা চালালে হতাহত হন বেশ কয়েকজন। বিবৃতিতে মন্ত্রণালয় আরও জানায়, যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৪৬ হাজার ৭০৭ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আর আহত হয়েছেন ১ লাখ ১০ হাজার ২৬৫ জন। মন্ত্রণালয় বলেছে, অনেক মানুষ এখনও ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছেন কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছাতে পারছেন না। ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ মনে করছে, গাজা উপত্যকা জুড়ে ধ্বংস হওয়া বাড়ির ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও ১০ হাজারেরও বেশি লোক নিখোঁজ রয়েছেন। জাতিসংঘের মতে, ইসরায়েলের বর্বর আক্রমণের কারণে গাজার প্রায় ৮৫ শতাংশ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। আর খাদ্য, বিশুদ্ধ পানি এবং ওষুধের তীব্র সংকটের মধ্যে গাজার সকলেই এখন খাদ্য নিরাপত্তাহীন অবস্থার মধ্যে রয়েছেন। এদিকে গতকাল মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানায়, যুদ্ধবিরতি নিয়ে যে-সব মতানৈক্য ছিল সেগুলোতে সবপক্ষ একমতে পৌঁছেছে। এখন চূড়ান্ত ঘোষণার বিস্তারিত প্রস্তুত করা হচ্ছে। সংবাদমাধ্যমটি আরও ৭-এর পাতায় দেখুন

ছবি ছাড়া এনআইডি দিতে মহিলা আনজুমানের আলটিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : গত ১৬ বছর ধরে পর্দানশীন নারীদের নাগরিকত্ব আটকে রেখেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এজন্য আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দিতে আলটিমেটাম দিয়েছে মহিলা আনজুমান। গতকাল বুধবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সামনে পর্দানশীন নারীদের এনআইডি বঞ্চিত করে মানবাধিকার হরণের অভিযোগে আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে এ আলটিমেটাম দেয় মহিলা আনজুমান। একই সঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে (সিইসি) একটি স্মারকলিপিও দিয়েছেন তারা। সমাবেশে শতাধিক নারী সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় মহিলা আনজুমানের আহ্বায়ক শারমিন ইয়াসমিন বলেন, মুসলমানদের মানবাধিকার থাকতে নেই। গত ১৬ বছর যাবৎ ইসির কতিপয় স্বৈরাচারী কর্মকর্তা শুধু মুখচ্ছবির অজুহাতে পর্দানশীন নারীদের নাগরিকত্ব আটকে ৭-এর পাতায় দেখুন

টিউলিপের পদত্যাগ

এবার তোপের মুখে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত বছর যুক্তরাজ্যের সাধারণ নির্বাচনে জয় পায় লেবার পার্টি। এরপর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন কেয়ার স্টারমার। তিনি নতুন সরকারে যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন সেখানে টিউলিপ সিদ্দিককে সিটি মিনিস্টারের দায়িত্ব দেন। তার কাজ ছিল দেশটির আর্থিক বিষয়াবলীতে সম্ভাব্য দুর্নীতি প্রতিরোধ করা। তবে যে দুর্নীতি প্রতিরোধের দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয়েছিল, সেই দুর্নীতির অভিযোগের মুখে বাধ্য হয়ে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয়েছে তাকে। টিউলিপ প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমারের খুব কাছের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। টিউলিপ পদত্যাগ করার পর এবার নিজ দলের সদস্যদের তোপের মুখে পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী স্টারমার। সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানকে এক লেবার এমপি বলেছেন, "টিউলিপকে মন্ত্রী বানানোর সিদ্ধান্ত ছিল আত্মঘাতী গোল। সবাই জানত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে তার সম্পর্ক ছিল। যাদের ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাবির সলিমুল্লাহ হলে আবাসন বরাদ্দ দেওয়ার সিদ্ধান্ত, হবে নতুন ভবন

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে নতুন ছাত্রদের সংযুক্তি প্রদানের ব্যাপারে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দফতর থেকে প্রেরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়। এতে আরও জানানো হয়, মেরামত কাজের নকশা প্রণয়ন ও পরামর্শ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেশনকে (বিআরটিসি) ইতোমধ্যেই নিযুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে নতুন একটি ভবন নির্মাণেরও নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এ লক্ষ্যে প্রকৌশল দফতর ইতোমধ্যেই জরিপের কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রসঙ্গত, এরআগে ২০১৯-২০ সেশনের পর থেকে হলের ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থা বিবেচনা করে নতুন শিক্ষার্থীদের সংযুক্তি দেওয়া বন্ধ রাখা হয়েছিল।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশে নিযুক্ত মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সুহাদা ওসমান জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতারাও উপস্থিত ছিলেন। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে জামায়াত। মতবিনিময়কালে তারা বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন। উভয় দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক এবং সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমির অধ্যাপক মুজিবুর রহমান এবং ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের, ৭-এর পাতায় দেখুন

মার্কেনটাইল ব্যাংক পিএলসি নিয়ামতপুর শাখার আয়োজনে শীত বস্ত্র বিতরণ

নওগাঁ প্রতিনিধি-মোঃ রুহুল আমিন শেখ : প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মার্কেন্টাইল ব্যাংক পিএলসি নিয়ামতপুর শাখার আয়োজনে দরিদ্র অসহায় ও এতিমদের মাঝে শীত বস্ত্র কম্বল বিতরণ করা হয়। বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ বিকেল ৪টায় শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ অনুষ্ঠানে, মার্কেনটাইল ব্যাংকের এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও শাখা প্রধান , বিমল চন্দ্র বর্মন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও মার্কেনটাইল ব্যাংকের গ্রাহক মুস্তাফিজুর রহমান (সেন্টু) বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোঃ শহীদুল ইসলাম, মোঃ মেহেদী হাসান, মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, মার্কেন্টাইল ব্যাংক নিয়ামতপুর শাখার সিনিয়র এক্সিকিউটিভ অফিসার মো:সাহাবুদ্দিন, প্রমুখ

চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকায় নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন গণঅধিকার পরিষদ। গতকাল বুধবার রাজধানীর বারিধারায় চীনা দূতাবাসে দেড় ঘন্টাব্যাপী এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খাঁন ছাড়াও দলের উচ্চতর পরিষদ সদস্য আরিফুল ইসলাম, আন্তর্জাতিক সম্পাদক খায়রুল আমিন উপস্থিত ছিলেন। অন্যদিকে বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও দূতাবাসের দুজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে চীনা রাষ্ট্রদূত গণঅভ্যুত্থানে বাংলাদেশের তরুণদের সাহসী ও সংগ্রামী ভূমিকার প্রশংসা করে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ নেতৃত্বের জন্য শুভকামনা করে ৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যাচেষ্টা মামলায় সালমান পলক ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. শামীমকে হত্যাচেষ্টা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ও সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) সকালে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এম.এ আজহারুল ইসলাম এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর আগে রাজধানীর নিউমার্কেট থানার হত্যাচেষ্টা মামলায় সালমান এফ রহমান ও জুনায়েদ আহমেদ পলকের সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ওই থানার উপপরিদর্শক মো. ৭-এর পাতায় দেখুন

মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হলো অনশনে থাকা সেই এসআইদের

স্টাফ রিপোর্টার : মধ্যরাতে জলকামান থেকে পানি ছিটিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে সচিবালয়ের সামনে আমরণ অনশনে থাকা অব্যাহতি পাওয়া শিক্ষানবিশ এসআইদের। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য এসে তাদের সরিয়ে দেয়। এরআগে সোমবার বিকাল পাঁচটা থেকে বাংলাদেশ সচিবালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে আমরণ অনশনে বসেন পুলিশের প্রশিক্ষণরত ৪০তম ব্যাচের অব্যাহতি পাওয়া ৩২১ জন শিক্ষানবিস উপ-পরিদর্শকরা (এসআই)। এরআগে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে অনশনরত এসআইদের সরিয়ে দেওয়া চেষ্টা করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সদস্যরা। পরে রাত পৌনে ১টার দিকে ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ আরও ৮ মামলায় গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : সাবেক গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে আরও আট মামলায় গ্রেপ্তার (শ্যোন অ্যারেস্ট) দেখিয়েছেন আদালত। গতকাল বুধবার চট্টগ্রামের তিন সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পুলিশের তিনটি আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেওয়া হয়। এ ছাড়া জামিনের আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম আদালতে জেলা পুলিশের পরিদর্শক হাবীবুর ৭-এর পাতায় দেখুন

ডেসটিনির এমডিসহ ১৯ জনের ১২ বছর করে কারাদণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার : ২০১২ সালের ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের গাছ বিক্রির টাকা আত্মসাতের মামলায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনসহ ১৯ জনকে ১২ বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক মো. রবিউল আলমের আদালত এ রায় ঘোষণা করেন। সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন, পরিচালক লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হারুনুর রশিদ, প্রধান কার্যালয়ের চেয়ারম্যান মো. হোসেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ গোফরানুল হক, মো. সাইদ-উর রহমান, মেজবাহ উদ্দিন স্বপন, ইঞ্জিনিয়ার শেখ তৈয়েবুর রহমান ও গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস, পরিচালক সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ইরফান আহমেদ সানী, ফারহা দিবা ও জামসেদ আরা চৌধুরী, প্রফিট শেয়ারিং ডিস্ট্রিবিউটর মো. জসিম উদ্দীন ভূঁইয়া, ডেসটিনি মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন ও সদস্য মো. আবুল কালাম আজাদ, ডায়মন্ড এক্সিকিউটিভ এস এম আহসানুল কবির বিপ্লব, জোবায়ের সোহেল ও আব্দুল মান্নান এবং ক্রাউন এক্সিকিউটিভ মোসাদ্দেক আলী খান। এরমধ্যে কারাগারে আছেন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল আমীন, ফারহা দিবা ও মোহাম্মদ হোসেন। জামিনে আছেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) হারুনুর রশিদ। এছাড়া, ১৫ আসামি পলাতক রয়েছেন। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) রাজধানীর কলাবাগান থানায় ২০১২ সালের ৩১ জুলাই মামলা দুটি করে। ২০১৪ সালের ৪ মে একটি মামলায় ১৯ জনের এবং অপর মামলায় ৪৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেয় দুদক। মামলার অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, আইন ও বিধি ৭-এর পাতায় দেখুন

মতিঝিলে শিক্ষার্থীদের দুপক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত ৯

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মতিঝিলে পাঠ্যপুস্তক ভবনের সামনে অবস্থান নেওয়া পাহাড়ি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'স্টুডেন্ট ফর সভারেন্টি' সংগঠনের শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষ ঘটেছে। গতকাল বুধবার দুপুরে মতিঝিল এনসিটিবি সংলগ্ন মেট্রোরেলের নিচে এই সংঘর্ষ ঘটে। এতে ৯ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আহতরা হলেন - শ্রেষ্ঠা রূপাইয়া (২৪), ইসাবা শুহরাত (২৫), রেংইয়ং ম্রো (২৭), ফুটন্ত চাকমা (২২), ধনজেত্রা (২৮), অনন্ত ধামায় (৩৫), ডিবিসি টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক জুয়েল মার্ক (৩৫), শৈলী (২৭), দনওয়াই ম্রো (২৪) তনিচিরাং (৩০)। ঢামেক হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক জানান, নয়জন আহত হয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে এসেছেন। তাদেরকে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানিয়েছেন মতিঝিল থানার পরিদর্শক মো. হাইমেনুল ইসলাম। ৭-এর পাতায় দেখুন

একের পর এক কারখানা বন্ধ অর্থনীতিতে অশনিসংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরে কেয়া গ্রুপের চারটি গার্মেন্টসের কর্মীরা ২ জানুয়ারি সকালে জানতে পারেন তাদের চাকরি আর থাকছে না। কারণ গ্রুপটি তাদের কারখানাগুলোকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবেই কয়েক হাজার গার্মেন্টসকর্মীর জীবন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে যায়। ২৯ ডিসেম্বর থেকেই সেখানের কর্মীরা কাজ থেকে বিরত থাকেন। কারণ নভেম্বর মাসের বেতনই হাতে পাননি এসব শ্রমিক। গ্রুপটি জানিয়েছে, বর্তমান অস্থিতিশীল বাজারের কারণেই গার্মেন্টসগুলো বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা ও কার্যাদেশ কম থাকার কথা বলা হয়।

একই দিনে বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন কেয়া গ্রুপের কর্ণধার আব্দুল খালেক পাঠান ও কয়েকজন ব্যাংকারের বিরুদ্ধে প্রায় ৫৩০ কোটি টাকা আত্মসাতের কারণে দুইটি মামলা দায়ের করে। শুধু কেয়া গ্রুপের শ্রমিকরাই নন, ২০২৪ সালে আরও কয়েক হাজার গার্মেন্টসকর্মী চাকরি হারিয়েছেন। কারণ এই সময়ে অন্তত ১০০ গার্মেন্টসের পাশাপাশি অন্যান্য আরও কারখানা হয় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেছে, না হয় কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএমইএ) একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, গত বছরের প্রথম সাত মাসে ৪৪টি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, যেখানে প্রায় বিশ হাজার শ্রমিক কর্মরত ছিলেন। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর থেকেই একের পর এক কারখানা বন্ধ হতে থাকে। গ্যাস সরবরাহজনিত সমস্যা, ব্যাংক থেকে সহায়তার অভাব ও শ্রমিক অসন্তোষের কারণে তারপর আরও ৩২টি কারখানার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়, যেখানে ৩১ হাজার ৪০০ শ্রমিক কর্মরত ছিলেন।

নিটওয়্যার, টেক্সটাইল ও অন্যান্য খাতের বন্ধ কারখানার সংখ্যা যদি হিসাব করা হয় তাহলে চাকরি হারানো শ্রমিকের সংখ্যা আরও অনেক বেশি হবে। বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কোম্পানিগুলোর একটি হলো বেক্সিমকো গ্রুপ। যার কর্ণধার সাবেক ৭-এর পাতায় দেখুন

কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে ঢাকা মেডিকেলের মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ৬টার দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়া হয়। এরপর তাকে সকাল সোয়া ৭টার দিকে নতুন ভবনের ৬০১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

৩ কোটি টাকা মূল্যের ৪ গাড়ি উদ্ধার

ডেলিভারি চালান মূলে ভাটারা থানাধীন নর্দ্দা প্রগতি সরণি এলাকায় এবি ড্রাইভ লিমিটেডের শো-রুমে নিয়ে যায়। গাড়ি চারটি হলো-২০২৩ মডেলের একটি টয়োটা হ্যারিয়ার জিপ, ২০১৮ মডেলের একটি টয়োটা ভেলফায়ার জিপ, ২০১৮ মডেলের একটি টয়োটা এসকোয়্যার মাইক্রোবাস ও ২০১৯ মডেলের একটি টয়োটা এক্সিও প্রাইভেটকার। গাড়ি চারটির সর্বমোট বাজার মূল্য ৩ কোটি টাকা। পরবর্তী সময়ে জারাক ও জামিরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা গাড়িগুলো ফেরত দেবে না বলে জানায় এবং ভয়ভীতি প্রদর্শন করতে থাকে। ইমদাদুল হক খান খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, তারা গাড়িগুলো প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাতের উদ্দেশে এবি ড্রাইভের শো-রুম থেকে অন্যত্র সরিয়ে ফেলেছে। এ ঘটনায় গত ৫ জানুয়ারি ইমদাদুল হক খানের অভিযোগের প্রেক্ষিতে জারাক আহমেদ ও জামির হোসেনসহ অজ্ঞাতনামা দু-তিনজনের বিরুদ্ধে তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় একটি প্রতারণার মামলা রুজু হয়। তদন্তাধীন এ মামলায় থানা-পুলিশ গোয়েন্দা তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ২টার দিকে গুলশান লিংক রোড এলাকা হতে জারাককে আটক করে। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গাজীপুরের কালিয়াকৈর ও কাশিমপুর থানা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে এজাহারনামীয় আসামি জামির হোসেনের সহযোগী আবুল কালাম রিফতিয়ারকে আটক করা হয়। থানা সূত্রে আরও জানা যায়, আটককৃত আবুল কালাম রিফতিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে সে জানায়, তার বস জামির হোসেন তাকে একটি টয়োটা এসকোয়্যার মাইক্রোবাস এবং একটি টয়োটা এক্সিও প্রাইভেটকার তাঁর এক আত্মীয়ের বাসায় রাখতে বলে। উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাকে নিয়ে অভিযান পরিচালনা করে ঢাকার আফতাবনগর এলাকা হতে ওই গাড়ি দুইটি উদ্ধার করা হয়। পরে তাকে আরও দুইটি গাড়ির কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলে, সে জানায়,অন্য গাড়ি দুইটির বিষয়ে মো. সজল আহম্মেদ অবগত। পরে সজল ও আব্দুর রহমান রুবেলকে আটক করা হয়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানাধীন নারায়ণগঞ্জ লিংক রোড ভূইগড় এলাকা হতে মো. সাইদুর রহমানের হেফাজত হতে একটি টয়োটা ভেলফায়ার জিপ ও একটি টয়োটা হ্যারিয়ার জিপ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার করা এই চারটি গাড়ি আটককৃতরা পরস্পর যোগসাজশে প্রতারণার মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছিল মর্মে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছে। মামলার নিবিড় তদন্ত ও আটককৃতদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ছাগলকাণ্ডে আলোচিত মতিউর ও

পক্ষ থেকে অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা যায়। এরপর গত ২৪ জুন মতিউর রহমান, তার স্ত্রী লায়লা কানিজ ও ছেলে আহম্মেদ তৌফিকুর রহমান অর্ণবের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত। এরপর ৩১ জুলাই কোনো আর্থিক সুবিধা ছাড়াই অবসরে পাঠানো হয় মতিউর রহমানকে। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নেয়।

সঞ্চয়পত্র বিক্রি আজ থেকে স্বাভাবিক

বিশেষ করে সঞ্চয়পত্র কিনতে ব্যাংকে ভিড় করলেও কর্মকর্তারা তাদের আশ্বাস দিতে পারেন না। প্রায় ছয় দিন ধরে তারা ঘুরছেন, পাচ্ছেন না সঠিক কোনো তথ্য। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে তাদের। তবে অধিদপ্তর বলছে, সার্ভার আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান থাকায় সাময়িক বন্ধ রয়েছে বিক্রি। মন্ত্রণালয় থেকে কাজ হচ্ছে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে সার্ভার চালু হতে পারে। এরপর আগের মতোই কিনতে পারবেন গ্রাহক। বিগত পাঁচ দিনের মতো গতকাল বুধবারও সকাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল অফিসে দেখা যায় একাধিক গ্রাহককে। তাদের সবাই এসেছেন সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য, কেউ এসেছেন ভাঙানোর জন্য। আবার কেউ এসেছেন তথ্য (কবে ঠিক হবে সার্ভার) জানার জন্য। তাদের অনেকেই বিরক্তি প্রকাশ করছেন। কারণ হেল্পডেস্ক থেকে ফর্ম পূরণে সহায়তা করা হলেও সার্ভার চালুর বিষয়ে কোনো তথ্য নেই কর্মকর্তাদের কাছে। তারা বলছেন, সঞ্চয় অধিদপ্তর সার্ভার চালু করলে আমরা ফরম জমা নিতে পারবো। বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিসের এক কর্মকর্তা জানান, গত গতকাল বুধবার থেকে সার্ভার ডাউন। কবে ঠিক হবে, আমরা এ বিষয়ে কোনো কিছু জানি না। সার্ভার ঠিক হলে সবাই সেবা পাবেন। তবে সার্ভার ঠিক না হওয়া পর্যন্ত ফর্ম নিতে পারছেন, জমা হচ্ছে না। কেউ চাইলে কাউন্টারে রেখে দিতে পারেন, সার্ভার ঠিক হলে আমরা জমা করে নেবো। সার্ভার ঠিক হওয়া অধিদপ্তরের কাজ, বলছিলেন তিনি। সঞ্চয় অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ) মো. শহিদুল ইসলাম বলেন, সার্ভারের পুরো কাজটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের একটা প্রজেক্ট। এটা অর্থ বিভাগের ওই প্রজেক্টের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেখান থেকে কাজ চলছে। এ বিষয়ে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন ও জনসংযোগ) এবং উপসচিব মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম বলেন, সার্ভার মেইনটেনেন্স এর কাজ চলছে। বৃহস্পতিবারের মধ্যে স্বাভাবিক হয়ে যাবে। সবাই সেবা নিতে পারবেন। এদিকে, চলতি মাস থেকে সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার বাড়ছে। জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত সঞ্চয় কর্মসূচিগুলোর (স্কিমের ধরন অনুযায়ী) মুনাফার হার বেড়ে হতে যাচ্ছে ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৫৫ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গত মঙ্গলবার বর্ধিত হার নির্ধারণের আদেশ জারি করতে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগকে (আইআরডি) অনুরোধ করেছে। অর্থ বিভাগের তৈরি এ বিষয়ে প্রস্তাব অনুমোদন করেছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সুপারিশ এসেছে অর্থসচিবের নেতৃত্বাধীন নগদ ও ঋণ ব্যবস্থাপনা কমিটি (সিডিএমসি) থেকে। যাকে সহায়তা করেছে অর্থ বিভাগের ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অণুবিভাগ। মুনাফার এ হার ১২ দশমিক ২৫ থেকে ১২ দশমিক ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত। অর্থাৎ বর্ধিত হারের কারণে কোনো সঞ্চয়পত্রের মুনাফা ১২ শতাংশের কম হবে না। সবচেয়ে কম মুনাফা (১২.২৫ শতাংশ) পাওয়া যাবে ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের বিপরীতে। সবচেয়ে বেশি মুনাফা (১২.৫৫ শতাংশ) পাওয়া যাবে পেনশনার সঞ্চয়পত্রে। সুদহার পরিবর্তনের সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের ধাপেও পরিবর্তন আনার কথা বলা হয়েছে পাঠানো চিঠিতে। বর্তমানে ১৫ লাখ টাকা; ১৫ লাখ ১ টাকা থেকে ৩০ লাখ টাকা এবং ৩০ লাখ ১ টাকার বেশি, এই তিন ধাপ রয়েছে। প্রতিটি ধাপে আলাদা মুনাফার হার রয়েছে। তবে নতুন নিয়মে দুটি ধাপের কথা বলা হয়েছে। একটি ধাপে ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকার নিচের বিনিয়োগকারীরা। আর অপর ধাপে ধাপে এর ওপরের বিনিয়োগকারীরা থাকবেন।

পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে

টন। এছাড়া গত ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আট লাখ ৮৯ হাজার ২৮৪ টন চিনি আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে। গতবার এর পরিমাণ ছিল নয় লাখ ১৬ হাজার ৪২৫ টন। আমদানির পাইপলাইনে আছে তিন লাখ ৭৬৮ টন চিনি। দেশে চিনির বার্ষিক চাহিদা ২০ থেকে ২২ লাখ টন। আমদানি হয় ২১ থেকে ২৩ লাখ টন। এর মধ্যে রমজানের চাহিদা তিন লাখ টন। এ বিষয়ে দেশের অন্যতম আমদানিকারক ও প্রক্রিয়াজাতকারী প্রতিষ্ঠান মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) উপ-মহাব্যবস্থাপক তসলিম শাহরিয়ার বলেন, 'রমজানের পণ্য ঠিকঠাক আমদানি হচ্ছে। তেল ছাড়া অন্যান্য পণ্যের দাম কমও আছে। চিনি নিয়েও এখন কোনো সমস্যা নেই। আশা করা যাচ্ছে, এবার রমজানে পণ্যের বাজার স্থিতিশীল থাকবে।' সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি : গত মাসে বাজারে বোতলজাত সয়াবিন তেলের তীব্র সংকট হওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েন সাধারণ ক্রেতারা। সেই সংকট কাটলেও এখনো বাজারে সয়াবিন তেলের টান রয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ রমজানে তেলের সরবরাহ নিয়ে এখনো চিন্তিত। অন্যদিকে, বাংলাদেশ ব্যাংকের সূত্র ধরে ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, গত ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে ১০ লাখ ৯৫ হাজার ৫২৫ টন সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি হয়েছে। এর মধ্যে অপরিশোধিত সয়াবিন তেল তিন লাখ ৮৪ হাজার ৮০ টন ও পাম তেল সাত লাখ ১১ হাজার ৪৪৪ টন। ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে ১২ লাখ ৫০ হাজার ৫৮৪ দশমিক ২১ টন সয়াবিন ও পাম তেল আমদানি হয়েছিল। এর মধ্যে অপরিশোধিত সয়াবিন তেল দুই লাখ ৭৫ হাজার ৭৬ টন, পাম তেল নয় লাখ ৭৫ হাজার ৫০৭ টন। ট্যারিফ কমিশনের প্রতিবেদনে এলসি খোলার তালিকায় অন্যান্য নিত্যপণ্য থাকলেও সয়াবিন ও পাম তেল নেই। তবে আমদানির পাইপলাইনে রয়েছে চার লাখ ২১ হাজার ৯৬৬ টন তেল। ২০২৩ সালে আমদানির পাইপলাইনে ছিল তিন লাখ ৬১ হাজার ৬৬৭ টন তেল। পাইপলাইনে থাকা তেল রমজানের আগে আসবে। ট্যারিফ কমিশন বলছে, বছরে দেশে ভোজ্যতেলের চাহিদা ২৩ থেকে ২৪ লাখ টন। এর মধ্যে আড়াই লাখ টন তেল দেশে উৎপাদিত হয়। ২২ থেকে ২৩ লাখ টন ভোজ্যতেল আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে রমজানের চাহিদা তিন লাখ টন। সেই হিসেবে রমজানে তেলের কোনো সংকট থাকার কথা নয়।

দেশের অন্যতম বৃহৎ পাইকারি বাজার ঢাকার মৌলভীবাজারের বড় ব্যবসায়ী ও বাংলাদেশ পাইকারি ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি গোলাম মাওলা বলেন, 'কিছুদিন আগেই তেলের দাম বাড়িয়েছে কোম্পানিগুলো। এরপর পাইকারি বাজারে সয়াবিন তেলের দাম আগে থেকেই কিছুটা কমতির দিকে। আশা করছি, কোম্পানিগুলো সরবরাহ ঠিক রাখলে তেলের দামে আর সমস্যা হবে না।' ছোলার আমদানি অনেক বেশি : পুরো বছরে ছোলার চাহিদা এক লাখ ৮০ হাজার থেকে দুই লাখ টন। এর মধ্যে রমজান মাসেই চাহিদা এক লাখ টন। দেড় থেকে দুই লাখ টন ছোলা প্রতি বছর আমদানি করতে হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ৪৮ হাজার ৯৮০ টন ছোলা আমদানি হয়েছে। গত অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি হয়েছিল ১৭ হাজার ৪৪৬ টন ছোলা। এবার একই সময়ে এলসি খোলা হয়েছে এক লাখ ৮৯ হাজার ৯১৯ টন। গতবার খোলা হয়েছিল এক লাখ ১৮ হাজার ৪৫৪ টন। এবার আমদানির পাইপলাইনে আছে এক লাখ ৫৪ হাজার ১৯১ টন ছোলা। গতবার পাইপলাইনে ছিল ৮৮ হাজার ৩০৯ টন। সব মিলিয়ে এবারের রমজানে চাহিদার তুলনায় অনেক বেশি ছোলা থাকবে। মসুর ডালের সরবরাহ বেশি : বছরে মসুর ডালের চাহিদা সাত লাখ টন। এর মধ্যে রমজান মাসে চাহিদা থাকে এক লাখ টনের। স্থানীয়ভাবে উৎপাদন এক লাখ ৬৯ হাজার টন। বছরে আমদানি করতে হয় পাঁচ থেকে ছয় লাখ টন মসুর ডাল। গত বছরের ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে মসুর ডাল আমদানি হয়েছে দুই লাখ ৫১ হাজার ৫৬১ টন। গত অর্থবছরের একই সময়ে আমদানি হয়েছিল এক লাখ ৯০ হাজার ৮৭ টন। এবার একই সময়ে এলসি খোলা হয়েছে দুই লাখ দুই হাজার ৯৭২ টন। গতবার খোলা হয়েছিল এক লাখ ৬৭ হাজার ৩০৯ টন। এবার আমদানির পাইপলাইনে আছে ৪৭ হাজার ২১০ দশমিক ১৪ টন মসুর ডাল। গতবার ছিল ৭২ হাজার ৫০১ দশমিক ৬৩ টন। সব মিলিয়ে গতবারের চেয়ে এবার বাজারে মসুরের ডালের সরবরাহ বেশি। বাংলাদেশ পাইকারি ডাল ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি শফি মাহমুদ বলেন, চাহিদা কম বলে ছোলা-ডালের দাম এখনই নিম্নমুখী। বাজার স্থিতিশীল থাকবে রমজানেও। কমবে খেজুরের দাম : গত বছর রোজার আগেই ইফতারিতে অন্যতম জনপ্রিয় উপকরণ খেজুরের শুল্ক কমানো হয়। এরপরেও দামও বেঁধে দেওয়া হয়। তারপরও খেজুরের বাজার নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি সরকার। এ বছরও খেজুরে শুল্কছাড় দেওয়া হয়েছে। এবার শুল্কছাড়ে আমদানি বেড়েছে। চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে পাঁচ হাজার ৮৮৩ টন খেজুর আমদানি করা হয়েছে। একই সময়ে এলসি খোলা হয়েছে ৮৬ হাজার ১০৯ টন। পাইপলাইনে আছে আরও ৭৫ হাজার ২৫৮ টন খেজুর। গত অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত খেজুর নয় হাজার ৬২৮ টন খেজুর আমদানি হয়েছিল। এলসি খোলা হয়েছিল ৪৮ হাজার ১৫৪ টন। পাইপলাইনে ছিল ৩০ হাজার ৫৯০ টন খেজুর। সব মিলিয়ে গতবারের চেয়ে এবার অনেক বেশি খেজুর রয়েছে বাজারে। এ কারণে এবার খেজুরের দাম কমার সম্ভাবনা বেশি। পাইকারি খেজুর ব্যবসায়ী ও ফল আমদানিকারক সমিতির সহ-সভাপতি শামসুল হক বলেন, গত বছর খেজুরের দাম অস্বাভাবিক বেশি ছিল। এবার বিশ্ববাজারে দাম কম, আমদানি বেশি। ফলে দাম কমবে। বাজার কারসাজি নিয়ে শঙ্কা : নিত্যপণ্যের আমদানি ঠিক থাকলেও বাজার বিশ্লেষকেরা বলছেন, স্থানীয় বাজারে কারসাজির কারণে প্রায় প্রতি রমজানে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। তাই প্রতিটি পর্যায়ে সরকারের কঠোর নজরদারি দরকার। কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, 'প্রতিবার রমজানে ব্যবসায়ীরা নিত্যনতুন কৌশলে বাজারে পণ্যের দাম বাড়িয়ে থাকেন। এবারও নিশ্চয়ই তাদের এই অপচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। তবে এটা থেকে যে ভোক্তা মুক্তি পাবে, তেমন কোনো কার্যক্রম দেখছি না। বাজার তদারকিতে এখনও দুর্বলতা রয়ে গেছে। আবার গত ৫ আগস্টের পর দেশের অনেক নিত্যপণ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হাত গুটিয়ে আছে। সে ঘাটতি পূরণে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অন্য যারা বাজারে আছেন, তাদের সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা সেভাবে হচ্ছে না। সে কারণে কারসাজি ও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার যে অস্থিতিশীল হবে না- সেটা কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।' ডলারের দাম নিয়ে ভয় : দেশে কিছুদিন আগেও হুট করে ডলার সংকট হয়েছিল। এখন কিছুটা ভালো অবস্থায় ফিরলেও অনেক ক্ষেত্রে সংকট রয়েই গেছে। এলসি খোলায় সমস্যা হচ্ছে। ডলারের দাম বাড়লে পণ্য আমদানির ব্যয় বেড়ে যায়, তাই এ বিষয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের (এমজিআই) উপ-মহাব্যবস্থাপক তসলিম শাহরিয়ার বলেন, 'আমরা যদিও ভাবছি, বাজার ঠিক থাকবে, তারপরও ডলারের দাম কিন্তু বড় ভূমিকা রাখবে। ডলার যদি ১২২ থেকে ১২৩ টাকার মধ্যে থাকে তবে দাম ঠিক থাকবে। কিন্তু হুট করে বাড়লে সেটা নিশ্চয়ই বাজার অস্থিতিশীল করবে। ডলারের দাম বাড়লে পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির আশঙ্কা থাকবেই।' একই কথা বলেন টি কে গ্রুপের পরিচালক (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন) মো. শফিউল আতহার তাসলিম। তিনি বলেন, 'আন্তর্জাতিক বাজারেও এই মুহূর্তে কোনো পণ্যের দামে অস্থিতিশীলতা নেই। তবে আমরা ঠিকমতো ডলার পাবো কি না সেটা নিয়ে চিন্তিত। ডলারের দাম ঠিক থাকলে পণ্যের দামে হেরফের হবে না।'

কর বৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের

বেড়েছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, একসময় আমদানিতে প্রতি ডলারের মূল্য ছিল ৮৬ টাকা। এর ওপর ছিল ৭.৫ শতাংশ ভ্যাট। আর এখন ডলারের মূল্য ১২০ টাকা। এর ওপর দিতে হবে ১৫ শতাংশ ভ্যাট। তাহলে বুঝুন চাপ কেমন বেড়েছে, কতটা বেড়েছে। অর্থবছরের মাঝে এসে শতাধিক পণ্য ও সেবার ওপর ভ্যাট এবং সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোকে ভালো চোখে দেখছেন না পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান মাসরুর রিয়াজ। কারণ, এই চাপের বড় অংশই যাবে নিম্ন-আয় ও সাধারণ ভোক্তাদের ঘাড়ে। তার মতে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির মধ্যে মানুষের ওপর এই সময় নতুন করে কর বাড়ানো ঠিক হয়নি। স্বল্প-আয়ের মানুষের খরচ আরও বাড়বে। পাশাপাশি ছোট পুঁজির ব্যবসায়ীদের ওপর চাপ আরও বাড়বে। মাসরুর রিয়াজ আরও বলেন, অর্থবছরের মাঝে এসে এভাবে কর বাড়ানো মোটেই উচিত হয়নি। তবে সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর কারণে তেমন একটা প্রভাব পড়বে না। এখন দেখার বিষয়, আসলেই তেমনটি হয় কিনা! প্রসঙ্গত, সম্প্রতি শতাধিক পণ্য ও সেবায় শুল্ক ও কর বাড়িয়েছে সরকার। এর ফলে ইন্টারনেট সেবা, মোবাইলফোনে কথা বলা, হোটেল-রেস্তোরাঁ সেবা, কোমল পানীয়, মিষ্টি, ওষুধ, এলপি গ্যাস, ফলের রস, ড্রিংকস, বিস্কুট, চশমার ফ্রেম, সিগারেটসহ শতাধিক পণ্য ও সেবায় মানুষের ব্যয় বাড়বে।

দক্ষিণ কোরিয়ার অভিশংসিত

গ্রেপ্তারের আগে তার নিরাপত্তাকর্মী ও সমর্থকদের বাধার মুখে পড়তে হয় তদন্তকারীদের। কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটার দিকে একটি গাড়িবহর প্রেসিডেন্টের বাসভবন থেকে বেরিয়ে গেছে বলে জানিয়ে গণমাধ্যমে খবর দেওয়া হয়। ধারণা করা হচ্ছে, এই বহরেই প্রেসিডেন্টকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তবে এক ভিডিও বার্তায় প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল বলেছেন, তিনি দুর্নীতি তদন্ত অফিসে (সিআইও) উপস্থিত হতে সম্মত হয়েছেন। এই সংস্থাই তার বিরুদ্ধে করা মামলার নেতৃত্ব দিচ্ছে। তিন মিনিটেরও কম সময়ের ওই ভিডিওতে তিনি বলেন, দেশে আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। যে সংস্থাটি তার বিরুদ্ধে তদন্ত করছে তা যে আদালতগুলো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করছে, তাদের এমনটি করার এখতিয়ার নেই। গত ৩ ডিসেম্বর দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন জারি করেছিলেন ইউন। কিন্তু তীব্র প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়ার মুখে মাত্র ছয় ঘণ্টার মাথায় তিনি তা প্রত্যাহারে বাধ্য হন। স্বল্পস্থায়ী এই সামরিক আইন জারির জেরে গত ১৪ ডিসেম্বর ইউনকে দেশটির পার্লামেন্টে অভিশংসন করা হয়। রাষ্ট্রদ্রোহ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে শুরু হয় ফৌজদারি তদন্ত। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তদন্তকারীদের তলবে হাজির হতে ইউন অস্বীকৃতি জানান। এর জেরে গত ৩১ ডিসেম্বর ইউনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন দক্ষিণ কোরিয়ার একটি আদালত।

সুবিধাবঞ্চিত ঢাবি ছাত্রীরা পাবেন

শিক্ষার্থী হলে থাকতে পারেন না তাদের জন্য আগামী মাস থেকে আবাসন সহায়ক আর্থিক সহায়তা (সাময়িক) কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রমের আওতায় প্রতি শিক্ষার্থীকে মাসিক তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। অস্থায়ীভাবে বাড়তি বাঙ্ক বেড স্থাপন করা হচ্ছে জানিয়ে কোষাধ্যক্ষ বলেন, এই সহায়তা খুব বেশি না কিন্তু এর ফলে শিক্ষার্থীরা কিছুটা হলেও উপকারী হবে। যাদের আমরা সিট দিতে পারিনি সবাইকেই এই সহায়তা দেওয়া হবে। চীনের রাষ্ট্রদূতের বরাত দিয়ে অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম বলেন, ইতোমধ্যেই আড়াই হাজার নারী শিক্ষার্থীদের থাকার জন্য একটি হল নির্মাণ করে দিবে চীন সরকার। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক সায়মা হক বিদিশা, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ অনেকে।

অরফানেজ ট্রাস্ট মামলায় খালেদা

প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে এ মামলা করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে খালেদা জিয়ার সম্মানহানি করা হয়েছে। এর আগে, মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় সাজা বাড়িয়ে হাইকোর্টের দেওয়া ১০ বছরের কারাদণ্ডের রায়ের বিরুদ্ধে খালেদা জিয়ার আপিল আবেদনের ওপর শুনানি শেষ হয়। এ বিষয়ে রায় ঘোষণার জন্য আজকের দিন ধার্য করেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। প্রসঙ্গত, জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দেন বিচারিক আদালত। একইসঙ্গে এ মামলার অন্য পাঁচ আসামির প্রত্যেককে ১০ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে রায়ের বিরুদ্ধে খালাস চেয়ে আপিল করেন খালেদা জিয়া। অপরদিকে সাজা বাড়াতে আপিল করে দুদক। উভয় আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্ট সাজা বাড়িয়ে ১০ বছর করেন। সেই সাজা মাথায় নিয়ে দুই বছরের বেশি সময় জেলও খাটেন বিএনপি চেয়ারপারসন। অংশ নিতে পারেননি জাতীয় নির্বাচনে।

সাড়ে ৫ কোটি লিটার ভোজ্যতেল

লাখ লিটার সয়াবিন তেল সরবরাহ করবে। প্রতি লিটারের দাম পড়বে ১৭১ টাকা ৫০ পয়সা। শবনম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেড সরবরাহ করবে ২ কোটি ২০ লাখ লিটার পাম অয়েল। মোট চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বাংলাদেশে (সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ) ফ্যামিলি কার্ডধারী প্রায় ১ কোটি নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে প্রতি মাসে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে তিনটি দরপ্রস্তাবের মাধ্যমে ৫ কোটি ২০ লাখ লিটার ভোজ্যতেল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে টিসিবি। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি-১৬ (৫ক) অনুযায়ী প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য ১৭২ টাকা ৫৬ পয়সা। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভা ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। মূল্যায়ন কমিটি প্রাপ্ত একটি দরপত্র, তুলনামূলক বিবরণী এবং সংযুক্ত দাখিলকৃত কাগজ পর্যালোচনা শেষে দেখা যায়, দরদাতা প্রতিষ্ঠান সোনারগাঁও সিডস ক্রাশিং মিলস লিমিটেডে দরপত্রে প্রতি লিটার তেল সব খরচসহ ১৭১ টাকা ৯৫ পয়সা দরে ২ কোটি ২০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছে। এতে মোট ব্যয় হবে ৩৭৮ কোটি ২৯ লাখ টাকা। অপর এক প্রস্তাবে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী প্রায় ১ কোটি নিম্নআয়ের পরিবারের মাঝে প্রতি মাসে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রির লক্ষ্যে টিসিবি কর্তৃক স্থানীয়ভাবে ২ কোটি ২০ লাখ লিটার পরিশোধিত পাম ওলিন কেনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করা হলে দুটি প্রতিষ্ঠান এতে অংশ নেন। দরপ্রস্তাবের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনা করে দরপত্র উন্মুক্তকরণ কমিটি সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান শবনম ভেজিটেবল অয়েল লিমিটেডের কাছ থেকে ২ কোটি ২০ লিটার পাম ওলিন কেনার সুপারিশ করে। প্রতি লিটারের দাম ১৬২ টাকা হিসেবে ২ কোটি ২০ লিটার পাম ওলিন কিনতে ব্যয় হবে ৩৫৮ কোটি ৪৯ লাখ টাকা। এছাড়া উন্মুক্ত দরপত্র (জাতীয়) পদ্ধতিতে আরো ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হলে মাত্র একটি দরপত্র জমা পড়ে। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দরপত্রের দলিলাদি পর্যালোচনা করে সেটি রেসপন্সিভ হিসেবে বিবেচনা করে এবং দরদাতা সুপার অয়েল রিফাইনারি লিমিটেডের নাম সুপারিশ করে। দরপ্রস্তাবে দরদাতা প্রতিষ্ঠান প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম ১৬২ টাকা ৯৫ পয়সা উল্লেখ করে। সে হিসেবে ১ কোটি ১০ লাখ লিটার সয়াবিন তেল কিনতে ব্যয় হবে ৩৫৮ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। এ সংক্রান্ত পৃথক তিনটি ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদন করেছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

স্ত্রী-সন্তানসহ শেখ হাসিনার একান্ত

আছে। অনুসন্ধানের বিষয়টি রাষ্ট্রের স্বার্থে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানকালে গোপন সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। তারা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধান কাজ ব্যাহত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা আছে। এজন্য তাদের বিদেশগমন রোধ করা একান্ত প্রয়োজন। দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। শুনানি শেষে আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দেন।

সাবেক আইজিপি আজিজুল হক মারা

২০০৭ সালে তিনি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন গঠিত ফখরুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বাধীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের স্থানীয় সরকার, নৌপরিবহন ও বিমান মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। ৮৫ বছর বয়সি আজিজুল হক মৃত্যুকালে স্ত্রী, তিন ছেলে, নাতি-নাতনিসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে পরিবারসহ গ্রামের বাড়ির এলাকায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। প্রসঙ্গত, এম আজিজুল হকের এক ছেলে হাসিব আজিজ চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের (সিএমপি) বর্তমান কমিশনার হিসেবে দায়িত্বরত রয়েছেন।

৬টি কমিশনের মেয়াদ আরও এক

কাজের সময় আরও একমাস বাড়িয়ে দেব। এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল, যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূইয়া, প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রমুখ। আসিফ নজরুল বলেন, আমাদের কর্ম পরিকল্পনার চারটা ধাপ ছিল। একটা হচ্ছে কমিশনগুলো তাদের রিপোর্ট প্রণয়ন করবে, সুপারিশ দেবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, কমিশনের প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠার জন্য আলোচনা হবে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে আমরা প্রয়োজনীয় আইন এবং নীতি প্রণয়ের কাজ শুরু করব। আমাদের প্রত্যাশা আছে আমরা পুরো কাজটা সম্পূর্ণ করে যেতে পারবো। নির্ভর করছে রাজনৈতিক দলগুলো কতটুকু সংস্কার করতে পারে। তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ১৬ ডিসেম্বরের ভাষণে বলেছেন যে আমরা ন্যূনতম কিছু সংস্কার সম্পন্ন করে যদি নির্বাচন করতে চাই তাহলে এই বছর হবে। যদি আমরা আরো কিছু সংস্কার প্রত্যাশিত মাত্রা করতে চাই, তাহলে কয়েক মাস লাগতে পারে। রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে যখন আমরা আলাপ আলোচনা করব তখন দেখব যে ন্যূনতম সংস্কারক কোনগুলো আছে। এর বাইরে প্রত্যাশিত সংস্কার ভেরিফাই করার চেষ্টা করব।

বাংলাদেশে আরও বিনিয়োগ করতে

করে রাষ্ট্রপতি এ সহযোগিতা আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, জাপানের ৩৫০টির বেশি কোম্পানি বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে তিনি রাষ্ট্রদূতকে অনুরোধ জানান। রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তা প্রদানে জাপানের ভূমিকার প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন রোহিঙ্গারা যাতে নিরাপদে এবং সম্মানজনকভাবে নিজ দেশে ফিরে যেতে পারে সে বিষয়ে জাপান আগামীতেও সহযোগিতা অব্যাহত রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এ সময় জাপানের রাজা, রাণী এবং রাজপরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। বাংলাদেশের বড় বড় অবকাঠামো খাতে জাপানের বিনিয়োগের কথা উল্লেখ করে জাপানের নতুন রাষ্ট্রদূত বলেন, আগামীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে আরও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তার দেশ। তিনি বাংলাদেশে দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আদিল চৌধুরী, প্রেস সচিব সরওয়ার আলম এবং পররাষ্ট্র সচিব জসিম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

বিতর্কিত চাকরিবিধির ধারা বাতিলসহ

(টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামানকে। এতদিন সাবেক ও বর্তমান দুদক কর্মকর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক এবং বিভিন্ন অংশীদারের পরামর্শ নিয়েছে সংস্কার কমিশন। গতকাল বুধবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে সংস্কার প্রস্তাব পেশ করে কমিশন। বিতর্কিত ৫৪ এর ২ ধারায় যা আছে: দুদকের বিধিমালার ৫৪ (২) ধারায় বলা হয়েছে, 'এই বিধিমালায় ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ না দর্শাইয়া কোনো কর্মচারীকে ৯০ দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া অথবা ৯০ দিনের বেতন নগদ পরিশোধ করিয়া তাহাকে চাকরি হইতে অপসারণ করিতে পারিবে। ২০২২ সালে এই ধারার মাধ্যমে অপসারণ করা হয় দুদকের আলোচিত কর্মকর্তা মো. শরীফ উদ্দিনকে। সে সময় এই ধারা প্রত্যাহারে পদক্ষেপ চেয়ে দাবি জানায় দুদক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সংগঠন দুদক সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন (ডিইউএসএ)। ২০০৪ সালে দুদক গঠনের পর এই আইনে কাটা পড়েছেন একাধিক কর্মকর্তা। যারা দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালিয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। আরও যে সুপারিশ করেছে কমিশন: সচিব পদ থেকে নিচের দিকের পদগুলোতে নিয়োগ পদায়নে দুদক আইনের বড় পরিবর্তন আনার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। যার মধ্যে সচিব নিয়োগ, মহাপরিচালক পদে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা থেকে ৬০ শতাংশ করা, পরিচালক পদে কমিশনের নিজস্ব কর্মকর্তা ৭৫ শতাংশ করা। সরকারি কর্মকর্তাদের দুর্নীতি অনুসন্ধানের যে পূর্বানুমতির বিধান করা হয়েছিল সেটি পুরোপুরি বিলুপ্তি করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দুদক কমিশনের কাজের পরিধি বাড়াতে ৩৬ জেলা কার্যালয়ের পরিবর্তে প্রতিটি জেলায় দুদকের কার্যালয় চালু করতে হবে। এখন যে জেলা কার্যালয়গুলো আছে সেগুলোতে বিশেষ জজ আদালত স্থাপন করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ক্রমান্বয়ে সব জেলায় বিস্তারের প্রস্তাব করা হয়েছে। দুদক আইনে, স্বাধীন প্রসিকিউশনের কথা বলা হয়েছে। তবে নানা সীমাবদ্ধতায় সংস্থাটি প্রতিষ্ঠার দুই দশকে প্রসিকিউশনই গঠন করতে পারেনি। সংস্কার কমিশন একটি দীর্ঘ পরিকল্পনা তাদের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে, এতে ১০ থেকে ২০ শতাংশ নিজস্ব কর্মীর মাধ্যমে প্রসিকিউশনের যাত্রা শুরু করবে। পরে ক্রমান্বয়ে তা বাড়িয়ে নিজস্ব প্রসিকিউশন টিম গঠন করা হবে। দুদকের কমিশনার (তদন্ত) মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী বলেন, মাত্র অর্ধেক জনবল নিয়ে দুদক কাজ করছে। আমি ১/১১ সরকারের সময় আইন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ছিলাম। স্থায়ী প্রসিকিউশন সৃষ্টি করতে বাংলাদেশ অ্যাটর্নি সার্ভিস ডাইরেক্টরি তৈরি করা হয়েছিল। আইনও তৈরি করা হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সরকার এসে সেই অধ্যাদেশ নিয়ে কাজ করেনি। যার জন্য ওটা আঁতুড়েই বসে গেছে। ওটা আর কার্যকর হয়নি। তিনি আরও বলেন, জ্যেষ্ঠ ও যোগ্য আইনজীবীদের এই কমিশনের স্থায়ী প্রসিকিউশনে নিয়ে আসা দরকার। তাদের আনতে হলে তো পারিতোষিক দিতে হবে। এর জন্য একটু সময় লাগবে।

কমিশনের সদস্য বৃদ্ধি: দুদককে 'সাংবিধানিক' প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি ও তিন সদস্যের পরিবর্তে 'পরিসর' বাড়িয়ে পাঁচ সদস্যের কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে। পাঁচ সদস্যের কমিশনে একজন নারী সদস্য যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি দুদকের কাজের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, বিচারিক ও আর্থিক খাতের মতো অভিজ্ঞদের যুক্ত করা এবং কমিশনের মেয়াদ পাঁচ থেকে কমিয়ে চার বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে প্রতিবেদনে।

সার্চ কমিটির পরিবর্তে বাছাই এবং পর্যবেক্ষক কমিটি: কমিশন গঠনে যে দুদক আইনে সার্চ কমিটির কথা বলা রয়েছে সেটি পরিবর্তন করে 'বাছাই এবং পর্যবেক্ষক কমিটি' করার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। এই কমিটি কমিশন যাচাই-বাছাই করে দেবে। পাশাপাশি কমিশন কী কাজ করছে তা ছয় মাস পরপর পর্যবেক্ষণ করবে। এটার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিও প্রতিবেদনে সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। দুদক কমিশন গঠনে বিতর্কিত 'সার্চ' কমিটি ও দলীয় রাজনৈতিক বিবেচনা এড়াতে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বাদ দিয়ে তার পরে যিনি সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ, তিনি হবেন বাছাই কমিটির প্রধান। হাইকোর্টের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ একজন সদস্য হবেন। একজন থাকবেন প্রধান বিচারপতির নিযুক্ত, একজন যিনি বাংলাদেশের শাসন সম্পর্কে জানেন, মহা-হিসাব নিরীক্ষক, পাবলিক সার্ভিস কমিশন থেকে একজন, সংসদ নেতা থেকে মনোনীত একজন সদস্য ও প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা থেকে মনোনীত একজন সদস্য।

প্রকাশ্যে নিয়োগের পদ্ধতি: কমিশন নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে নিয়োগ দেওয়ার একটি পদ্ধতিও সংস্কার কমিশনের সুপারিশে তুলে ধরা হয়েছে। এই পদ্ধতিতে 'যোগ্যতা' ও 'শর্ত' পূরণ সাপেক্ষে যে কেউ চাইলে কমিশনার হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারবেন। এই ক্ষেত্রে কমিশন 'বাছাই ও পর্যবেক্ষক' কমিটির বাছাই প্রক্রিয়া অংশ নেওয়ার সুযোগ রাখা হয়েছে। দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান ড. ইফতেখারুজামান বলেন, দুদককে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেব স্বীকৃতি দিতে হবে। দুদক স্বাধীন ও কার্যকর হবে, এটা আমাদের চাওয়া। তাই বলে দুদকের স্বাধীনতা সীমাহীন নয়। আমরা একটি পরিপূর্ণ সংস্কার সুপারিশ তৈরি করেছি। দুদক সংস্কার কমিশন সংশ্লিষ্ট একজন বলেন, সংস্কার কমিশন যে প্রতিবেদন দেবে তাতে দুদক ছাড়াও দুর্নীতি দমনে ভূমিকা রাখতে পারে এমন রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিষয়েও ১১ দফা সুপারিশসহ প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এতে সংসদ, বিচার বিভাগ, প্রশাসন,বিভিন্ন কমিশন, রাজনৈতিক দল, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যমসহ অংশীজনদের বিষয়ে কৌশলপত্র রয়েছে।

কমিশন গঠন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করার প্রস্তাব: দুদক কমিশন গঠনের বিষয়টি এত দিন গোপন থাকলেও এবার তা সবার জন্য উন্মুক্ত করার সুপারিশ করেছে সংস্কার কমিশন। এক্ষেত্রে সংস্কার কমিশন তিনটি পদ্ধতির সুপারিশ করেছে, প্রথমটি হলো অভিজ্ঞতা সম্পন্ন 'শর্ত পূরণ' সাপেক্ষে যে কেউ চাইলে কমিশনার হতে আবেদন করতে পারবেন বা ইছা প্রকাশ করতে পারবেন। দ্বিতীয়টি হলো 'বাছাই ও পর্যবেক্ষক' কমিটি চাইলে বাছাই করে প্রার্থী তালিকা তৈরি করতে পারে। তৃতীয়টি হলো কেউ কাউকে চাইলে মনোনীত করতে পারেন। প্রত্যেক প্রার্থীর জীবন বৃত্তান্তের পাশাপাশি দুদক সম্পর্কে তার জানাশোনা, জ্ঞান ও চিন্তাভাবনা, দুদক সম্পর্কে তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জেনে নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে তাদের তালিকা করা হবে। এভাবে যোগ্য ও মেধাবীদের তালিকাভুক্ত করে সাক্ষাৎকারের জন্য ডাকা হবে। প্রাথমিক তালিকা থেকে প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে তিনজন করে ১৫ জন বাছাই করবে কমিটি। পরে এই নামগুলো এক সপ্তাহের জন্য জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে। এক সপ্তাহ পর সেই তালিকা থেকে ১০ জনকে বাছাই করা হবে। রাষ্ট্রপতির কাছে ১০ জনের তালিকা দেবে। এরপর সেই ১০ জনের নাম আর প্রকাশ করবে না। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি পাঁচজনকে নিয়োগ দেবেন। আরও জানা গেছে, কমিশনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে যাচাই-বাছাই কমিটির কাছে দায়বদ্ধ করার প্রস্তাব করেছে কমিশন। কমিশন গঠনের পর বাছাই কমিটি দেখবে দুদক কী করলো। কোন মামলাগুলো কী কারণে নেওয়া হলো, কী কারণে নেওয়া হলো না। কমিশন ছয় মাস পর পর এই বিষয়ে প্রতিবেদন দেবে। এই পর্যালোচনাগুলো নিয়ে পরে গণশুনানি হবে। গত বছরের ৫ আগস্টের ক্ষমতার পট পরিবর্তনের পর ২৯ অক্টোবর দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ এবং কমিশনার (তদন্ত) মো. জহুরুল হক ও কমিশনার (অনুসন্ধান) মোছা. আছিয়া খাতুন পদত্যাগ করেন। তারা আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন। ১০ নভেম্বর দুদকের নতুন চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগে সুপারিশ দিতে বাছাই কমিটি গঠন করে সরকার। পাঁচ সদস্যের এ কমিটির সভাপতি ছিলেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি মো. রেজাউল হক। গত ১০ ডিসেম্বর সিনিয়র সচিব ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনকে দুদকের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একই দিন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মিঞা মুহাম্মদ আলি আকবার আজিজী ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদকে দুদক কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

সংস্কার প্রতিবেদন থেকে তৈরি হবে

অংশ। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা সেই ইতিহাস ধারণ করতে পারছি কি না, সামনে নিয়ে যেতে পারছি কি না, সেই ইতিহাসের যে অঙ্গীকার সেই অঙ্গীকার আমরা পূরণ করতে পারছি কি না, আমরা মানুষের মনোভাব, স্বপ্নকে এর মধ্যে ধারণ করতে পেরেছে কি না, সেটা মূল বিষয়। আজকে তার যাত্রা শুরু হলো, সেই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহে। একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন নিয়ে এর কাঠামো রচনার কাজ আপনাদের হাতে দিয়েছিলাম কমিশনের মাধ্যমে। আমাদের যে স্বপ্ন আছে এবং সেই স্বপ্নগুলোর রূপরেখা তুলে ধরেছেন। যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পুনরুত্থান হলো, সেই স্বপ্নকে আমরা ধারণ করতে পারছি কি না, সেটাই আমাদের বিবেচ্য বিষয় হবে। এটা এখানে শেষ না, এই অধ্যায় শুরু হলো। স্বপ্ন এবং অভ্যুত্থান পরবর্তী যাত্রা শুরু হলো। ড. ইউনূস আরও বলেন, সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনারা আলোচনার রস তুলে দিলেন। এই আলোচনায় কীভাবে সবাই মতৈক্য হবে, এখান থেকে তৈরি হবে নতুন বাংলাদেশের চার্টার। সেই চার্টার মতৈক্যের ভিত্তিতে হবে। নির্বাচন হবে, সবকিছু হবে কিন্তু ইতিহাসের অংশ হিসেবে চাটার্র আমাদের জাতীয় কমিটমেন্ট। তিনি বলেন, আমরা আশা করি, সব দল এই চার্টারে সাইন করবে। এটা হবে আমাদের জাতীয় সনদ। যে সনদ বুকে নিয়ে আমরা অগ্রসর হব। যত তাড়াতাড়ি পারি, যত বেশি পরিমাণ পারি, এটা বাস্তবায়ন করতে থাকব। ভবিষ্যতে যে নির্বাচন হবে, এই চার্টারের ভিত্তিতে সেটাও যেন ঐকমত্যের সরকার হয়। এই চার্টারকে আমরা ধরে রাখব। আমরা এর কন্টিনিউটি চাই কাজে, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নোয়াখালীতে বিদেশি পিস্তলসহ যুবলীগ নেতা আটক

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালী পৌরসভায় অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও ম্যাগাজিনসহ পান্থ নাথ রাহুল (৩৯) নামে এক যুবলীগ নেতাকে আটক করেছে সুধারাম মডেল থানা পুলিশ। গত মঙ্গলবার দুপুরে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়া থেকে তাকে আটক করা হয়। পান্থ নাথ রাহুল নোয়াখালী পৌর এলাকার মৃত সুকুমার নাথের ছেলে। তিনি যুবলীগের জেলা কমিটির সদস্য ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নোয়াখালী পৌরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের মাস্টারপাড়ায় অবস্থিত অপরাজিতা ভবনের তৃতীয় তলায় অভিযান পরিচালনা করে তাকে আটক করা হয়। এ সময় তার কাছ থেকে ১টি বিদেশি পিস্তল ও ১টি ম্যাগাজিন উদ্ধার করা হয়। সুধারাম মডেল থানার ওসি মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম জানান, আটক আসামির বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। যথা সময়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

সেন্টমার্টিন দ্বীপে অগ্নিকাণ্ড, ৩ রিসোর্ট পুড়ে প্রায় ৬ কোটি টাকার ক্ষতি

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে অগ্নিকাণ্ডে তিনটি ইকো রিসোর্ট পুড়ে প্রায় ৬ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। রিসোর্ট মালিকদের বরাত দিয়ে পুলিশ প্রাথমিকভাবে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। গতকাল বুধবার সকালে এ বিষয়ে সেন্টমার্টিন পুলিশ ফাঁড়ির কর্মকর্তা অজিত কুমার দাস বলেন, সেন্টমার্টিনে শায়রী রিসোর্ট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে পাশের আরও দুটি রিসোর্ট আগুনে পুড়ে যায়। গলাচিপা বিচ ভ্যালি এবং কিংশুক রিসোর্ট অধিকাংশ পুড়ে গেছে। আমরা ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছি। রিসোর্টগুলো খুব সুন্দর এবং উন্নতমানের ছিল। তিনি আরও বলেন, 'রিসোর্ট মালিকদের সঙ্গে কথা বলে প্রাথমিকভাবে প্রায় ৬ কোটি টাকায় ক্ষতি হয়েছে বলে জেনেছি। পাশাপাশি শায়রী রিসোর্ট থেকে প্রথমে আগুনের সূত্রপাতও হওয়ার বিষয়টি জেনেছি। তবু আমরা ঘটনাটি গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখছি। এ ছাড়া পুড়ে যাওয়া রিসোর্টে থাকা পর্যটকদের অন্য হোটেলে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এদিকে, গত মঙ্গলবার গভীর রাতে দ্বীপের পশ্চিম সৈকতের গলাচিপা এলাকায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় শায়রী, বিচ ভ্যালি ও কিংশুক রিসোর্ট পুড়ে যায়। পুড়ে যাওয়া কিংশুক রিসোর্টের সহকারী পরিচালক সাইফুদ্দিন বাবর বলেন, 'হঠাৎ করে রাতে আগুন দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে আমরা রিসোর্টে থাকা পর্যটকদের নিরাপদে সরিয়ে নিই। ততক্ষণে আমাদের রিসোর্টের ১৫টি কক্ষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কাঠ, বাঁশ এবং ছাউনি দিয়ে তৈরি ছিল আমাদের রিসোর্টটি। তাই দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে দেড় কোটি টাকার বেশি ক্ষতি হয়েছে। তা ছাড়া আমাদের ব্যবসা ক্ষতির মুখে পড়েছে। রিসোর্ট বিচ ভ্যালির মালিক মো. সরোয়ার কামাল বলেন, আগুন আমাদের নিঃস্ব করে দিয়েছে। পুরো রিসোর্টটি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কোনও মালামাল রক্ষা করতে পারেনি। আমাদের ৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন আমরা কী করবো? সেন্টমার্টিন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মুজিবুর রহমান বলেন, দ্বীপে বিভিন্ন কারণে ব্যবসায়ীরা খুব বিপদের মধ্যে রয়েছেন। তার ওপর আগুনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানো। টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহসান উদ্দিন বলেন, আমাদের একটা টিম সেখানে পৌঁছেছে। তারা আগুনের ঘটনাটি তদন্ত করে দেখবে। আর ক্ষতিগ্রস্তদের কীভাবে সহায়তা করা যায় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

জমি কিনতে না পেরে বসতঘর ভেঙে নিয়ে গেলেন প্রভাবশালীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের নান্দাইলে জমি কিনতে না পেরে বসতঘর ভেঙে নিয়ে গেছেন প্রভাবশালীরা। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে মিশ্রপ্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের হয়নি বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশ। প্রভাবশালী করম আলী উপজেলার চন্ডিপাশা ইউনিয়নের এক নম্বর কুরাটি ওয়ার্ড বিএনপির সাবেক সভাপতি। তার ছেলে মুর্তুজ আলী, আলী হোসেন, সুজন ও মোমেন বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত বলে জানা গেছে। গত ৫ জানুয়ারি প্রকাশ্যে দিবালোকে নান্দাইল উপজেলার কুরাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নান্দাইল থানার ওসি মো. ফরিদ আহম্মেদ জানান, জমি সংক্রান্ত বিরোধে দুই পক্ষের মধ্যে দুইটা মামলা চলমান। এ ঘটনায় তদন্ত চলছে। বসতবাড়ি ভেঙে নেওয়ার ঘটনা আমরা জানা নেই। ভুক্তভোগী খাইরুল ইসলামের অভিযোগ, বিগত কিছুদিন আগে আমি বাড়ির পাশে পার্শ্ববর্তী ধুরুয়া গ্রামের আবুল হাসেম ও সিদ্দিকের কাছ থেকে ৩০ শতক জমি ক্রয় করে একটি বসত ঘর নির্মাণ করি। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে স্থানীয় প্রভাবশালী মুর্তজ আলী ও আলী হোসেন গংরা গত বছরের ২১ সেপ্টম্বর আমার বসত ঘর ভাঙচুর করে। এ ঘটনায় থানায় মামলা দায়ের করলে আসামিরা জামিনে গিয়ে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি সন্ত্রাসী হামলায় তাণ্ডব সৃষ্টি করে আমার বসতঘর ভেঙে নিয়ে গেছে। ভুক্তভোগী আরও জানান, প্রভাবশালী মুর্তুজ আলী ও আলী হোসেন গংরা এই জমিটি কম দামে কিনতে চেয়েছিল। কিন্তু আবুল হাসেম ও তার ভাই সিদ্দিক দরদাম করে জমিটি আমার কাছে বিক্রি করছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা আমার বসতবাড়িতে স্বশস্ত্র হামলা চালিয়ে আমার বসতঘর ভেঙে নিয়ে যায়। এ সময় সন্ত্রাসীরা মোটরসাইকেল ও সিএনজি ভাঙচুর করে প্রায় দুই লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করেছে, বলেও দাবি খাইরুল ইসলামের। এই বিষয়ে জানতে চাইলে মুর্তুজ আলী বলেন, আমরা জমিটি কিনেছি। এটা নিয়ে খায়রুলদের সঙ্গে আদালতে মামলা চলছে। আমরা তাদের বাড়িঘর ভেঙে দেইনি।

লালমনিরহাটে পেট্রোল পাম্প থেকে বাস উধাও

স্টাফ রিপোর্টার : লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ফিলিং স্টেশন (পেট্রোল পাম্প) থেকে হাবিব পরিবহন নামে একটি বাস উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে লালমনিরহাট বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার সদরের তুষভাণ্ডার রওশন ফিলিং স্টেশন থেকে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনই বুড়িমারী থেকে ঢাকায় হাবিব পরিবহন নামের ওই যাত্রীবাহী বাস চলাচল করে। বাসটিতে সমস্যা দেখা দেয়ায় কয়েকদিন আগে তুষভান্ডার রওশন ফিলিং স্টেশন (তেলের পাম) রেখে দেন চালক। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে আটটার দিকে একটি কালো মাইক্রোবাস নিয়ে এসে কয়েকজন বাসটিকে ধাক্কা দিয়ে চালু করে নিয়ে যান। পরে বিষয়টি জানাজানি হলে পুলিশকে খবর দেন। হাবিব পরিবহনের মালিক রায়হান জানান, কিছুদিন আগেই কুড়িগ্রামের ফজলু মিয়ার কাছ থেকে ঢাকা মেট্রো ব- ১৪ -২৮১৮ নম্বরের বাসটি কিনেছি। এখন পেট্রোল পাম্প থেকে কারা এই বাসটি নিয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারছি না। কয়েকজন বন্ধু মিলে এই বাসের ব্যবসা চালু করেছিলাম। সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছি। শনাক্তের চেষ্টা চলছে। কালীগঞ্জ থানা ওসি সেলিম মালিক বলেন, সম্ভবত পাওনা টাকা কেন্দ্র করেই কুড়িগ্রামের মালিক বাসটি নিয়ে গেছেন। স্থানীয়দের কাছে এমনই তথ্য পাওয়া গেছে। তবে কাউকে না বলে এভাবে বাস নিয়ে যাওয়া কখনোই ঠিক করেনি। অভিযোগ দিলে অবশ্যই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কারাগারে অসুস্থ সাবেক শিল্প

হয়েছে। কারারক্ষী চান মিয়া জানান, সকালের দিকে কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হওয়ার কারণে কামাল আহমেদ মজুমদারকে দ্রুত ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে থাকা ঢাকা-১৫ আসনের সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে ঢামেকে নিয়ে আসেন কারারক্ষীরা। পরে তাকে মেডিসিন ওয়ার্ডে ভর্তি দেওয়া হয়।

একের পর এক কারখানা বন্ধ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সহযোগী সালমান এফ রহমান। ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে গ্রুপটি তাদের ১৫টি কারখানা বন্ধের ঘোষণা দেয়। এতে অন্তত ৪০ হাজার শ্রমিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শেখ হাসিনার আরেক অন্যতম সহযোগী ছিলেন এস আলম গ্রুপের কর্ণধার সাইফুল আলম। ডিসেম্বরে গ্রুপটি নয়টি কারখানার কর্মীদের বাদ দেওয়ার কথা জানায়। ৫ জানুয়ারি প্রকাশিত ত্রৈমাসিক শ্রম শক্তি জরিপ অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-সেপ্টেম্বরে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় এক লাখ ৭৬ হাজার বেশি বেকার লোক ছিল। সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত দেশে বেকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬ লাখের বেশি। ধীর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কারখানা বন্ধের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৮ শতাংশ, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ৬ শতাংশ। ঢাকাভিত্তিক থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের গবেষণা পরিচালক খোন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, আমরা কারখানা বন্ধ ও দেশের বর্তমান সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে একটি যোগসূত্র দেখতে পাচ্ছি। মোয়াজ্জেম বলেন, জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকে উৎপাদনখাতের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১ দশমিক ৪ শতাংশ। যা আগের বছরে একই সময়ের ১০ শতাংশ থেকে অনেক কম। সার্ভিসখাতে প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে ১ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে। বড় কারখানাগুলো সরকারি ভর্তুকি দিয়ে টিকে থাকতে পারে কিন্তু ছোট ও মাঝারি আকারের কারখানাগুলো ব্যবসায় টিকে থাকতে কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় বলেও উল্লেখ করেন মোয়াজ্জেম। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি খুবই উদ্বেগজনক। আমরা সামাজিকভাবে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। বিজিএমইএর সাবেক সভাপতি ফারুক হাসান বলেন, কিছু কারখানা ব্যাংকিং-সংক্রান্ত সমস্যা, ক্রেতাদের অর্ডার বাতিল এবং অন্যান্য আর্থিক বাধার কারণে বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। আইনশৃঙ্খলার অবনতি, শ্রমিক অসন্তোষ, ব্যবস্থাপনা সমস্যা এবং গ্যাস ও বিদ্যুতের অপর্যাপ্ত সরবরাহের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের চ্যালেঞ্জ এবং অনেক বড় সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম শ্রমিকদের অযৌক্তিক দাবি, বিদেশি ক্রেতাদের লোবল কৌশল এবং নতুন ঋণ প্রদানে ব্যাংকের অক্ষমতাকে কারখানা বন্ধের জন্য দায়ী করেছেন। তিনি নিক্কেই এশিয়াকে বলেন, ক্রেতারা যখন একটি বড় পেমেন্ট আটকে রাখে, তখন অনেক ছোট ও মাঝারি আকারের কারখানাগুলো এমন সমস্যায় পড়ে যা থেকে তারা পুনরুদ্ধার করতে পারে না। তিনি বলেন, বেশি মজুরি নিয়ে শ্রমিক অসন্তোষের কারণেও অনেক কারখানার মালিকও কার্যক্রম বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশ সেন্টার ফর ওয়ার্কার্স সলিডারিটির নির্বাহী পরিচালক কল্পনা আক্তার বলেন, আশুলিয়া, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জের প্রধান শিল্পাঞ্চলে গত বছর বেশ কয়েকটি কারখানা পুরোপুরি বন্ধ বা কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গেছে।

মতিঝিলে শিক্ষার্থীদের দুপক্ষের মধ্যে

উল্লেখ্য, স্টুডেন্ট ফর সভারেন্টি সংগঠনের দাবির প্রেক্ষিতে পাঠ্যবই থেকে ‘আদিবাসী’ শব্দ বাদ দেয় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড- এনসিটিবি। গত ১২ জানুয়ারি এনসিটিবি ঘেরাও করার পর রাতে ওই বইয়ের অনলাইন সংস্করণ থেকে চিত্রকর্মটি সরিয়ে ফেলা হয়। চিত্রকর্মটি পুনর্বহাল দাবিতে ‘আদিবাসী ছাত্র-জনতা’ এনসিটিবি ঘেরাও করতে যায়। এদিকে পাঠ্যপুস্তকে ‘আদিবাসী’ শব্দ প্রবেশ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানবিরোধী অখণ্ড ভারতের কল্পিত গ্রাফিতি সংযোজনের সঙ্গে জড়িতদের শাস্তিসহ ৫ দফা দাবিতে সকালে এনসিটিবি ভবন ঘেরাও করে ‘স্টুডেন্ট ফর সভারেন্টি’ সংগঠন। এতে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

ডেসটিনির এমডিসহ ১৯ জনের ১২

লঙ্ঘন করে ডেসটিনি ট্রি প্ল্যান্টেশন লিমিটেডের শীর্ষ কর্মকর্তারা গাছ বিক্রির নামে ২ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। এর মধ্যে ঋণপত্র (এলসি) হিসাবে ৫৬ কোটি ১৯ লাখ ১৯ হাজার ৪০ টাকা এবং সরাসরি পাচার করা হয় আরও ২ লাখ ৬ হাজার মার্কিন ডলার। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১২ মে গ্রাহকদের সঙ্গে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ এবং বেআইনিভাবে অর্থ পাচারের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় ডেসটিনির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) রফিকুল আমীনকে ১২ বছরের কারাদণ্ড হয়। এছাড়া, হারুন অর রশীদসহ ৪৫ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ

রহমান বলেন, গতকাল বুধবার সাবেক মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে আটটি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। এর মধ্যে মীরসরাই ও জোরারগঞ্জ থানায় দায়ের করা পাঁচটি মামলার শুনানি হয় সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মাহমুদুল হক সানির আদালতে। দুটি মামলার শুনানি হয়েছে সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফারদিন মুস্তাকিম তাসিনের আদালতে এবং অপর একটি মামলার শুনানি হয় সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মুমিনুন্নিসা খানমের আদালতে। চট্টগ্রাম জেলা আদালতের পিপি আশরাফ হোসেন চৌধুরী রাজ্জাক বলেন, মোশাররফ হোসেনের পক্ষে জামিনের আবেদন করেছিলেন তার আইনজীবীরা। আদালতে তা নামঞ্জুর করা হয়েছে। তার পক্ষে ডিভিশনের আবেদন করা হয়েছে। শুনানি শেষে আদালত এ বিষয়ে কারাবিধি অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। জানা গেছে, ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেনকে গত মঙ্গলবার রাতে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আনা হয়। এরপর সকালে তাকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম আদালতে হাজির করা হয়। তার বিরুদ্ধে ঢাকায় একটি এবং চট্টগ্রামে আটটিসহ মোট নয়টি মামলা রয়েছে। মোশাররফ হোসেনকে গত বছরের ২৭ অক্টোবর ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। চট্টগ্রাম-১ (মীরসরাই) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে ১৯৭৩, ১৯৮৬, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ এবং ২০১৮ সালে এমপি হন। আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর এই সদস্য বিভিন্ন সময়ে সরকারের গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

মধ্যরাতে সরিয়ে দেওয়া হলো

জলকামান ও বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্যরা তাদের পানি ছিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তাদের সচিবালয়ের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। বিষয়টি নিশ্চিত করে শাহবাগ থানার ওসি মোহাম্মদ খালিদ মনসুর বলেন, অব্যাহতিপ্রাপ্ত অনশনে থাকা এসআইদের চলে যাওয়ার জন্য করজোড় অনুরোধ করা হয়েছিল। সচিবালয়ের সামনে এভাবে অনশন করা আইনত অপরাধ। পরে রমনা বিভাগের ডিসি স্যারসহ আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে তাদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনশনে থাকা এসআইদের দাবি, কোনও ওয়ার্নিং দেওয়া ছাড়াই পানি ছিটিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি না মেনে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালনে বাঁধা দেওয়ায় তাদের সঙ্গে অন্যায় হয়েছে। অনশনে থাকা মিজানুর রহমান নামে একজন বলেন, এই শীতের রাতে একটা কুকুরের শরীরেও কেউ পানি মারে না। আর আজকে এভাবে পানি ছিটিয়ে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হলো। আমরা চেয়েছিলাম আমাদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। অথচ আমাদের সঙ্গে পশুর মতো আচরণ করা হয়েছে। সুমাইয়া জামান নামে অব্যাহতি পাওয়া এক নারী এসআই বলেন, আমরা কখনও ভাবিনি এভাবে আমাদের সরিয়ে দেওয়া হবে। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অনশন কর্মসূচি পালন করছিলাম। আমরা চেয়েছিলাম ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এসে আমাদের আশ্বাসের বাণী শোনাবেন। আমরা তো কোনও অন্যায় করিনি। শুধু চাকরি ফিরে পেতে চেয়েছিলাম। আজ আমাদের সঙ্গে কুকুরের মতো আচরণ করা হয়েছে। এরআগে গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তারা জানিয়েছেন, তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সচিবালয়ের সামনে অবস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে আমরণ অনশন চালিয়ে যাবেন। সেসময় রবিউল নামে চাকরিচ্যুত এক এসআই বলেছিলেন, চাকরি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমাদের আমরণ অনশন চলবে। প্রয়োজনে মরতেও রাজি আছি। কেননা এমনিতেই তো আমরা মরে গেছি। পরিবার, আত্মীয়স্বজন এমনকি সবাই আমাদের ঘৃণার চোখে দেখছে। আমাদের জীবন প্রায় ধ্বংসের পথে চলে গেছে। পুলিশের ব্যাচের ৪০তম এসআই ব্যাচের রাজশাহী সারদায় পুলিশ একাডেমিতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে ৩২১ জনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। গত বছরের ২১ অক্টোবর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত কয়েক দফায় প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। পরে চাকরি ফিরে পেতে গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি সচিবালয়ের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন অব্যাহতিপ্রাপ্ত এসআইরা। এরপর সোমবার সকাল থেকে সচিবালয়ের সামনে অব্যাহতিপ্রাপ্তরা চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে ফের অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। পরে বিকাল পাঁচটার দিকে এক সংবাদ সম্মেলন করে আমরণ অনশনের ঘোষণা দেন তারা। সোমবার অব্যাহতিপ্রাপ্ত ক্যাডেট এসআই আরমান হোসেন সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন, বাংলাদেশ পুলিশের ৪০তম ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর ব্যাচের চলমান ট্রেনিং থেকে অন্যায়ভাবে অব্যাহতি প্রদানের প্রতিবাদ ও চাকরিতে পুনর্বহালের দাবিতে আমরা ৩২১ জন সাব-ইন্সপেক্টর গত ৫ ও ৬ জানুয়ারি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করি। আমাদের একটি প্রতিনিধি দলের সাথে স্বরাষ্ট্র সচিব মহোদয় দেখা করে আমাদের দাবির বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস প্রদান করেন। এখন পর্যন্ত আমাদের বিষয়ে কোনও দৃশ্যমান পদক্ষেপ দেখতে না পাওয়ায় আমরা সবাই (১৩ জানুয়ারি সকাল থেকে) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছি।

জামায়াত আমিরের সঙ্গে

সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এটিএম মা'ছুম, মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান, হামিদুর রহমান আযাদ, মাওলানা আবদুল হালিম ও মোয়াযযম হোসাইন হেলাল, কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি মতিউর রহমান আকন্দ এবং কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য মোবারক হোসাইন।

চীনের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে গণঅধিকার

চীনের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। বাংলাদেশকে চীনের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন উল্লেখ করে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি, আগামী নির্বাচন ও সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। এসময় সংস্কার, নির্বাচন ও আগামীর বাংলাদেশ নিয়ে গণঅধিকার পরিষদের পরিকল্পনাও জানতে চান। বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে চীন সকল অংশীজনকে নিয়ে কাজ করবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত গণঅধিকার পরিষদের প্রতিনিধিদের চীন সম্পর্কে আগ্রহীদের চীন সফরের আমন্ত্রণ জানান।

ছবি ছাড়া এনআইডি দিতে মহিলা

রেখেছে, যা এক প্রকার মানবতাবিরোধী অপরাধ। এতে পর্দানশীন নারীরা মৌলিক ও নাগরিক অধিকার বঞ্চিত হয়ে নিদারুণ কষ্ট করছেন। যে বা যারা গত ১৬ বছর যাবৎ পর্দানশীন নারীদের মানবাধিকার হরণ করেছে, আমরা তাদের বিচার চাই। মহিলা আনজুমানের সদস্যরা তাদের ধর্মীয় অধিকার এবং প্রাইভেসির অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে এনআইডি'র দাবি জানান এবং আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দাবি না মানলে দেশব্যাপী ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা মাঠে নামবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, একজন নারী ছবি তুলতে দুটি গুনাহ হয়। একটি ছবি তোলার গুনাহ, অন্যটি বেপর্দা হওয়ার গুনাহ। আমরা পর্দানশীন নারীরা সেই গুনাহ থেকে বাঁচতে চাই। ইসি কর্মকর্তারা আমাদের নাগরিকত্ব আটকে রেখে যে গুনাহ করতে বাধ্য করতে পারে না। আমি আমার চেহারা কাউকে দেখাবো না, এটা আমার গোপনীয়তা বা প্রাইভেসির অধিকার। অর্থাৎ পর্দানশীন নারীদের আজকের এই দাবি শুধু ধর্মীয় অধিকারের মধ্যে পড়ে না, প্রাইভেসির অধিকারের মধ্যেও পড়ে। ফলে দুই দিক থেকেই পর্দানশীন নারীদের দাবি মানবাধিকার ও সাংবিধানিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আরও বলেন, এনআইডি ছাড়া পর্দানশীন নারীরা মৌলিক ও নাগরিক অধিকার হারিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। অনেক পর্দানশীন নারী অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। কিন্তু এনআইডি ছাড়া ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত জমি বিক্রি করতে পারছেন না। অথচ সম্পত্তি বিক্রি করতে পারলে তিনি চিকিৎসার খরচ বহন করতে পারতেন। অনেক পর্দানশীন নারীর বাড়িঘর আগুনে পুড়ে গেছে। এনআইডি ছাড়া ত্রাণ নিতে পারছেন না। অনেক বিধবা বা তালাকপ্রাপ্ত পর্দানশীন নারী এনআইডির অভাবে বাসাভাড়া করতে পারছেন না। বাচ্চাদের স্কুলে ভর্তি করতে পারছেন না। পর্দার সঙ্গে কোনো চাকরি করে জীবন নির্বাহ করতে পারছেন না। গত ১৬ বছর যাবৎ পর্দানশীন নারীদের সাথে ইসি কর্মকর্তারা যে কষ্ট দিয়েছে, তা বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না। শারমিন ইয়াসমিন বলেন, গত জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মূল লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। গত ১৬ বছর শুধু পরিপূর্ণ পর্দা করার কারণে নারীদের সঙ্গে যে বৈষম্য হয়েছে, আমরা এ বৈষম্যের পরিসমাপ্তি চাই। অবিলম্বে পর্দানশীন নারীদের ধর্মীয় ও প্রাইভেসির অধিকার অক্ষুণ্ন রেখে এনআইডি দেওয়া হোক। জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন আইন ২০১০ এবং ২০২৩-এ পরিচয় শনাক্তে চেহারার ছবির কথা উল্লেখ নেই। এমনকি বায়োমেট্রিক যাচাইয়ে ফেসিয়াল রিকগনিশনকেও বাধ্যতামূলক করা হয়নি। কিন্তু তারপরও স্বৈরাচারি মনোভাব থেকেই পর্দানশীন নারীদের নাগরিকত্ব বঞ্চিত করে রেখেছিল সাবেক ইসি কর্মকর্তারা। গত ১৬ বছর যাবৎ পর্দানশীন নারীদের মানবাধিকার হরণ করা ইসি কর্মকর্তাদের বিচার; পর্দানশীন নারীদের ধর্মীয় ও প্রাইভেসির অধিকার অক্ষুণ্ন রেখেই এনআইডি প্রদান; পর্দানশীন নারীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়ায় নারী অফিস সহকারী বাধ্যতামূলক করা হোক।

হত্যাচেষ্টা মামলায় সালমান পলক ৪

ওমর ফারুক। সেই রিমান্ড শুনানির জন্য আজ সকালে কারাগার থেকে সিএমএম আদালতে হাজির করা হয়। রিমান্ড আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন মহানগর পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী। আসামিপক্ষের আইনজীবী ফারজানা ইয়াসমিন রাখি রিমান্ড বাতিলসহ জামিন আবেদন করেন। শুনানি শেষে বিচারক তাদের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। জানা যায়, গত বছরের ১৬ জুলাই বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে ঢাকা কলেজের সামনে শিক্ষার্থীরা শান্তিপূর্ণ মিছিল পালন করছিল। এ সময় আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতাকর্মীরা গুলিসহ হামলা চালায়। এতে চোখে ও নাকে রাবার বুলেটে বিদ্ধ হয়ে আহত হন ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মো. শামিম। আহত হয়ে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। এ ঘটনায় গত ২৮ নভেম্বর মো. শামীম বাদী হয়ে নিউমার্কেট থানায় হত্যাচেষ্টা মামলা দায়ের করেন।

এবার তোপের মুখে

অনেক ক্ষমতা ও অর্থ আছে। তাকে এই দায়িত্ব দিয়ে এতসব কিছু করার বিষয়টি কী ভালো ছিল?” এদিকে লন্ডনের কিংস ক্রস এলাকায় একটি ফ্ল্যাট রয়েছে টিউলিপ সিদ্দিকের, যেটির মূল্য ১ লাখ ৯৫ হাজার পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২ কোটি ৯৩ লাখ ৯৭ হাজার টাকা)। গত ৩ জানুয়ারি এক প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের দৈনিক ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানায়, ২ শয্যাকক্ষের সেই ফ্ল্যাটটি ২০০৪ সালে টিউলিপকে উপহার দিয়েছিলেন আবদুল মোতালিফ নামের এক ডেভেলপার। মোতালিফ বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী এবং টিউলিপের খালা শেখ হাসিনার ঘনিষ্ঠজন হিসেবে পরিচিত। এই ফ্ল্যাটের তথ্য সামনে আসার পর ব্যাপক চাপের মুখে পড়েন টিউলিপ। এরপর বাংলাদেশে তার বিরুদ্ধে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ ওঠে। এসবের পর তার মন্ত্রিত্ব নড়েবড়ে হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগ মাথায় নিয়ে সরে যেতে হয়েছে তাকে।

৪২ বছর বয়সী টিউলিপ সিদ্দিক লেবার পার্টির সদস্য হন মাত্র ১৬ বছর বয়সে। ২০১৫ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পূর্ব লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড আসন থেকে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হন। তারপর থেকে এ পর্যন্ত ওই আসনে চার বার প্রার্থী হয়েছেন টিউলিপ, প্রতিবারই জয়ী হয়েছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর তাকে যুক্তরাজ্যের ট্রেজারি ও নগর বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেন প্রধানমন্ত্রী কেয়ার স্টারমার। পদত্যাগপত্রে টিউলিপ দাবি করেছেন তিনি কোনো অন্যায় করেননি এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। তবে টিউলিপ স্বীকার করেন, তিনি মন্ত্রী থাকলে সরকারের কাজে বিঘ্ন ঘটবে। লেবারের অন্য সদস্যরা টিউলিপকে মন্ত্রির দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুললেও দেশটির ট্রেজারির প্রধান সেক্রেটারি ড্যারেন জোনস টাইমস রেডিওকে বলেছেন, “আমি মনে করি না প্রধানমন্ত্রীর বিবেচনা নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে। স্বাধীন তদন্ত শেষ হয়েছে। এরপর টিউলিপ সরকার থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।” অপরদিকে বিরোধী দলীয় নেত্রী কেমি বাডেনোচ প্রধানমন্ত্রীকে দুর্বল হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, টিউলিপের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকায় তিনি তার পদত্যাগের বিষয়টি বিলম্বিত করেছেন কি না। বাডেনোচ বলেন, “গত সপ্তাহে এটি স্পষ্ট হয়েছিল টিউলিপ তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়েছেন। তা সত্ত্বেও নিজের কাছের বন্ধুকে রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী তার পদত্যাগের বিষয়টি বিলম্বিত করেছেন।

যুদ্ধবিরতির আলোচনার মধ্যেই

বলেছে, কাতারের পক্ষ থেকে খুব দ্রুতই এ ব্যাপারে ঘোষণা আসার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশটির রাজধানী দোহায় হামাস ও ইসরায়েলের আলোচকরা একই ভবনে অবস্থান করছেন। তাদের মধ্যে পরোক্ষ আলোচনা হচ্ছে। যার অর্থ যুদ্ধবিরতি যে কোনো মুহূর্তে হবে।

সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল

দায়ের করেছেন। মামলাটি তদন্ত করে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাদী তহমুল ইসলাম (২৭) ওরফে মাজহারুল কিশোরগঞ্জ সদরের উত্তর লতিবাবাদ এলাকার আবু তাহের ভূঁইয়ার ছেলে। প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গত ৫ আগস্ট থেকে এ পর্যন্ত কিশোরগঞ্জ সদর থানায় ১১টি মামলাসহ জেলায় প্রায় অর্ধশত মামলা হয়েছে। এসব মামলায় প্রায় চার হাজার জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত আরও ১০ হাজারের বেশি লোককে আসামি করা হয়েছে। এই প্রথম কোনও মামলায় সাবেক রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদকে আসামি করা হলো। মামলায় আবদুল হামিদ ৩ নম্বর আসামি। ১ নম্বর আসামি শেখ হাসিনা ও ২ নম্বরে শেখ রেহানার নাম রয়েছে। মামলার এজহারে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বৈরশাসক শেখ হাসিনার পতনে সংগঠিত ছাত্র-জনতার গড়ে ওঠা ঐক্য-আন্দোলনকে দমন করতে দেশ-বিদেশে অবস্থান করা ১ নম্বর থেকে ২০ নম্বর আসামি সারা দেশে গণহত্যার পরিকল্পনা করেন। সেই মোতাবেক তারা কিশোরগঞ্জে যাতে কোনও আন্দোলন হতে না পারে সেজন্য ২১ থেকে ৪০ নম্বর আসামিদের নির্দেশ দেন। ওই নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য ৪১ থেকে ১২৪ নম্বর আসামিরা শটগান, বন্দুক, পিস্তল, ককটেল, বোমা ও দেশি অস্ত্র এবং অর্থ সরবরাহ করে আন্দোলন দমাতে এবং গণহত্যার নির্দেশ দেন। গত বছরের ৪ আগস্ট বেলা ১২টার দিকে জেলা শহরের স্টেশন রোড এলাকায় ছাত্রজনতার মিছিলে আসামিরা হামলা চালান। তারা আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি চালিয়ে মামলার বাদীসহ সাক্ষীদের আহত করেন। এ ছাড়া আসামিরা গ্রেনেড, ককটেল ও বোমা নিক্ষেপ করে এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করেন। মামলার ব্যাপারে বাদী তহমুল ইসলাম জানান, তিনি বিএনপির একজন কর্মী। ছাত্রজনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের তালিকায় তার নাম রয়েছে। আহত অবস্থায় দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেওয়ার পর তিনি এখন কিছুটা সুস্থ হওয়ায় মামলাটি করেছেন।

উত্তরাঞ্চলে শীতের তীব্রতা বাড়বে

মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে। সারাদেশে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় তাপমাত্রা কমতে পারে। গতকাল বুধবার দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে তেঁতুলিয়ায় ৯ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

অপ্রয়োজনীয় ব্যয়-প্রকল্প কাটছাঁটেও

ভালো।’ তিনি বলেন, ‘অপচয়-দুর্নীতি কমাতে পারি কি না এটা জরুরি। ফলে কাটছাট হলেও প্রবৃদ্ধিতে বিরূপ প্রভাব পড়বে না। অনেক আগের প্রকল্প রয়ে গেছে, যা প্রয়োজন নেই। অনেক প্রকল্প রাজনীতিক বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা দেখা হয়নি। সুতরাং এডিপি থেকে এসব প্রকল্প কমলেও বড় ধরনের সমস্যা হবে না। কারণ রাজস্ব আদায় কম, পণ্যের উচ্চমূল্য দেখা যাচ্ছে। সেখানে ব্যয় সাশ্রয় হওয়া ঠিক আছে।’ অর্থনীতিবিদদের দাবি, জুলাই-আগস্টে একদিকে যেমন উন্নয়ন ব্যয় হয়নি অন্যদিকে রাজস্ব আহরণেও ঘাটতি রয়েছে। সুতরাং, উন্নয়ন ব্যয় সাশ্রয় ছাড়া কোনো উপায় নেই। চলতি অর্থবছর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিয়ে পরবর্তীসময়ে জনগণের টাকায় সঠিক প্রকল্প নেওয়া উত্তম হবে বলে মত সংশ্লিষ্টদের। ‘উন্নয়ন বাজেট কাটছাঁট করা ছাড়া কোনো গতি নেই’ সরকারি গবেষণা সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক ড. মুস্তফা কে মুজেরী বলেন, ‘দেখতে দেখতে অর্থবছরের অর্ধেক চলে গেছে। বাকি ছয় মাসে কতটা বাস্তবায়ন করা যাবে? যেনতেনভাবে ব্যয় করা উচিত হবে না। সম্পদের সংস্থান কিন্তু বড় ফ্যাক্টর। নিজস্ব সম্পদ ও বৈদেশিক রিসোর্সও কম। সুতরাং উন্নয়ন কমানো ছাড়া গতি নেই।’ তিনি বলেন, ‘প্রায়োরিটি প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়নে ভালো ফলাফল পাওয়া যাবে। এতে দেশের অর্থনৈতিক চাকা সচল থাকবে প্রবৃদ্ধিও বাড়বে। জুলাই-আগস্ট মাসে রাজস্ব আদায় হয়নি। উন্নয়ন বাজেট কাটছাঁট করা ছাড়া কোনো গতি নেই। বাস্তবায়ন করতে টাকা লাগবে। বর্তমানে প্রয়োজনীয় জায়গায় টাকা খরচ হচ্ছে এটা অর্থনীতির ইতিবাচক দিক।’ প্রকল্প পুনর্মূল্যায়ন ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের নেওয়া ১৩টি বড় প্রকল্প পুনর্মূল্যায়নের পরিকল্পনা করছে অন্তর্বর্তী সরকার। এসব প্রকল্পে মোট ৫২ হাজার ৬৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব রয়েছে। এর মধ্যে চারটি প্রকল্প চলমান, যেগুলোর সংশোধিত প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছে। আর প্রস্তাবিত নতুন প্রকল্প রয়েছে ৯টি। পুনর্মূল্যায়নের উদ্দেশ্য যেসব প্রকল্পে সুফল পাওয়া যাবে না বা এই মুহূর্তে করা জরুরি নয় সেগুলো বাদ দেওয়া। আবার কিছু প্রকল্পের অগুরুত্বপূর্ণ অঙ্গও বাদ হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে অন্তর্বর্তী সরকারই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। ধাপে ধাপে একনেক সভায় প্রকল্পগুলো বাতিল হবে। যেমন লাঠিটিলা বনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দিয়ে ‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, মৌলভীবাজার (প্রথম পর্যায়)’ প্রকল্পটি বাতিল করেছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। লাঠিটিলা বনের ৫ হাজার ৬৩১ একর জায়গায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে খরচ ধরা হয় ৩৬৪ কোটি ১১ লাখ টাকা। চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকা এই ১৩ প্রকল্পই কেবল নয়, বাস্তবায়নের শেষ পর্যায়ে থাকা প্রকল্প বাদে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নেওয়া প্রায় সব প্রকল্পই নতুন করে মূল্যায়ন করা হবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো রাখা হবে বর্তমানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (এডিবি) চলমান প্রকল্প রয়েছে, ১ হাজার ৩৫২টি। এগুলোর মধ্যে অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প বাতিল করে অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলো রাখা হবে। এতে অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে দাবি সংশ্লিষ্টদের। পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ সম্প্রতি বলেন, ‘আমরা অহেতুক প্রকল্প বাতিলের কাজ করছি। বাজেট ঘাটতি সহনীয় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সংশোধনের কাজ করছি। উন্নয়ন ব্যয় কাটছাঁট করে এই অর্থ অন্য কিছু খাতে ব্যয় হবে। এতে উন্নয়ন বাজেটের আকার ছোট হলেও প্রবৃদ্ধি কমবে না। আমাদের লক্ষ্য কর্মসংস্থান বাড়ানো এবং জনগণের উপকার করা। মানুষের কল্যাণে আছে ও কর্মসংস্থান বাড়বে এমন প্রকল্প বেশি বাস্তবায়ন করা হবে।’

বান্দরবানে ৭ শ্রমিককে অপহরণ

স্টাফ রিপোর্টার : বান্দরবানের লামায় সাত শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টায় উপজেলার সরই ইউপির লুলাইং বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এলাকাটি দুর্গম ও মোবাইল নেটওয়ার্ক না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে অপহৃতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি। স্থানীয়রা জানান, লুলাইন খালের তীরবর্তী এলাকায় ক্ষেত-খামারে কাজ করতে পার্শ্ববর্তী জেলার লোহাগাড়া, চকরিয়া, মানিকপুরসহ কয়েকটি এলাকা থেকে লামায় কাজ করতে যান শ্রমিকরা। গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে সেখান থেকে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ৭ শ্রমিককে নিয়ে যায়। শ্রমিকদের পরিবারকে ফোন করে জনপ্রতি এক লাখ ৯০ হাজার টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে। সরই ইউপি চেয়ারম্যান মো. ইদ্রিস কোম্পানি জানান, ৭ শ্রমিককে অপহরণ করে টাকা দাবি করছে বলে শুনেছি। এলাকাটি দুর্গম ও নেটওয়ার্ক না থাকায় বিস্তারিত বলা যাচ্ছে না। লামা ক্যায়াজু পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মো.আতিকুর রহমান জানান, অপহৃতদের উদ্ধারে যৌথ বাহিনীর অভিযান চলছে। বিস্তারিত পরে জানা যাবে।

ঝিনাইদহে জামায়াত নেতা হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নের চাঁদপাড়া গ্রামে কাউসার আলী (৫০) নামে এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। একই এলাকার বাসিন্দা কাউসার কোটচাঁদপুরের জামায়াত নেতা এনামুল মাস্টার হত্যা মামলার অন্যতম আসামি। নিহতের স্ত্রী ওজোলা খাতুন জানান, রাত সাড়ে ১২টার দিকে ১৫/২০ জন মুখোশধারী লোক বাড়িতে এসে তার স্বামীকে জোর করে তুলে নিয়ে যান। পরে চাঁদপাড়া রেলগেট এলাকায় নিয়ে তাকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে মৃত ভেবে ফেলে রেখে যান তারা। পরে পরিবারের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কোটচাঁদপুর থানার ওসি কবীর হোসেন মাতুব্বর জানান, কারা কেন তাকে হত্যা করেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

ঢাকার তাপমাত্রা বেড়ে ‘হিটলারের গ্যাস চেম্বারে’ পরিণত হয়েছে : ড. নজরুল

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ পরিবেশ নেটওয়ার্কের (বেন) প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. নজরুল ইসলাম বলেছেন, আশির দশক থেকে ঢাকায় অস্বাভাবিকভাবে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। নানাবিধ পরিবেশ দূষণের কারণে এই তাপমাত্রা বেড়েছে। বর্তমানে এখানে তাপমাত্রা বেড়ে ‘হিটলারের গ্যাস চেম্বারে’ পরিণত হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি হলে ‘বাপার ২৫ বছর: পরিবেশ আন্দোলনের সাফল্য ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক বিশেষ সম্মেলন সম্পর্কে অবহিতকরণ, সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) ২৫ বছরপূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৭-১৮ জানুয়ারি দুই দিনব্যাপী সম্মেলন আয়োজিত হবে বলে জানান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, বাপা-বেনের উদ্যোগে আগামীকাল শুক্রবার রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) চেয়ারম্যান রেহমান সোবহান। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে প্রধান অতিথি থাকবেন বন, পরিবেশ, ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নজরুল ইসলাম বলেন, ২৫ বছরে যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সহযোগিতায় এসেছেন, তারা আমাদের বন্ধু। আরেক শ্রেণির মানুষ প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। তাই বলা যায়, পরিবেশবান্ধব নীতিতে সরকারের প্রতিবন্ধকতাই সবচেয়ে বেশি দায়ী। কোনও সরকারের কাছ থেকেই আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। বেনের গ্লোবাল কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক মো. খালেকুজ্জামান বলেন, বাংলাদেশের পরিবেশ নিয়ে প্রথমে প্রবাস থেকে কাজ শুরু করে বেন। এর কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। সভাপতির বক্তব্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদার বলেন, সরকারের ভেতরে সরকার হচ্ছে আমলাতন্ত্র। স্থানীয় লোকজন কিছু প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। সরকারের আইন তৈরি ও প্রতিবন্ধকতায় আমলারাই বড় বাধা। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক নুর মোহাম্মদ তালুকদারের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আলমগীর কবিরের সঞ্চালনায় সংবাদ সম্মেলনে আরও বক্তব্য রাখেন স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার, মিহির কান্তি দাস প্রমুখ।

সীমান্ত থেকে বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে বিএসএফ

স্টাফ রিপোর্টার : ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী সীমান্ত দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের সময় আলিমুর রেজা (৪০) নামে এক বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে নিয়ে গেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)। গত মঙ্গলবার রাত ৮টায় উপজেলার আমজানখোর ইউনিয়নের বেউরঝাড়ি সীমান্ত থেকে তাকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ৫০ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ঠাকুরগাঁওয়ের অধিনায়ক লে. কর্নেল তানজীর আহমেদ। তিনি বলেন, শূন্যরেখা অতিক্রম করার পর ইন্ডিয়ার তারকাটা অতিক্রম করার সময় তাকে আটক করে। আমরা ফেরত আনার জন্য যোগাযোগ করেছি। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ব্যক্তিকে সীমান্তবর্তী এলাকায় রাত ৮টার সময় বিএসএফ সদস্যরা নিজেদের হেফাজতে নেয়। পরে বিজিবির কাছে খবর পৌঁছালে তারা দ্রুত বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তৎপর হয়। বিজিবির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ঘটনার পরপরই তারা বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছেন। বিজিবির পক্ষ থেকে কূটনৈতিক পথে আলোচনা চালিয়ে আটক নাগরিককে দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করা হচ্ছে। এদিকে এই ঘটনার ফলে সীমান্ত এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ওই ব্যক্তিকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়ে বিজিবির প্রতি তাদের আস্থা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে। বিজিবি কর্মকর্তারা আশ্বস্ত করেছেন যে, তারা এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এবং আটককৃত ব্যক্তিকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলা: অনেকের সাজা শেষ হলেও মুক্তি মিলছে না

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুরের আওয়ামী লীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত অনেকের সাজা শেষ হলেও সুপ্রিম কোর্টের আপিল শুনানি শেষ না হওয়ায় তাদের মুক্তি মিলছে না বলে জানিয়েছেন আসামিপক্ষের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। গত মঙ্গলবার আহসান উল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলার আপিল দ্রুত শুনানির জন্য সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়। জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দস কাজল আসামিদের পক্ষে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগে এই আবেদন করেন। আদালতে উপস্থাপিত আর্জির বিষয়টি নিশ্চিত করে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা ও সাবেক সংসদ সদস্য আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় আমার যে আসামি, তার যে সাজা হয়েছিল তিনি সেটা খেটে ফেলেছেন। এখন তার মতো যারা এই মামলার আসামি এবং আপিল আবেদনকারী, তাদের আপিল নিষ্পত্তি না হওয়ায় আসামিরা কারাগার থেকে বের হতে পারছেন না। তাই মামলাটি দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছি। এই মামলায় হাইকোর্টের রায়ে খালাসপ্রাপ্ত ১১ জনের সাজা বাড়ানোর জন্য করা আপিল আবেদন শুনানির জন্য এলেও এখনো শুনানি হয়নি। এর আগে ২০১৬ সালের ১৫ জুন আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যার ডেথ রেফারেন্স ও আসামিদের করা আপিলের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট রায় দেন। রায়ে ১১ জনকে খালাস দেন হাইকোর্টের বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। রায়ে বিচারিক আদালতের দেওয়া বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম সরকারসহ অন্য ছয়জনের ফাঁসির আদেশ বহাল রাখেন উচ্চ আদালত। বিচারিক আদালতে দণ্ড পাওয়া জীবিত ২৬ আসামির মধ্যে ৮ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ দেয়া হয়েছে। আগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত একজন পলাতক থাকায় তার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি আদালত। এসব আসামির মধ্যে ১৭ জন কারাগারে ও ৯ জন পলাতক রয়েছেন। এ ছাড়া দুজন মারা গেছেন। বিচারিক আদালতের দেওয়া ফাঁসি ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে খালাস পাওয়া ১১ আসামি হলেন- আমির হোসেন, জাহাঙ্গীর ওরফে বড় জাহাঙ্গীর, ফয়সাল (পলাতক), লোকমান হোসেন ওরফে বুলু, রনি মিয়া ওরফে রনি ফকির (পলাতক), খোকন (পলাতক), দুলাল মিয়া, রাকিব উদ্দিন সরকার ওরফে পাপ্পু, আইয়ুব আলী, জাহাঙ্গীর (পিতা মেহের আলী) ও মনির। ১১ জনের মধ্যে তিন আসামি পালাতক রয়েছেন যারা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত আটজনের মধ্যে সাতজনের বিচারিক আদালতের দেওয়া ফাঁসির সাজা কমেছে এবং বাকি একজনের আগের সাজাই বহাল রয়েছে। এদিকে, মারা যাওয়া দুই আসামির করা আপিলের নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন আদালত। আর মামলার মোট ৩০ আসামির মধ্যে দু'জন বিচারিক আদালতেই খালাস পেয়েছিলেন। চূড়ান্ত রায়ে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকা ছয়জন হলেন- নুরুল ইসলাম সরকার, নুরুল ইসলাম দিপু (পলাতক), মাহবুবুর রহমান মাহবুব, শহীদুল ইসলাম শিপু, হাফিজ ওরফে কানা হাফিজ ও সোহাগ ওরফে সরু। মৃত্যুদণ্ডের সাজা কমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাতজন হলেন- মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ আহমেদ হোসেন মজনু (পলাতক), আনোয়ার হোসেন ওরফে আনু (পলাতক), রতন মিয়া ওরফে বড় রতন, ছোট জাহাঙ্গীর (পলাতক), আবু সালাম ওরফে সালাম ওমশিউর রহমান ওরফে মশু (পলাতক)। যাবজ্জীবন বহাল থাকা আসামি হলেন নুরুল আমিন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত অহিদুল ইসলাম টিপু পলাতক থাকায় তার সাজার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি আদালত। বিচারিক আদালতে ফাঁসির দণ্ডাদেশ পাওয়ার পর মারা যাওয়ায় আল আমিন ও রতন ওরফে ছোট রতনের আপিলের নিষ্পত্তি করে দেন হাইকোর্ট। ৩০ আসামির বাকি দুজন কবির হোসেন ও আবু হায়দার ওরফে মিরপুরইয়া বাবু বিচারিক আদালত থেকেই খালাস পেয়েছিলেন। ২০০৪ সালের ৭ মে গাজীপুরের টঙ্গীর নোয়াগাঁও এম এ মজিদ মিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক জনসভায় আহসানউল্লাহ মাস্টারকে গুলি করে হত্যা করে সন্ত্রাসীরা। ঘটনার পরদিন আহসানউল্লাহ মাস্টারের ভাই মতিউর রহমান টঙ্গী থানায় ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাতনামা আরও ১০/১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন। এরপর বিচার শেষে ২০০৫ সালের ১৬ এপ্রিল বিচারিক আদালত নূরুল ইসলাম সরকারসহ ২২ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশসহ দুজনকে খালাস দেন। পরে বিচারিক আদালতের রায়ের বিষয়ে হাইকোর্টে ডেথ রেফারেন্স ও জেল আপিল হয়। এরপর ২০১৬ সালে হাইকোর্টের রায় ঘোষণা করা হয়। মামলার রায়ে ছয়জনের ফাঁসি বহাল থাকে। এই মামলায় ৩০ আসামির মধ্যে নিম্ন আদালতে মোট ২৮ জনের দণ্ড হয়। এর মধ্যে ২২ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ছয়জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসব আসামির মধ্যে ১৭ জন কারাগারে ও ৯ জন পলাতক রয়েছেন। এছাড়া দুজন মারা গেছেন। আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যা মামলায় হাইকোর্টের রায়ে খালাসপ্রাপ্ত ১১ জনের রায় স্থগিত চেয়ে আপিল আবেদন করেন রাষ্ট্রপক্ষ। আবেদন করার বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষ বলেন, আমরা খালাসপ্রাপ্তদের রায় এজন্য স্থগিত চেয়েছি যেন মামলার রায়ের অনুলিপি প্রকাশিত হওয়ার পর আসামিরা বের হয়ে যেতে না পারেন। কারণ তাদের বিরুদ্ধে আমরা আপিল বিভাগে নিয়মিত আপিল করবো।

চট্টগ্রামে আগুনে পুড়লো ১৭ দোকান

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের লোহাগাড়ার দক্ষিণ সুখছড়ি খালেকীয়া দরবার শরীফ স্টেশন এলাকায় আগুনে পুড়ে গেছে ১৭টি দোকান। গতকাল বুধবার ভোর ৫টার দিকে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকেরা হলেন- মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. মিনহাজ উদ্দীন, মো. তৈয়ব, তৌহিদুল আজিম, জাফর আহমদ, মো. আনোয়ার, মো. সেলিম, আবদুল আহাদ, রুহিদুল ইসলাম, সজল শীল, সুনীল দাশ, আবদুল হাফেজ, মাস্টার নুরুচ্ছফা, মো. রেজাউল করিম, আবু তাহের, ধন কান্তি দাশ ও মো. কুতুব উদ্দীন। স্থানীয়রা জানান, ভোরে আগুন জ্বলতে দেখে লোকজন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে খবর দেওয়া হয়। এক ঘন্টা পর ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে এর আগেই ১৭টি দোকান পুড়ে যায়। লোহাগাড়া ফায়ার সার্ভিস স্টেশন অফিসার রুবেল আলম জানান, ভোর সাড়ে ৫টায় ৯৯৯ নম্বরের মাধ্যমে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ভোর ৬টায় ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্তসাপেক্ষে জানা যাবে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করছি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৫০০ টাকার জন্য ভাইয়ের হাতে ভাই খুন

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় পূর্ব বিরোধের জেরে ফুফাতো ভাইয়ের হাতে মামাতো ও ভাই খুন হয়েছেন। গত মঙ্গলবার রাতে উপজেলার মেহারী ইউনিয়নের খেউড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত ইসরাফিল (১৮) ওই গ্রামের মিন্টু মিয়ার ছেলে। গতকাল বুধবার সকালে নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠায় পুলিশ। ঘটনার পর থেকে ঘাতক ফুফাতো ভাই বাবু মিয়া (৩৫) পলাতক রয়েছেন। তিনি একই গ্রামের মজলু মিয়ার ছেলে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ইসরাফিলের অটো গ্যারাজে তার ফুফাতো ভাই বাবু মিয়াকে বিভিন্ন সময় অটোরিকশা মেরামতের কাজ করাতেন। ইসরাফিল মেরামত কাজের ৫শ টাকা বাবুর কাছে পাওনা ছিল। কিন্তু তা পরিশোধ না করায় তাদের মধ্যে বিরোধ চলছিল। গত মঙ্গলবার ঘাতক বাবু স্থানীয় গ্রাম্য মেলা উপলক্ষে ইসরাফিলের গ্যারাজের সামনে দোকান বসায়। এ নিয়ে বাগ-বিতণ্ডার একপর্যায়ে বাবু ইসরাফিলকে মারধর করেন। পরে ইসরাফিল তার বাবাকে নিয়ে মারধরে বিষয়টি জানাতে ফুফুর বাড়িতে গেলে তাকে দেখে ক্ষুব্ধ হন বাবু। একপর্যায়ে বাবু কাঠ দিয়ে ইসরাফিলের বুকে আঘাত এবং বেদম মারধর করেন। এতে ইসরাফিল গুরুতর আহত হলে তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। কসবা থানার ওসি মো. আব্দুল কাদের বলেন, নিহতের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। ঘাতক বাবু মিয়াকে গ্রেপ্তারে পুলিশের অভিযান চলছে।

মানিকগঞ্জে নারীকে গলা কেটে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি এলাকায় লায়লা আরজু (৬২) নামে এক নারীকে গলা কেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার সকালে ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরি ইউনিয়নের রাথুরা এলাকায় নিজেদের বাড়িতে লায়লার লাশ পাওয়া যায়। লায়লা আরজু জেলার ঘিওর উপজেলার বানিয়াজুরী ইউনিয়নের রাথুরা গ্রামের সেকেন্দার আলীর স্ত্রী। ঘিওর থানার ওসি রফিকুল ইসলাম বলেন, সকালে স্থানীয়রা লায়লাদের বাড়িতে তার গলা কাটা লাশ দেখে পুলিশে খবর দেন। পরে পুলিশ গিয়ে লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায়। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

নারায়ণগঞ্জে ২ কারখানায় আগুন

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জে দুটি কারখানায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিসের ছয়টি ইউনিটের চেষ্টায় দুই ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গোদনাইলের বউ বাজার শান্তিনগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ও ফায়ার সার্ভিস কর্মকর্তারা বলেন, শান্তিনগর এলাকায় নূরে আলমের মালিকানাধীন একটি সুতার ফ্যাক্টরিতে প্রথমে আগুন লাগে। এরপর সেই আগুন ছড়িয়ে পাশের আরেকটি প্লাস্টিক কারখানা ধরে যায়।

ফেনীতে ট্রেনে কাটা পড়ে অজ্ঞাত নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ফেনীতে ট্রেনে কাটা পড়ে এক অজ্ঞাত নারী (৫০) নিহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার সকাল ১০টার দিকে ফেনী রেলওয়ে স্টেশন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। রেলওয়ে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা কক্সবাজারগামী পর্যটক এক্সপেস ট্রেনটি সকাল ১০টার দিকে ফেনী স্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্ম অতিক্রম করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে রেলওয়ে স্টেশন পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। এ ব্যাপারে ফেনী রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক ইকবাল হোসেন বলেন, লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ফেনী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। অজ্ঞাত নারীর পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে।

সম্পাদকীয়

কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক নিরাপত্তা

বিগত বছরগুলোর তুলনায় ২০২৪ সালে কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক হতাহতের সংখ্যা কমেছে, যা নিঃসন্দেহে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন। বাংলাদেশ অক্যুপেশনাল সেইফটি, হেলথ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (ওশি) ফাউন্ডেশনের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে উঠে আসা তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরে কর্মক্ষেত্রে নিহত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৯০৫ জন এবং আহত হয়েছেন ২১৮ জন। ২০২৩ সালের তুলনায় নিহতের সংখ্যা ৩৬.৮ শতাংশ এবং আহতের সংখ্যা ৫৬.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তবে, এই পরিসংখ্যান স্বস্তিদায়ক হলেও বাস্তবতা হলো, কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তার বিষয়টি এখনও অনেকাংশে উপেক্ষিত। বাংলাদেশের শ্রম আইন এবং বিধিমালায় কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য যথেষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কিন্তু এর যথাযথ প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণের অভাবে শ্রমিকরা প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। প্রাতিষ্ঠানিক খাতে সেইফটি কমিটি গঠন এবং সেইফটি অডিট চালুর বিধান থাকা সত্ত্বেও, বাস্তবায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতগুলোতে পরিস্থিতি আরও খারাপ, যেখানে শ্রমিকদের অধিকাংশই নিরাপত্তাহীন অবস্থায় কাজ করেন। শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবল সরকার বা শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নয়। শিল্প মালিক, ব্যবস্থাপক, এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব।

শ্রমিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব কেবল সরকার বা শ্রম আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নয়। শিল্প মালিক, ব্যবস্থাপক, এবং শ্রমিকদের সম্মিলিত উদ্যোগ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা রোধ করা সম্ভব

অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে শ্রমিকদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন। শ্রমিক কল্যাণ তহবিল থেকে আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ শিপ ব্রেকিং ইয়ার্ড এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোতে বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন করা জরুরি। কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকদের জীবন রক্ষায় এখনই কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়, এটি দেশের অর্থনীতির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রমিকের নিরাপত্তা মানে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, যা শিল্প ও অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে; তাই এই সংকট নিরসনে এখনই দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সরকারের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত উদ্যোগই পারে একটি নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে।

পরিবেশ রক্ষায় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন জরুরি

দেশের বনভূমি এবং নদী রক্ষা না করতে পারলে আমরা আগামীতে ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে পড়ব। সেই বিপর্যয় শুধু প্রাকৃতিক নয়, সামাজিকও হবে। পরিবেশবিদরা বারবার এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানের মন্তব্যগুলো আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট বার্তা তুলে ধরে–এখন আর সময় নষ্ট করার সুযোগ নেই। অবৈধ দখলদাররা যত প্রভাবশালীই হোক, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে, বনভূমি ও পরিবেশ সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতেই হবে। গাজীপুরের ৯০ একর বনভূমি দখল হয়েছে, যার মধ্যে ইতোমধ্যে ১৬ একর উদ্ধার করা হয়েছে। এই ধরনের উদ্যোগ সরকারের নীতির বাস্তবায়ন প্রমাণ করে, যেখানে বনভূমি এবং জলাভূমি রক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসন তৎপর রয়েছে। শিল্পদূষণ, পৌরসভার বর্জ্য এবং প্লাস্টিকদূষণ–এই তিনটি বড় কারণে নদীগুলো আজ মারাত্মকভাবে দূষিত হচ্ছে। নদী আমাদের জীবনের অঙ্গ, এবং এর অবস্থা উন্নতির দিকে না গেলে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ সংকটাপন্ন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া তরুণদের নদী রক্ষায় সচেতন করার জন্য গাজীপুরে আয়োজিত 'নদী রক্ষায় যুব সম্মেলন' অত্যন্ত সময়োপযোগী। তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসতে হবে, কারণ নদী রক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত না হলে পরিবেশ সুরক্ষা সম্ভব হবে না। তাদের উচিত, প্লাস্টিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া এবং নদী দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পরিবেশসংক্রান্ত সচেতনতা আন্দোলন শুধু সরকার বা কোনো সংস্থার উদ্যোগের বিষয় নয়, এটি একটি জাতীয় আন্দোলন হতে হবে, যেখানে প্রতিটি নাগরিকের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষি, শিল্প, বন ও নদী–এসবের সঙ্গে আমাদের জীবন গভীরভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাই এসবকে রক্ষা করতে সরকার, প্রশাসন এবং জনগণের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন। পরিবেশ রক্ষায় সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করছে, তা ইতিবাচক। তবে, এর কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে সবাইকে একযোগে কাজ করতে হবে। যদি আজ আমরা পদক্ষেপ না নেই, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যে বিপদের সম্মুখীন হবে, তা চূড়ান্ত হতে পারে।

উপদেষ্টা যেমনটা বলেছেন, "আগামী প্রজন্মকে যদি একটি দূষণমুক্ত নদী না দিতে পারি, তাহলে তারা কোথায় যাবে?" আজকের পরিবেশের সুরক্ষায় আমাদের সিদ্ধান্তগুলোই আগামী দিনের পৃথিবীকে নির্মাণ করবে।

রপ্তানি আয়েপ্রবৃদ্ধি

অব্যাহত রাখতে হবে

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) জানিয়েছে, চলতি অর্থবছরের (২০২৪-২৫) জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে অর্থাৎ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক, ওষুধ, চামড়াসহ ২৭ ধরনের পণ্য বিশ্ববাজারে রপ্তানি হয়েছে। এ সময় বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি হয়েছে দুই হাজার ৪৫৩ কোটি ৩৫ লাখ মার্কিন ডলারের পণ্য, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১২.৮৪ শতাংশ বেশি। গত আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের শিল্প খাতকে নাশকতা, শ্রমিক অসন্তোষসহ নানা প্রতিকূলতা মোকাবেলা করতে হয়েছে। তার পরও রপ্তানি আয়ে বড় ধরনের প্রবৃদ্ধিকে খুবই ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। তারা মনে করেন, এক যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের তৈরি পোশাক শিল্প যেভাবে সক্ষমতা অর্জন করেছে, তা রীতিমতো অবিশ্বাস্য। তারই ফসল ঘরে তুলছে আজকের বাংলাদেশ। এ ছাড়া রপ্তানির বড় গন্তব্য ইউরোপ ও আমেরিকা অর্থনৈতিক মন্দা কাটিয়ে অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সেসব দেশের ক্রয়াদেশ অনেক বেড়েছে। আর এসব কিছুর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের রপ্তানি আয়ে। শিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন, কাঙ্ক্ষিত আয়ের এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে কর্মপরিবেশের উন্নয়ন ও দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ধরে রাখা অত্যন্ত জরুরি। দেশে পরিবহন, জ্বালানি, বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে অনেক উন্নতি হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এখনো নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবে শিল্প-কারখানার উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তারা শঙ্কিত। চাঁদাবাজি, ডাকাতি ইত্যাদি কারণে পণ্য পরিবহন নিয়ে ঝুঁকিতে থাকতে হয়। ডলার সংকটের কারণে কাঁচামাল আমদানি বাধাগ্রস্ত হয়। রপ্তানি আয়ের ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে হলে এসব দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাংকঋণের সুদের হার কমাতে হবে। আমরা আশা করি, বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধির এই ধারা আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে এবং উত্তরোত্তর তা আরো শক্তিশালী হবে।

নির্মোহ ইতিহাস চর্চা ও রাষ্ট্র সংস্কার প্রয়াসে শিক্ষা

মাহরুফ চৌধুরী

নতুন বাংলাদেশে সংস্কার প্রয়াসের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জের মূল জায়গা হলো ঐতিহাসিক সত্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রতীকী পুঁজির উৎস হিসেবে ইতিহাসের বিনির্মাণ করে রাজনৈতিকভাবে নিজ দলের প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এক পক্ষ ইতিহাসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে, আরেক পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে জাতি হিসেবে বর্তমানের বহুধা বিভক্ত বাংলাদেশীদের জীবনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিকতা এবং রাজনৈতিক বিভাজনের প্রভাব আমাদের রাষ্ট্র সংস্কার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তোলে। শিক্ষা যদি বিভাজনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, তাহলে তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভক্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে; কিন্তু একই শিক্ষা যদি ইতিহাসের বহুমাত্রিকতা ও সমন্বয় শিখতে সহায়তা করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে অঙ্গীকার করে আমরা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। তবে আশা এখানেই যে, ইতিহাস বহমান নদীর মতো। এটি প্রবাহিত হয়, বাঁক নেয়, এবং সময়ের সঙ্গে নিজের জায়গা তৈরি করে নেয়। আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে সংস্কার প্রয়াসও ইতিহাসের এই গতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার মাধ্যমে একটি চিন্তাশীল প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব, যারা ইতিহাসের বিভিন্ন দিককে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। সময়ই নির্ধারণ করবে, কোন ইতিহাস গ্রহণযোগ্য হবে, কোনটি মিথ্যে পরিণত হবে এবং কোনটি পরিত্যক্ত হবে। কথায় বলে, 'নানা মুনির নানা মত'। তাই নির্মোহ ইতিহাস হয়তো কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু মুক্ত মনে ইতিহাস চর্চা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। এটি আমাদের শেখায়, ইতিহাসকে একটি ধ্রুব সত্য হিসেবে নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন একটি সংস্কার প্রচেষ্টা, যা ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'কে আলিঙ্গন করবে এবং সময়ের সঙ্গে মানানসইভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইতিহাসকে দমন বা একমুখী করে তোলার চেষ্টার বদলে এটিকে একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেটা করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার নানাস্তরে ইতিহাসকে শুধু অতীতের পাঠ নয়, বরং সমকালীন চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ গঠনে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা তৈরির একটি হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত। এটি শিক্ষার্থীদের কেবল অতীতের ভুল থেকে শেখাবে না, বরং তাদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে। তবেই আমরা রাষ্ট্র সংস্কারে সেই স্বপ্নকে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব। ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাকে অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী শিক্ষা একটি জাতিকে তার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। এভাবেই আমরা একটি কল্যাণমুখী, ন্যায়ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো

ইতিহাস এক অন্তহীন ঘটনাপ্রবাহের ব্যক্তিক ও সামষ্টিক স্মৃতির পুনর্নির্মাণ। এটি শুধু অতীতকে ধরে রাখে না, ভবিষ্যৎ গঠনের ভিত্তিও তৈরি করে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, ইতিহাস কি নির্মোহভাবে লেখা যায়? আর যদি যায়, তাহলে সেই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কি একটি নতুন বাংলাদেশের জন্য সংস্কার প্রয়াসের স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব? বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ প্রশ্নটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। একটি দেশের ইতিহাস তার সংস্কার প্রয়াসের প্রেক্ষাপট তৈরি করে। তবে বহুধা বিভক্ত একটি জাতির পক্ষে নির্মোহ ইতিহাস রচনা করা কি আদৌ সম্ভব, নাকি এটি একটি অলীক কল্পনা? এই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনের জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা এবং সমালোচনামূলক চিন্তা (ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং) চর্চার সুযোগ। শিক্ষাব্যবস্থা যদি ইতিহাসকে একমুখী কাহিনী হিসেবে নয় বরং বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে তুলে ধরে, তাহলে একটি জাতি তার অতীতকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। আমাদের পরিবার, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও ব্যবস্থাপনার সংস্কার প্রচেষ্টাগুলো যদি ইতিহাসের সাবলীল বৈপরিত্যে এবং বহুমাত্রিকতার ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তবে আমরা হয়তো সেই কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের কাছাকাছি যেতে পারি। আর এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষা হবে সেই হাতিয়ার, যা নতুন প্রজন্মকে ইতিহাসের নির্মোহ ও স্বচ্ছ পাঠের মাধ্যমে একটি ন্যায্য এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ভবিষ্যৎ গঠনে সক্ষম করে তুলবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাস কেবল তথ্যের নিরপেক্ষ সংকলন নয়, এটি একধরনের নির্মাণ ও অব্যাহত বিনির্মাণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে। এটি গড়ে ওঠে বিশেষ কোন দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং সামাজিক বাস্তবতার আলোকে। একজন শিকারির চোখ দিয়ে দেখলে জঙ্গলে গিয়ে বাঘ শিকারের ঘটনাকে বীরত্ব হিসেবে দেখা যেতে পারে, কিন্তু বাঘের চোখ দিয়ে দেখলে সেটি নিছক অত্যাচার, অবিচার, নির্মমতা ও খুন। বাংলাদেশের ইতিহাসেও এমন বহু ঘটনা রয়েছে, যা একেক জনের দৃষ্টিভঙ্গিতে একেক রকম অর্থ ধারণ করে। আমাদের জাতীয় জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রাম, সামরিক শাসনের অধ্যায়, গণতন্ত্রের অভিযাত্রা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলো এই বয়ান নির্মাণের উজ্জ্বল উদাহরণ। পূর্বের এক লেখায় পরিবারতন্ত্রের বেড়াজালে ইতিহাসকে পরিবারকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলো প্রতীকী পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলেছি। একটি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এগুলোকে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ ইতিহাস কখনই একমাত্রিক নয়। এটি বহুমাত্রিক এবং প্রতিটি স্থানিক ও কালিক দৃষ্টিভঙ্গি তার নিজস্ব আঙ্গিকে সত্যকে তুলে ধরে। এই বহুমাত্রিক ইতিহাস বোঝার জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় আরও সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির অনুশীলন প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র তথ্য বা ঘটনা শেখানোর পরিবর্তে তাদের ইতিহাসের ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিশ্লেষণ করতে শেখানো উচিত। এটি তাদের শুধু অতীতের ভুলগুলো বোঝার সক্ষমতা দেবে না, বরং ভবিষ্যতে একটি ন্যায্য, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ার পথে তাদের চিন্তাশীল নেতৃত্ব বিকাশে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিক সত্য বিশ্লেষণে ইতিহাস চর্চার কাঠামো (ফ্রেমওয়ার্ক) নিয়ে ভাবতে গেলে ইয়াহুদী ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবী ইউভাল নোয়া হারিরি (১৯৭৬) এবং জার্মান ইতিহাসবিদ ও ভাষাতাত্ত্বিক লিওপোল্ড ভন র‍্যাংকের (১৭৯৫-১৮৮৬) দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনায় আসা জরুরি। হারিরির 'ইতিহাসের বড় ঘটনা' (বিগ হিস্ট্রি) বৃহৎ কাঠামোর দিকে মনোযোগ দেয়, যেখানে ইতিহাসকে মিথের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়। অন্যদিকে লিওপোল্ডের 'ইতিহাসের ছোট ঘটনা' (মাইক্রো হিস্ট্রি) ও নির্দিষ্ট সত্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইতিহাস পাঠের এই দুই কাঠামোর সমন্বয় জরুরি। বিগত স্বৈরতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইতিহাসের বড় ঘটনার দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই মেগা প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রম, এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকান্ড। অন্যদিকে, ইতিহাসের ছোট ঘটনার আলোকে আমরা দেখতে পাই গ্রামীণ স্বাস্থ্যব্যবস্থা, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর শিক্ষা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মতো বিষয়। উক্ত দুই ধরনের দৃষ্টিকোণকে একত্রিত করে ইতিহাসকে বোঝা ও শিক্ষার মাধ্যমে সেটি প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বৃহৎ কাঠামোর উন্নয়ন কাহিনীর পাশাপাশি ক্ষুদ্র ঘটনাগুলোর অন্তর্ভুক্তি ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহের নানা দিক সম্পর্কে নানা বিচার বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি সম্পর্কে বিস্তৃত ও গভীর উপলব্ধির সুযোগ করে দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ডিজিটাল বাংলাদেশ কার্যক্রমের সাফল্যের কল্পকাহিনীর সঙ্গে শহুরে ও গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার বৈষম্যের তথ্যাবলি যুক্ত করা শিক্ষার্থীদের চোখে উন্নয়নের প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরবে। এভাবেই অতীত ঘটনাবলির মাধ্যমে ইতিহাসের কাঠামো শুধু অধ্যয়ন নয়, বরং সেসব বিচার বিশ্লেষণের দক্ষতা হয়ে উঠতে পারে সমাজ গঠনের হাতিয়ার। মূল প্রশ্নে ফিরে আসি– নির্মোহ ইতিহাস কি আদৌ সম্ভব? এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেওয়া সহজ নয়। জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার (১৯১০-১৯৯৮) চলচ্চিত্র 'রশোমন' (১৯৫০) আমাদের একটি মৌলিক শিক্ষা দেয় যে একই ঘটনা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মানুষ একই ঘটনার উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন কিন্তু সমানভাবে বিশ্বাসযোগ্য বয়ান দিতে সক্ষম যাকে বর্তমানে 'রশোমন ইফেক্ট' হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাই দেখা যায়, ঘটনার ধারা বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভর করে বয়ান তৈরি হয়। ফলে ঐতিহাস সত্য আপেক্ষিক হয়ে ওঠে। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো– ঐতিহাসিক সত্য কি কখনো একমুখী হতে পারে? প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক সত্য বহুমুখী ও পক্ষপাতদুষ্ট। বহুধা বিভক্ত বাংলাদেশের ইতিহাসে এটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। স্বাধীনতা যুদ্ধ থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক উন্নয়ন প্রকল্প, প্রতিটি ক্ষেত্রেই নানা পক্ষের কাছে সত্যের ভিন্ন বয়ান ও ব্যাখ্যা রয়েছে। সে যাই হোক, ইতিহাসের এ বহুমাত্রিকতাই বলে দেয়, নির্মোহ ইতিহাস একটি অলীক কল্পনা। কারণ মানুষ নিজেই রাজনৈতিক জীব এবং তার প্রতিটি চিন্তা ও কাজ রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবের অধীন। অপরদিকে ঐতিহাসিক সত্য হলো লিখিত ইতিহাস রচিত হয় বিজয়ীদের হাতে। তাই ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ নির্মোহ বা বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে না। তবে ইতিহাসের এই বহুমাত্রিকতাকে অস্বীকার না করে, এটিকে শিক্ষার মাধ্যমে একটি গঠনমূলক পথে ব্যবহার করা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সত্য শেখানোর পরিবর্তে, তাদের ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো বিচার বিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ, স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস শেখানোর সময় বিভিন্ন পক্ষের বয়ান তুলে ধরা গেলে, পাশাপাশি সেই সময়কার জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তুলে ধরা গেলে শিক্ষার্থীরা শুধু অতীতের কৃতিত্ব নয়, সেই সময়কার জটিলতাও বুঝতে শিখবে। এটি একদিকে যেমন তাদের দূর অতীতের ঘটনাবলির পারস্পরিক সম্পর্ক ও ধারাবাহিকতার আলোকে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে মূল্যায়ন করার সুযোগ দিবে। অপরদিকে তেমনি তাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও দায়িত্বশীল করে তুলবে। নতুন বাংলাদেশে সংস্কার প্রয়াসের সম্ভাবনা এবং চ্যালেঞ্জের মূল জায়গা হলো ঐতিহাসিক সত্যের ওপর আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে প্রতীকী পুঁজির উৎস হিসেবে ইতিহাসের বিনির্মাণ করে রাজনৈতিকভাবে নিজ দলের প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। এক পক্ষ ইতিহাসকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে, আরেক পক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করে। এর ফলে জাতি হিসেবে বর্তমানের বহুধা বিভক্ত বাংলাদেশীদের জীবনে জাতীয় ঐকমত্য গড়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার, ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ধর্মীয় মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব, আঞ্চলিকতা এবং রাজনৈতিক বিভাজনের প্রভাব আমাদের রাষ্ট্র সংস্কার প্রচেষ্টাকে জটিল করে তোলে। শিক্ষা যদি বিভাজনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে, তাহলে তা নতুন প্রজন্মের মধ্যে বিভক্তি আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে; কিন্তু একই শিক্ষা যদি ইতিহাসের বহুমাত্রিকতা ও সমন্বয় শিখতে সহায়তা করে, তাহলে রাষ্ট্রীয় আদর্শ বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যকে অঙ্গীকার করে আমরা জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। তবে আশা এখানেই যে, ইতিহাস বহমান নদীর মতো। এটি প্রবাহিত হয়, বাঁক নেয়, এবং সময়ের সঙ্গে নিজের জায়গা তৈরি করে নেয়। আমাদের পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে সংস্কার প্রয়াসও ইতিহাসের এই গতিশীলতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিচালিত হওয়া উচিত। শিক্ষার মাধ্যমে একটি চিন্তাশীল প্রজন্ম তৈরি করা সম্ভব, যারা ইতিহাসের বিভিন্ন দিককে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবে। সময়ই নির্ধারণ করবে, কোন ইতিহাস গ্রহণযোগ্য হবে, কোনটি মিথ্যে পরিণত হবে এবং কোনটি পরিত্যক্ত হবে। কথায় বলে, 'নানা মুনির নানা মত'। তাই নির্মোহ ইতিহাস হয়তো কখনোই সম্ভব নয়, কিন্তু মুক্ত মনে ইতিহাস চর্চা আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করবে। এটি আমাদের শেখায়, ইতিহাসকে একটি ধ্রুব সত্য হিসেবে নয়, বরং একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে দেখতে। নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আমাদের প্রয়োজন এমন একটি সংস্কার প্রচেষ্টা, যা ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাকে গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় আদর্শ 'বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য'কে আলিঙ্গন করবে এবং সময়ের সঙ্গে মানানসইভাবে এগিয়ে যাবে। রাষ্ট্র বিনির্মাণে ইতিহাসকে দমন বা একমুখী করে তোলার চেষ্টার বদলে এটিকে একটি সক্রিয় উপাদান হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। সেটা করার জন্য শিক্ষার ভূমিকা এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার নানাস্তরে ইতিহাসকে শুধু অতীতের পাঠ নয়, বরং সমকালীন চিন্তাভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নীতি, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধ গঠনে ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা তৈরির একটি হাতিয়ার হিসেবে উপস্থাপন করা উচিত। এটি শিক্ষার্থীদের কেবল অতীতের ভুল থেকে শেখাবে না, বরং তাদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলবে। তবেই আমরা রাষ্ট্র সংস্কারে সেই স্বপ্নকে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারকে বাস্তবে রূপ দিতে পারব। ইতিহাসের বহুমাত্রিকতাকে অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সময়োপযোগী শিক্ষা একটি জাতিকে তার অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়। এভাবেই আমরা একটি কল্যাণমুখী, ন্যায়ভিত্তিক এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ গড়ার পথে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবো।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

শীত-কুয়াশায় কৃষিতে নেতিবাচক প্রভাব; বাড়ছে কৃষকের দুশ্চিন্তা

প্রকাশ ঘোষ বিধান

শীত জেঁকে বসেছে। শীতের দাপটে কাহিল জনজীবন। ঘর থেকে বের হওয়াই কষ্টসাধ্য। তীব্র শীত ও ঘন কুয়াশায় কৃষিখাতে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। শীতের তীব্রতায় কৃষকদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। কনকনে শীত আর ঘন কুয়াশা ঢেকে যায় প্রকৃতি। হিমেল বাতাসের সঙ্গে দেখা দেয় ঝিরিঝিরি বৃষ্টির মত কুয়াশা। দেখা মিলছে না রোদ্দুর। এতে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে ওঠার পাশাপাশি কৃষকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলছে। শীতকালীন বিভিন্ন সবজি আলু, পেঁয়াজ, টমেটো ক্ষেত নিয়ে কৃষকদের চিন্তা-উদ্বেগ ক্রমশ বাড়ছে। শীতকালীন বিভিন্ন সবজি আলু, পেঁয়াজ, টমেটো ক্ষেত নিয়ে কৃষকরা উদ্বিগ্ন। আবার অনেক স্থানে আগাম জাতের আমের মুকুলও ঝরে যাচ্ছে। আলুতে দেখা দিয়েছে লেটব্লাইট রোগ। ঘন কুয়াশায় বোরো ধানের বীজতলা নিয়েও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। তীব্র শীতে কোল্ড ইনজুরিতে আক্রান্ত হচ্ছে বোরোর বীজতলা। অনেক এলাকায় বীজতলা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চারার গোঁড়া বা পাতা পচা রোগ এবং হলুদ বর্ণ ধারণ করে বীজতলা দুর্বল হয়ে পড়ায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন চাষিরা। সূর্যের আলো ঠিকমতো না পাওয়ায় বোরোর বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করছেন তারা। এ অবস্থায় বৃষ্টি হলে ছত্রাক-বাহী ব্লাষ্ট রোগের সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে যাবে। এতে করে আলু ও টমেটোর অনেক ক্ষতি হবে। অধিকাংশ কৃষক আলু ক্ষেত রক্ষায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শীত ও ঘন-কুয়াশায় আলু ক্ষেতের বাড়তি পরিচর্যা করছেন কৃষকরা। লেটব্লাইট বা পাতা মোড়ানো রোগাক্রান্ত আলু ক্ষেতে মেটারিল, মেটাটাফ ও ফোরাম বালাইনাশক সমন্বিতভাবে স্প্রে করেছেন কৃষকরা। উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকার ফসল উৎপাদনেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। পৌষের শেষ ভাগ থেকে মাঘের শুরুতে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শীতের এ বিরূপ প্রভাব পড়তে দেখা গেছে ফসলে। এর মধ্যে কোথাও কোথাও বৃষ্টির আভাস কৃষকদের মধ্যে ভয় জাগাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে আবহাওয়া এবং তাপমাত্রা ঘন ঘন পরিবর্তন দেখা যায়। কখনো তীব্র শীত, কখনো ঘন কুয়াশা আবার কখনো শৈত্যপ্রবাহও দেখা দিচ্ছে। এতে শিম, লাউ, করলা, মিষ্টি কুমড়া, আলু, শাকসবজিসহ বিভিন্ন কৃষি খেত নষ্ট হচ্ছে। ফসলের পরাগায়ন ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ফসলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং ফলন হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অতি ঠাণ্ডায় আলু, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে কমে যাবে। আমাদের এখানে অনেক ধরনের শাক-সবজি হয়। শীতকালীন এ ফসল দিয়ে বছরের দীর্ঘ সময়ের সবজির চাহিদা পূরণ হয়। এমন জেঁকে বসা কুয়াশা ও শীতের তীব্রতা কৃষকদের কপালে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। শীত ও ঘন-কুয়াশায় বোরোর বীজতলার বাড়তি যত্ন নিচ্ছেন কৃষকরা। শীত ও কুয়াশা থেকে রক্ষা পেতে অনেক কৃষক বিকেল থেকেই বীজতলা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রাখছেন। তীব্র শীত ও ঘন-কুয়াশায় বীজতলার চারাগুলো হলুদ বর্ণ ধারণ করেছে। বৈরী আবহাওয়া ও কুয়াশা দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রাকৃতিকভাবেই বীজতলার ক্ষতি হবে। মোটামুটি রোদ পেলে বীজতলা ঠিক হয়ে যায়। চারার বৃদ্ধিতে নিম্ন তাপমাত্রার প্রভাব কমাতে ঘন-কুয়াশা ও বেশি শীতে বোরো ধানের বীজতলা সকাল দশটা থেকে সাদা পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে সন্ধ্যার আগে তা সরিয়ে ফেলছে। এ ছাড়া সন্ধ্যায় পানি সেচ দিয়ে বীজতলার চারা ডুবিয়ে দিয়ে এবং সকালে সেই পানি বের করে দিচ্ছে। প্রতিদিন সকালে দড়ি টেনে দিয়ে বীজতলার চারায় জমাকৃত শিশির ঝরিয়ে দিচ্ছে। এসব পদ্ধতি অনুসরণ করে ধানের বীজতলা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে কৃষকরা। কৃষি ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভূমিকাই প্রধান। তীব্র শীতে জবুথবু প্রাণ-প্রকৃতি। আমাদের দেশে কৃষি কাজে গবাদি পশুর ভূমিকা রয়েছে। মানুষের পাশাপাশি গবাদি পশু আক্রান্ত হচ্ছে শীত-জনিত নানা রোগে। ভোগান্তিতে পড়েছেন খামারিসহ প্রান্তিক কৃষক। তীব্র শীতে ক্ষুধামান্দ্য, বদহজম, নিউমোনিয়া, খুরারোগসহ বিভিন্ন ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে গবাদি পশু। শীতের তীব্রতায় বাড়ছে কৃষকের দুশ্চিন্তা। কৃষি বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এখনও কৃষির কোনো বিকল্প নেই। দেশের জনগণের একটা বিশাল অংশ তাদের জীবনধারণের জন্য কৃষির ওপর নির্ভর করে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেশের কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূল দায়িত্ব পালন করছেন আমাদের কৃষকরা। কৃষিবিদরা যথাসম্ভব তাদের সহায়তা করছেন। আর এই কৃষিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নীতিনির্ধারকদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিকাজ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। কৃষির উৎপাদন সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। আবহাওয়ার পরিবর্তনের ধারা এখানে অনেক বেশি বাড়ছে।

জলবায়ুর পরিবর্তন ও দেশের ভবিষ্যৎ

নাইমুর রহমান

জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত ও উদ্বেগজনক সমস্যা। বৈশ্বিক প্রভাব যেমন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সমানভাবে স্পর্শ করছে, তেমনই বাংলাদেশের মতো দেশের ওপর এর প্রভাব আরও ভয়াবহ। ভৌগোলিক অবস্থান, জনঘনত্ব এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর দুর্বলতার কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা এ দেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয় দাঁড়িয়েছে। বিশেষত, কৃষি খাত এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে অনাদিকালের ভবিষ্যৎ। হুমকির মুখে পড়ছে বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য। ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হচ্ছে। যার ফলে প্রাণহানি, ভূমি, ঘরবাড়ি, জীবিকার ক্ষতি ছাড়াও ব্যক্তি এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে বাংলাদেশে গত ৩০ বছর ধরে উপকূলবর্তী সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৩ দশমিক ৮ থেকে ৫ দশমিক ৮ মিলিমিটার পর্যন্ত বাড়ছে। সংখ্যাটা আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে যা অদূরে আমাদের জন্য ভয়াবহ পরিনতি ডেকে আনবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইসিসিসিএডি)-এর তথ্য অনুযায়ী, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে উপকূলের মানুষের ঘরবাড়ি ও জীবিকা বিপন্ন হওয়ার কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রায় নয় লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হতে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনের ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার ফলে বাংলাদেশও তার কিছুটা প্রভাব পড়েছে। শিল্পোন্নত দেশগুলোর অতিরিক্ত জ্বালানি পোড়ানো এবং বায়ুম-লে কার্বন নির্গমন বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বাড়িয়েছে। জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার যেমন– তেল, গ্যাস এবং কয়লার অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পৃথিবীজুড়ে বনের এলাকা কমে যাওয়ায় কার্বন শোষণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। বায়ুদূষণ, শব্দদূষণ, পরিবেশের পরিবেশের ভারসাম্যের কথা না-ই বা বললাম। অতএব এ থেকেই বোঝা যায় কতটা অপরিকল্পিত নগরীতে পরিণত হয়েছে ঢাকা শহর। যা ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তন জন্য দায়ী কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি অন্যতম প্রধান খাত। মোট শ্রমশক্তির ৪০% এর বেশি মানুষ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই খাতটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশে ধান, গম এবং পাট প্রধান ফসল। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তিত হচ্ছে, যা ফসলের উৎপাদনকে প্রভাবিত করছে। ২০২২ সালে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে হাওর অঞ্চলে ধানের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩০ শতাংশ। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লবণাক্ত পানি জমির উর্বরতা হ্রাস করছে। ফলে চিংড়ি চাষ ব্যতীত অন্য ফসল চাষ করা কঠিন হয়ে উঠছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ অর্থনীতি কৃষিনির্ভর। ফলে, কৃষির উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আয় হ্রাস পাচ্ছে। এর দরুণ দারিদ্র আরও বাড়ছে একইসঙ্গে রপ্তানি আয় কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশের পাট এবং মৎস্য খাত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের মতে, ২০২৩ সালে শুধু বন্যার কারণে ২০ লাখ টন ধান উৎপাদন কম হয়েছে। এর ফলে রপ্তানি আয়ের ওপর চাপ পড়ছে। আবার, বিবিএস এর তথ্যানুযায়ী, পাট উৎপাদনে লবণাক্ততার কারণে ২০১৯ সালের তুলনায় ২০২৩ সালে ২৫% কম আয় হয়েছে। কৃষি ও মৎস্য খাত থেকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির সুযোগ কমে যাচ্ছে। এর ফলে গ্রামীণ বেকারত্ব বাড়ছে, যা শহরে অভিবাসন বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে। বাংলাদেশে জলবায়ু উদ্বাস্তু মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭০ লাখ, যা ২০৫০ সালের মধ্যে আরও দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পানিজনিত রোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বন্যার পরে ডায়রিয়া, টাইফয়েড এবং ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা যায়। টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা যেমন– বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং আধুনিক সেচপদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। উন্নত দেশগুলোকে আহ্বান করতে হবে কার্বন নির্গমন হ্রাসে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় তহবিল সংগ্রহ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। পানির প্রবাহ নিশ্চিত করতে নদীগুলো নিয়মিত ড্রেজিং করা। নগরায়নে গাছপালা এবং জলাধার সংরক্ষণ ও দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাংলাদেশে দিন দিন বাড়ছে। কৃষি ও অর্থনীতিতে এর নেতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যেই সুস্পষ্ট। তবে যথাযথ পরিকল্পনা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সচেতনতার মাধ্যমে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করা সম্ভব। বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজন একটি টেকসই এবং সুষম উন্নয়ন কৌশল, যেখানে সরকার-বেসরকারি সংস্থা এবং জনগণ সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেয়ার প্রস্তুতিই হতে পারে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ বাংলাদেশ নিশ্চিত করার উপায়।

জীবন হারাতে প্রস্তুত, তবুও চীনে যেতে চান না থাইল্যান্ডে আটক উইঘুররা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এক দশকেরও বেশি সময় আগে আটক হওয়া একদল উইঘুর পুরুষকে চীনে ফেরত পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে থাইল্যান্ড সরকার। তবে তারা নিজ দেশে যেতে রাজি নন। পরিবারের সদস্যরা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলছেন, ফেরত পাঠানো হলে তারা নির্যাতনের ঝুঁকিতে রয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের (এপি) পাওয়া একটি চিঠিতে, ব্যাংককে আটক ৪৩ জন উইঘুর পুরুষও চীনে পাঠানোর হুঁশিয়ারি বন্ধ করার জন্য প্রকাশ্য আবেদন করেছেন। চিঠিতে তারা লিখেছেন, আমরা কারাবন্দি হতে পারি, এমনকি আমাদের জীবনও হারাতে পারি। আমরা জরুরি ভিত্তিতে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট সব আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দেশের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন খুব বেশি দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই এই মর্মান্তিক পরিণতি (চীনে পাঠানো) থেকে আমাদের রক্ষা করতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে। উইঘুররা চীনের সুদূর পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং অঞ্চলের একটি তুর্কি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জাতিগোষ্ঠী। চীনা কর্তৃপক্ষের বৈষম্য এবং সাংস্কৃতিক পরিচয় নিশ্চিহ্ন করার ধারাবাহিকতা নিয়ে বেইজিংয়ের সঙ্গে কয়েক দশক ধরে দ্বন্দ্ব চলে আসছে তাদের। চীন সরকার উইঘুরদের বিরুদ্ধে একটি নৃশংস অভিযান শুরু করে, কিছু পশ্চিমা সরকার এটিকে গণহত্যা বলে মনে করে। কয়েক হাজার উইঘুর লোকদের বন্দি শিবির এবং কারাগারে পাঠানো হয়। প্রাক্তন বন্দীরা নির্যাতন, রোগশোক এবং কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কথা জানিয়েছিল। ২০১৪ সালে চীন থেকে পালিয়ে আসা ৩০০ জনেরও বেশি উইঘুরকে মালয়েশিয়া সীমান্তের কাছে থাই কর্তৃপক্ষ আটক করেছিল। ২০১৫ সালে থাইল্যান্ড ১০৯ জন বন্দিকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে চীনে ফেরত পাঠায়। বিষয়টি তখন আন্তর্জাতিক হৈ চৈ ফেলে দেয়। ১৭৩ জন উইঘুরকে (বেশিরভাগই নারী ও শিশু) তুরস্কে পাঠানো হয়। আর ৫৩ জন উইঘুরকে থাইল্যান্ড বন্দি করে রাখে। সেখানে দুই শিশুসহ পাঁচজন আটক অবস্থায় মারা গেছেন। আইনজীবী ও আটককৃতদের আত্মীয়রা বন্দি অবস্থায় থাকাদের কঠোর অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। তারা বলছেন, এসব পুরুষকে খুব কম খাবার দেওয়া হয়, কংক্রিটের জনাকীর্ণ সেলে রাখা হয়, টুথব্রাশের মতো স্যানিটারি সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করা হয়। আত্মীয়স্বজন, আইনজীবী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগও নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা থাই সরকারকে ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে একটি চিঠি পাঠিয়েছিল। সেখানে আটককৃতদের প্রতি থাই সরকারের আচরণও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন হতে পারে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়। তবে থাই ইমিগ্রেশন পুলিশ জানিয়েছে, তারা আটককৃতদের যতটা সম্ভব যত্ন নেওয়ার চেষ্টা করছে। এপির হাতে আসা রেকর্ডিং ও চ্যাট রেকর্ডে দেখা যায়, থাই অভিবাসন কর্মকর্তারা ৮ জানুয়ারি উইঘুর বন্দিদের স্বেচ্ছায় দেশ থেকে বের করে দেওয়ার কাগজপত্রে সই করতে বলে। এই পদক্ষেপটি বন্দিদের আতঙ্কিত করে তুলেছে। থাই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এমন এক এমপিসহ তিনজন ব্যক্তি এপিকে বলেছেন, উইঘুরদের চীনে ফেরত পাঠানোর বিষয়ে সরকারের মধ্যে সম্প্রতি আলোচনা হয়েছে। যদিও জনগণ এখনো এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক নির্দেশনা শোনেনি। তবে থাইল্যান্ড ও চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাৎক্ষণিকভাবে এপির মন্তব্যের অনুরোধে সাড়া দেয়নি। যদিও বেইজিং আগে থেকেই বলে আসছে, উইঘুররা জিহাদি। তবে এর কোনো প্রমাণই চীন দিতে পারেনি। উইঘুর অ্যাক্টিভিস্ট এবং অধিকার গোষ্ঠীগুলো বলেছে, এই ব্যক্তিরা নির্দোষ। তারা চীনে ফিরে নিপীড়ন, কারাবাস এবং মৃত্যুর মুখোমুখিও হচ্ছেন। উইঘুর হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টের রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাডভোকেসির সহযোগী পরিচালক পিটার আরউইন বলেন, থাইল্যান্ডে থাকা ৪৩ জন উইঘুর কোনো অপরাধ করেছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। গতকাল শনিবার সকালে থাইল্যান্ডে উইঘুরদের যে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হয়েছে, সেটি ছিল শান্ত। একজন গার্ড সফররত এপির সাংবাদিককে বলেন, কেন্দ্রটি সোমবার পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। বিষয়টি সম্পর্কে সরাসরি অবগত দুই ব্যক্তি এপিকে বলেছেন, থাইল্যান্ডে আটক উইঘুরদের সবাই জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনারের কাছে আশ্রয়ের আবেদন জমা দিয়েছে। জাতিসংঘের এই সংস্থাটি আবেদন পাওয়ার কথা স্বীকারও করেছে। তবে এপির মন্তব্যের অনুরোধে ইউএনএইচসিআর তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি। আটক তিন উইঘুরের স্বজনরা বার্তা সংস্থা এপিকে জানিয়েছেন, তারা তাদের প্রিয়জনদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। থাইল্যান্ডে আটক একজনের বড় ভাই বিলাল আবলেট বলেন, আমরা সবাই একই পরিস্থিতির মধ্যে আছি। সব সময় উদ্বেগ ও ভয়ের মধ্যে আছি। বিশ্ব সরকারগুলো এ বিষয়ে জানে, কিন্তু আমার মনে হয় তারা চীনের চাপের ভয়ে কিছু না দেখার বা না শোনার ভান করছে।

গাজায় আনাদোলু এজেন্সির সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দূরপাল্লার রাইফেল দিয়ে গাজার আনাদোলু এজেন্সির ফ্রিল্যান্স ফটো সাংবাদিক সাঈদ আবু নাভানকে গুলি করে হত্যা করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর। গতকাল শনিবার টিআরটি ওয়ার্ল্ড জানিয়েছে, গতকাল শুক্রবার ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী প্রথমে মধ্য গাজার নুসেইরাত অঞ্চলে অবস্থিত আল-জাদিদ শরণার্থী শিবিরের একটি এলাকা ঘিরে ফেলে। সেখানে অনেক সাংবাদিক উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাস্থল থেকে ধারণ করা ফুটেজে দেখা যায়, আহত এক ব্যক্তিকে ত্রাণকর্মীদের সহায়তায় স্ট্রেচারে করে বাড়ি থেকে বের করে আনা হচ্ছে। কাছেই দেখা যায়, আবু নাবহান তার সরঞ্জাম দিয়ে দৌড়ানোর চেষ্টা করছেন। এ সময় দূরপাল্লার রাইফেল থেকে একটি গুলি তাকে লক্ষ্য করে ছোড়া হয়। আবু নাবহান তখন মাটিতে পড়ে নিশ্চল হয়ে শুয়ে পড়েন। এ সময় আশপাশের লোকজন ইসরায়েলি বুলেটের হুমকির কারণে তার কাছে যেতে ভয় পায়। ফিলিস্তিনের সরকারি বার্তা সংস্থা ওয়াফা আবু নাভানের নিহত হওয়ার খবর নিশ্চিত করেছে। গাজায় ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর অব্যাহত গণহত্যায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে ৪৬ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এদের বেশিরভাগই নারী ও শিশু। গত নভেম্বরে গাজায় যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ও সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োয়াভ গ্যালান্টের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। গাজায় প্রাণঘাতী যুদ্ধের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার মামলাও রয়েছে।

দাবানলের ভয়াবহতা যুদ্ধক্ষেত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়: বাইডেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানলের ভয়াবহতার সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দাবানলের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে ওভাল অফিসে ব্রিফিংয়ের সময় শুক্রবার এই মন্তব্য করেছেন তিনি। ফরাসি সংবাদমাধ্যম এএফপি এ খবর জানিয়েছে। তিনি বলেছেন, দাবানলের শিকার স্থানগুলো দেখে মনে হয়েছে, নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে বোমা হামলা চালিয়েছে কেউ। পরিস্থিতির ভয়াবহতা আমাকের যুদ্ধের দৃশ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

ভারতীয় রুপির দর ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতীয় মুদ্রা রুপির দর আরও পড়েছে। প্রতি ডলারের বিপরীতে এখন পাওয়া যাচ্ছে ৮৬ দশমিক ২০ রুপি। অর্থাৎ ভারতীয় রুপির দর এখন ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে। খবর-ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস। শুক্রবার মার্কিন ডলারের বিপরীতে রুপি ৮৫.৯৭ তে নেমেছে। এর কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, আমেরিকান মুদ্রা শক্তিশালী এবং বিদেশি বিনিয়োগকারীরা পুঁজিবাজার থেকে টাকা তুলে নিয়েছে। বিদেশে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ পুঁজিবাজারে নেতিবাচক মনোভাব ভারতীয় মুদ্রার মান কমিয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এই পরিস্থিতিতে ভারতের পুঁজিবাজার মহাসংকটে পড়েছে। রুপির এই দরপতনের পাশাপাশি শেয়ারবাজারেরও

পতন হচ্ছে লাগাতার। শুক্রবার সেনসেক্স ২৪১ দশমিক ২০ পয়েন্ট পড়ে ৭৬ হাজারের দোরগোড়ায় চলে এসেছে; ৭৭ হাজার ৩৭৮ দশমিক ৯১ অঙ্কে গিয়ে নেমেছে। গত তিন দিনে সূচকটি পড়েছে মোট ৮২০ পয়েন্ট। বাজারের মূলধন কমেছে ১২ লাখ কোটি রুপি। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা মোট ১২ হাজার ৭৮৭ দশমিক ৭৩ কোটি রুপি পুঁজি তুলে নিয়েছে। সেটাই রুপির অবমূল্যায়নের অন্যতম কারণ। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের এভাবে শেয়ার বিক্রি নিয়ে শুক্রবার মোদি সরকারের সমালোচনা করেছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, হিসাব অনুযায়ী নতুন বছরের প্রথম কয়েক দিনেই শেয়ারবাজার থেকে ২০০ কোটি ডলারের পুঁজি তুলে নিয়েছে ওই সব বিদেশি ঋণদানকারী সংস্থাগুলো। ফলে সূচক আরও নিচে নেমেছে। শুক্রবার শেষ হওয়া সপ্তাহে সেনসেক্সের নিট পতন হয়েছে ১ হাজার ৮৪৪ দশমিক ২ পয়েন্ট, নিফটির ৫৭৩ দশমিক ২৫। আপাতত রুপি ও শেয়ারবাজার উভয়ই অস্থির থাকবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা।

ঝড়ের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে হাজার হাজার ফ্লাইট বাতিল-বিলম্বিত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শীতকালীন ঝড়ের কারণে শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রে তিন হাজারের বেশি ফ্লাইট স্থগিত ঘোষনা করা করা হয়েছে। এ ছাড়া কয়েক হাজার ফ্লাইট দেরিতে অবতরণ করেছে। দেশটির বিমান সংস্থা ও ট্র্যাকিং ওয়েবসাইট ফ্লাইটঅ্যাওয়্যারের বরাত দিয়ে এএফপি গতকাল শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। ডেল্টা এয়ারলাইনস বলছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে আটলান্টা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের রানওয়ে দুই ঘন্টারও বেশি সময় বন্ধ রাখতে হয়েছে। তারা তাদের এক হাজার ১০০ ফ্লাইট বাতিল করেছে। এ ছাড়া ইঞ্জিনের সমস্যার কারণে একটি ফ্লাইট আটলান্টা বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করতে পারেনি। এ ছাড়া ওয়েবসাইটটি শুক্রবার একাধিক বিমানবন্দরে মোট তিন হাজারেরও বেশি টিকিট বাতিলের রেকর্ড করেছে। অন্যদিকে ফ্লাইটঅ্যাওয়্যার জানিয়েছে, টেক্সাসের ডালাস ফোর্ট ওয়ার্থ ও নর্থ ক্যারোলাইনার শারলোট ডগলাস বিমানবন্দরও বৈরি আবহাওয়ার কবলে পড়েছে। এ দুটি বিমানবন্দরে এক হাজার ২০০-এর বেশি ফ্লাইট বাতিল করতে হয়েছে।

মিয়ানমারের মাইটেলের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মিয়ানমারের মোবাইল অপারেটর মাইটেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ। মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কোম্পানিটির আর্থিক সম্পর্ক থাকাকে নিষেধাজ্ঞার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য দপ্তর মাইটেলকে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্তদের তালিকায় যুক্ত করে জানিয়েছে, কোম্পানিটি 'মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে নজরদারি সেবা এবং আর্থিক সহায়তা' দিয়ে আসছে। মাইটেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এর কার্যক্রমের মাধ্যমে সামরিক সরকার 'নিশানাভুক্ত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগুলোকে ট্র্যাকিং ও শনাক্তকরণ মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন' করতে সক্ষম হচ্ছে। তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে মাইটেল কার্যত একটি বাণিজ্য অবরোধের মুখে চলে গেছে। নিষেধাজ্ঞার তালিকায় থাকা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ব্যবসা করতে হলে যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানিগুলোকে বাণিজ্য দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে। ২০২১ সালে মিয়ানমারের ক্ষমতা দখল করে সামরিক বাহিনী। এরপর থেকেই জান্তা সরকার দেশটির টেলিযোগাযোগ সেবায় হস্তক্ষেপ বাড়িয়েছে এবং প্রতিরোধকারী গোষ্ঠীগুলোর ওপর নজরদারি ও দমন অভিযান চালাচ্ছে। দেশটিতে গত ১ জানুয়ারি একটি সাইবার সিকিউরিটি আইন কার্যকর হয়েছে, যার মাধ্যমে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক (ভিপিএন) ব্যবহারের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পদক্ষেপটি টেলিকম শিল্পের পাশাপাশি অন্যান্য ব্যবসা ও ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। টেলিকম ইন্টারন্যাশনাল মিয়ানমার নামে পরিচিত মাইটেল মূলত একটি যৌথ উদ্যোগ। এর অংশীদারদের মধ্যে রয়েছে জান্তা-সমর্থিত একটি গ্রুপ এবং

ভিয়েতনামের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন ভিয়েটেল। মাইটেল ২০১৮ সালে পূর্ণমাত্রায় কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে দেশটির অন্যতম বৃহৎ মোবাইল সেবা প্রদানকারী হয়ে উঠেছে। তবে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে মিয়ানমারের কিছু নাগরিক এই অপারেটর থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। সূত্রঃ নিক্কেই এশিয়া

বিনোদন

বছরের শুরুতেই বিতর্কে জড়ালেন উর্বশী

বিনোদন ডেস্ক : বছরের শুরুতেই বিতর্কে জড়ালেন দক্ষিণী নায়িকা উর্বশী রাউতেলা। গত ২ জানুয়ারি মুক্তি পায় 'ডাকু মহারাজ' ছবির 'দাবিডি দিবিডি' গান। সেখানেই উর্বশী ও অভিনেতা নন্দমুরি বালাকৃষ্ণের নাচ দেখে অবাক দর্শকেরা! কারণ, সেই মিউজিক ভিডিওতে ছিল 'অশালীন' নৃত্য প্রদর্শন। গানটি মুক্তির কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রশ্ন তোলেন নেটিজেনরা। এবার উর্বশীর 'দাবিডি দিবিডি' নাচ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন স্বঘোষিত চিত্র সমালোচক কমল আর খান। উর্বশীর ছবিকে নীল ছবির সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। আর এতেই গর্জে উঠলেন উর্বশী। সম্প্রতি নিজের এক্স হ্যান্ডলে কমল লেখেন, 'এদের লজ্জা লাগে না এমন অশ্লীলভাবে নাচতে! তেলুগু ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির লজ্জা লাগা দরকার এমন নাচ তারা শ্যুট করছে। সিনেমার জায়গায় নীল ছবি তৈরি করতে পারেন তো! উর্বশীর লজ্জা লাগা দরকার এমন নাচ নেচে।' কমলের এমন মন্তব্যে চুপ থাকেননি উর্বশী। পালটা জবাবে অভিনেত্রী লেখেন, 'দেখেও হাসি পায়, যারা জীবনে তেমনই কিছুই অর্জন করেননি তারা অন্যের সমালোচনা করছেন। তা-ও কাদের? যারা দিনরাত পরিশ্রম করছেন। আসল ক্ষমতা অন্যকে নীচু দেখানোর মধ্যে নয়, বরং তার কৃতিত্বকে তুলে ধরার মধ্যেই অন্তর্নিহিত।' শুধু কমল আর খান নয়, এই নাচের ভিডিও দেখে নেটিজেনদের একাংশ সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, 'এই ধরনের নাচের ভঙ্গি কীভাবে কোরিওগ্রাফার তৈরি করতে পারেন! অভিনেতারাই বা কীভাবে এসব করতে রাজি হন! একেবারে জঘন্য।' অন্য এক নেটিজেনের মন্তব্য, 'অশালীন নাচ দেখিয়ে কি ছবির অতিরিক্ত আয় হয়? এই ধরনের দৃশ্যের মাধ্যমেই বোধ হয় ছবির প্রচার হচ্ছে।' কেউ কেউ দাবি করেছেন, নারীদের জন্য এই ধরনের নাচের দৃশ্য অত্যন্ত অপমানজনক।

নিজের বিয়ে নিয়ে মুখ খুললেন তাহসান

বিনোদন ডেস্ক : দ্বিতীয়বারের মতো বিয়ের পিড়িতে বসে ব্যাপক আলোচনায় আসেন গায়ক-অভিনেতা তাহসান খান। গত ৬ জানুয়ারি মেকআপ আর্টিস্ট রোজা আহমেদকে বিয়ে করেন তিনি। আগে-পরে কোনো রকম ঢাক-ঢোল না পেটানোয় তাহসানের বিয়ের খবরে বেশ চমকে যায় তার অনুরাগীরা। সম্প্রতি গণমাধ্যমে দেওয়া এক আলাপনিতে তাহসান তার বিয়ে ও স্ত্রী প্রসঙ্গে কথা বলেন। গায়ক জানান, দুই পরিবারের সম্মতিতেই ছিল তাদের বিয়ের আয়োজন। সম্পর্কের মাঝে তাহসান-রোজার একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের জায়গাটাও প্রবল। তাই তো বিয়ে নিয়ে অনেকেই জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। বিয়ে প্রসঙ্গে তাহসান বলেন, 'বিয়ে জীবনেরই একটি অংশ। আমার ব্যক্তিগত জীবনের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভালোলাগার মতোই একটি কাজ।' এরপর স্ত্রী রোজার প্রসঙ্গ টেনে তাহসানের বক্তব্য, 'রোজার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল আগে থেকেই। সেখান থেকে দুই পরিবারের সম্মতিতেই বিয়ে হয়। বিয়ে নিয়ে অনেকেই জানার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন, এটাই স্বাভাবিক।' কিন্তু তাদের এই বিয়ে শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি; কিছু বিষয় নিয়ে সমালোচনায় মেতে ওঠে একদল নিন্দুকেরা।

লস এঞ্জেলেস দাবানলে ঘর হারালেন যেসব তারকা

বিনোদন ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে দাবানলের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লাখো মানুষ। বাদ যায়নি সেখানকার রুপালি পর্দার তারকারাও। এখন পর্যন্ত হলিউডের বেশ কয়েক তারকার বসতবাড়ি দাবানলে ভস্ম হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, ভয়াবহ এ দাবানলে নিজেদের জীবন বাঁচাতে স্থাপত্যের মায়া ছেড়ে, এক কাপড়েই বের হয়ে পড়েছেন হলিউড তারকারা; হারিয়েছেন তাদের প্রিয় বাড়ি! তাদের মধ্যে আছেন মার্কিন তারকা প্যারিস হিলটন, টম হ্যাংক্স, বেন অ্যাফ্লেক, মারিয়া শিভার, মেল গিবসন, পিট লি, মেলিসা ক্লেয়ার ইগান, অ্যান্টনি হপকিন্স, মাইলস টেলার, কেলি টেলার, টিনা নোলসসহ অনেকে। বাড়ি হারিয়ে রীতিমতো হাহাকার তৈরি হয়েছে তাদের মাঝে। সামাজিক মাধ্যমে তারা সেখানকার পরিস্থিতির ভয়াবহতা তুলে ধরেছেন, হয়ে পড়েছেন আবেগপ্রবণ। **মারিয়া শিভার :** ক্যালিফোর্নিয়ার ফার্স্ট লেডি খ্যাত মারিয়া শিভার। ভয়াবহ এই দাবানলে হারিয়েছেন নিজের বাড়িসহ পুরো এলাকাই। সামাজিক মাধ্যমে দাবানলের ধ্বংসযজ্ঞ দেখিয়ে এই তারকা লিখেছেন, 'এমন পরিস্থিতি অবশ্যই হৃদয়বিদারক, বিধ্বংসী! বিশ্বাস করার মতো না একেবারেই। সবকিছু শেষ হয়ে গেছে। আমাদের বাসা, আমাদের প্রতিবেশী, রেস্তোরাঁ-সব শেষ।' **মেল গিবসন :** পরিবার ও পোষ্যরা নিরাপদে থাকলেও নিজের বাড়িটি রক্ষা করতে পারেননি অভিনেতা মেল গিবসন। তিনি জানান, 'অবশ্যই এটা বিধ্বংসী, যা আবেগকে আঘাত করেছে। শুধু ভাবুন, আপনি যেখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করেছেন, আপনার সকল স্মৃতি, সুন্দর জিনিস, এত এত মুহূর্ত, গুরুত্বপূর্ণ নানান কিছু- তার কিছুই নেই। তবে এটাই ভালোলাগার যে, আমি ও আমার পরিবার- সবাই ভালো ও নিরাপদ আছি। তাদের আমি অত্যন্ত ভালোবাসি, আর এটুকুই আমি যত্ন করতে পারি।'

পিট লি : এক জরুরি কাজে নিউইয়র্কে ছিলেন কমেডি অভিনেতা পিট লি। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো- তিনি সেখানে বসেই টেলিভিশনে তার লস আঞ্জেলসের এর বাসাটি সরাসরি পুড়ে যেতে দেখেছেন! সামাজিক মাধ্যমে সেই সম্প্রচার প্রকাশ করে এই তারকা বলেন, 'এই ফুটেজটি (দৃশ্যটি) আমার বাড়ির সামনের। সম্প্রচারটি দেখে অনেকেই এই মুহূর্তে জানতে পেরেছে তাদের বাড়ি জ্বলছে। তাদের মধ্যে আছি আমি ও আমার বন্ধুরা। হ্যাঁ, এটাই আমার বাড়ি।' **মেলিসা ক্লেয়ার ইগান :** মাত্র দুই সপ্তাহ আগে কেনা বাড়িটি দাবানলের আগুনে হারালেন মার্কিন অভিনেত্রী মেলিসা ক্লেয়ার ইগান। সেই বাড়ির ধ্বংসস্তূপের ছবি শেয়ার করে অভিনেত্রী লিখেছেন, 'আমি এখনও বাড়িটিতে প্রবেশই করতে পারি নি, অথচ এটি এখন ধ্বংসস্তূপ। আমরা এই ভয়ংকর বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত।'

'প্রে ফর ক্যালিফোর্নিয়া ইউএসএ'-জায়েদ খান

বিনোদন ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলসে দাবানলের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন লাখো মানুষ। বাদ যায়নি সেখানকার রুপালি পর্দার তারকারাও। এখন পর্যন্ত হলিউডের বেশ কয়েক তারকার বসতবাড়ি দাবানলে ভস্ম হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। এমন সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন দেশের আলোচিত চিত্রনায়ক জায়েদ খান। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে বেশ সরব তিনি। শুধু তাই নয়, হলিউডে দাবানলের এমন আঁচ লাগায় মন কাঁদছে তার- জানালেন এমনটাই। গত শুক্রবার সামাজিক মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলের কিছু ভয়াবহ দৃশ্য তুলে ধরেন জায়েদ খান। সেই পোস্টে ক্যালিফর্নিয়ায় এই বিপর্যয়ের জন্য দোয়া-প্রার্থনার আহ্বান করেন তিনি। ক্যাপশনে লেখেন, প্রে ফর ক্যালিফোর্নিয়া-ইউএসএ। এদিকে জায়েদ খান গণমাধ্যমে জানান, আমেরিকার যেসব জায়গা দাবানলের আগুনে পুড়ছে, সেসব জায়গাতে একটা সময় বহুবার গিয়েছেন তিনি। বলেন, 'অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। সেখানে হলিউডে অনেক আর্টিস্টদের বাড়ি রয়েছে। বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং সংগীতশিল্পীকে প্রাণে বাঁচতে এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়তে হয়েছে।'

শ্রোতাদের জন্য নতুন গান নিয়ে আসলেন অনিমেষ

বিনোদন ডেস্ক : কোক স্টুডিওর নাসেক নাসেক গানের পর পরিচিতি পেয়েছেন তরুণ কণ্ঠশিল্পী অনিমেষ রায়। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তার নতুন গান 'ক্ষমা চাই'। মিউজিক ভিডিওসহ গানটি দেখা যাবে ইউটিউবে। রাফিউজ্জামান রাফির কথায় গানটির সুর করেছেন আলাউদ্দিন মাহমুদ সমীর, সংগীতায়োজন করেছেন সুমন কল্যাণ। গানটি নিয়ে অনিমেষ বলেন, 'গানটি আশা করি সবার ভালো লাগবে। মাটির সুর, কথায় আধ্যাত্মবাদের যোগ আছে। সঙ্গে সংগীতায়োজনের দারুণ সমন্বয় হয়েছে। আমিও নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাকিটা শ্রোতাদের ওপর নির্ভর করছে।' আলাউদ্দিন মাহমুদ সমীর বলেন, 'গানটি আমাদের অনেক দিনের প্রকল্প। সবার শ্রম ও ভালোবাসায় সম্পন্ন হয়েছে। কথা, সুর, সংগীত ও কণ্ঠের দারুণ সমন্বয় ঘটেছে। আশা করি সবার ভালো লাগবে। সংগীত পরিচালক সুমন কল্যাণ বুলেন, 'আমার সংগীতায়োজনে বছরের প্রথম গান।

গুরুতর চোট পেয়েছেন রাশমিকা মান্দানা

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের বলিউড ইন্ডাস্ট্রি জুড়ে এখন শুধুই চলছে সিনেমা পুষ্পার জয়জয়কার। আর ইতোমধ্যে ছবির দুর্দান্ত সাফল্য নিয়ে ঊর্ধ্বগগনে ছুটে চলছে অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানার জনপ্রিয়তা। এ যেন ফুরাবার শেষ নয়। আবার অভিনেত্রীর জোরকদমে প্রস্তুতি চলছে বলিখ্যাত ভাইজান অভিনেতা সালমানের খানের বহু প্রত্যাশিত ছবি সিকান্দার নিয়ে। এ ছবিতেও আছেন পুষ্পাখ্যাত অভিনেত্রী রাশমিকা মান্দানা। 'সিকান্দার' ছবির জন্য শুটিং নিয়ে ব্যস্ত অভিনেত্রী। কিন্তু হঠাৎই দুঃসংবাদ পাওয়া গেল। জিমে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় গুরুতর চোট পান রাশমিকা মান্দানা। যে কারণে সাময়িকভাবে তার শুটিংও স্থগিত করা হয়েছে। যদিও সালমান ও রাশমিকা 'সিকান্দারের' শেষ শিডিউলের শুটিং মুম্বাইয়ে করবেন বলে জানা গেছে। 'সিকান্দার' সিনেমায় সালমান খান, রাশমিকা মান্দানার পাশাপাশি আছেন কাজল আগরওয়াল, সত্যরাজ, অনন্ত মহাদেবন, শারমন জোশি, প্রতীক বব্বর, নবাব শাহ ও অঞ্জিনি ধাওয়ান প্রমুখ। এটি চলতি বছরের মার্চে ঈদে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, এ মুহূর্তে 'সিকান্দার' ছাড়াও রাশমিকা মান্দানার ঝুলিতে একাধিক ছবি রয়েছে। অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানার সঙ্গে 'থামা' ও অভিনেতা ভিকি কৌশলের সঙ্গে 'ছাভা' ছবিতে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে।

নিজ জীবনের প্রেমের প্রসঙ্গে মুখ খুললেন আমির খান

বিনোদন ডেস্ক : ৬০ বছর পেরিয়েও এখনও আগের মতো রোম্যান্টিক বলিউড হিরো আমির খান। সম্প্রতি ছেলের অভিনীত সিনেমার ট্রেলার উদ্বোধনীতে এসে প্রেম নিয়ে খোলামেলা মন্তব্য করেন নায়ক। সেখানে প্রেম প্রসঙ্গে টেনে আনলেন নিজের দুই স্ত্রীর কথাও। সম্প্রতি জুনায়েদ খান এবং খুশি কাপুর অভিনীত 'লাভিয়াপ্পা' ছবির ট্রেলার প্রকাশ হয়েছে। সেই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমির খান। একদিকে যেমন আমিরের ছেলে জুনায়েদ একটি ভালোবাসার গল্পের মাধ্যমে নিজেকে ডেবিউ করলেন, তেমন বছরের পর বছর রোম্যান্টিক সিনেমায় অভিনয় করার পর প্রেম নিয়ে খোলামেলা কথা বললেন আমির খান। আমির খান বলেন, 'আমি অনেক রোম্যান্টিক মানুষ। হয়ত এই কথাটি আপনার বোকা বোকা লাগবে। কিন্তু সত্যি আমি কতটা রোম্যান্টিক তা আপনি আমার দুই স্ত্রীর থেকে জেনে নিতে পারেন। শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয়, আমি রোম্যান্টিক সিনেমা দেখতে ভীষণ পছন্দ করি।' আমির খান বলেন, 'আপনি যত বয়স্ক হবেন তত আপনি জীবনকে, আপনার চারপাশের মানুষকে বুঝতে শিখবেন। আপনি কী কী ভুল করেছেন, আপনার মধ্যে কি ভুল ত্রুটি রয়েছে, সব কিছুই বুঝতে শিখবেন আপনি। আপনি বুঝতে পারবেন আপনার জীবনসঙ্গী সেই হতে পারবে যার সঙ্গে আপনি আপনার সারা জীবন নির্দ্বিধায় কাটিয়ে দিতে পারবেন।'

ভালোবেসে অভিনেত্রী রিনা দত্তর সঙ্গে প্রথমবার সংসার বাঁধেন আমির খান। ১৯৮৬ সালে কয়েক বন্ধুর সহযোগিতায় রেজিস্টার অফিসে বিয়ে সারেন রিনা ও আমির। তাদের দাম্পত্য জীবনে দুই সন্তান- জুনায়েদ ও ইরা। ২০০২ সালে এই দম্পতির বিবাহবিচ্ছেদ হয়। রিনার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর কিরণ রাওয়ের সঙ্গে আমিরের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এই অভিনেতার 'লগান' সিনেমার সেটেই তাদের পরিচয় হয়। এক সময় বন্ধুত্ব থেকে প্রেম এবং ২০০৫ সালে এই জুটির বিয়ে হয়। এ সংসারে আজাদ রাও খান নামে একটি পুত্রসন্তান রয়েছে।

গরু দিয়ে জমিতে মই দিচ্ছেন এক কৃষক। জমি তৈরি হলে মরিচের চারা রোপণ করবেন। মিঠাপুকুর, রংপুর।

নেত্রকোনায় সরিষার আবাদ বেড়েছে আড়াইগুণ

নেত্রকোনা প্রতিনিধি : নেত্রকোনায় মাঠজুড়ে হলুদ আর হলুদ। গত তিন বছরে নেত্রকোনার ১০ উপজেলায় সরিষার আবাদ বেড়েছে প্রায় আড়াইগুণ। ফলন ভালো হওয়ায় বেড়েছে সরিষার আবাদ। কৃষকরা আমন এবং ইরি ধান আবাদের মাঝের সময়ে সরিষা চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। জেলার কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের তথ্যমতে, নেত্রকোনার ১০টি উপজেলায় এ বছর ১৩ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছে। এরমধ্যে জেলার সদর উপজেলায় ২ হাজার হেক্টর, পূর্বধলা উপজেলায় ২ হাজার ৬৮৫ হেক্টর, দুর্গাপুর উপজেলায় ৬০০ হেক্টর, কলমাকান্দা উপজেলায় ১ হাজার ৫০ হেক্টর, মোহনগঞ্জ উপজেলায় ৫৩২ হেক্টর, বারহাট্টা উপজেলায় ৬৭৫ হেক্টর, কেন্দুয়া উপজেলায় ১ হাজার ৪৭৮, আটপাড়া উপজেলায় ৮৫০ হেক্টর, মদন উপজেলায় ২ হাজার ১০ হেক্টর এবং খালিয়াজুরী উপজেলায় ৩৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের উপ-পরিচালক মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, এবার ১৩ হাজার ৫০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে। যদিও কৃষি বিভাগের লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১৩ হাজার ৫১ হেক্টর। তিনদফা বন্যার ফলে শেষের বন্যাতে ধানের ফলন দেরিতে হওয়ায় সরিষার জন্য উপযুক্ত হয়নি জমি। ফলে ১০০ হেক্টর কম আবাদ হয়েছে। তিনি আরও জানান, গত বছর ২০২৩ এ আবাদ হয়েছিলো ১০ হাজার ৮৮০ হেক্টর। যার উৎপাদন হয়েছে ১৭ হাজার ৭৭২ মেট্রিক টন। ২০২২ এ ৭ হাজার ৪৫০ হেক্টর যার উৎপাদন হয়েছিলো ৯ হাজার ৬৭৬ মেট্রিক টন। ২০২১ সালে ৫ হাজার ২৫০ হেক্টরে উৎপাদন হয়েছিলো ৬ হাজার ৮২৬ মেট্রিক টন এবং তারও আগে ২০২০ সালে ৫ হাজার ১৯২ হেক্টর জমিতে সরিষার আবাদ হয়েছিল। উৎপাদন ছিলো ৬ হাজার ৬১৩ মেট্রিক টন। আবাদ এবং উৎপাদন বাড়ায় কৃষকরা দুটি ধানের ফসলের মাঝের সময়ে সরিষা আবাদের দিকে ঝুকঁছে। কমে আসছে পতিত জমির পরিমাণ। ধানের পাশাপাশি প্রায় লাখো কৃষক এই সরিষা আবাদে আগ্রহী হয়েছেন বলেও জানায় কৃষি অধিদফতর। নেত্রকোনা সদর উপজেলার রৌহা ইউনিয়নের বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের আমন আবাদের পর কিছুদিন জমিটা পতিত পড়ে থাকে। সরিষা আবাদের ফলে জমিও কাজে লাগছে পাশাপাশি নিজেদের ভোজ্য তেলের চাহিদাও মিটছে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে। একই গ্রামের উদ্ভিদবিজ্ঞানের কলেজ শিক্ষক নাজমুল কবীর সরকার জানান, চাকরি করলেও আমরা মূলত কৃষক। আমার বাবাও কৃষি কাজ করেছেন আমিও কৃষি কাজ করি। তিনি বলেন, সরিষা এমন এক ফসল যা শুধু ফেলে রাখলেই গাছ হয়। একদম কম খরচে ভালো ফলন যাকে বলে। যার জন্য অতিরিক্ত কিছু করা লাগে না। আমরা বিভিন্ন সভা সেমিনারে বলার চেষ্টা করছি সরিষা খুব সহজের একটি শস্য। গত কয়েক বছরে সরিষার আবাদ বৃদ্ধির কারণ হিসেবে কৃষি অধিদফতরের উপ পরিচালক কৃষিবিদ মোহাম্মদ নুরুজ্জামান বলেন, আমরা কৃষি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে তিন বছর মেয়াদি সরিষার আবাদ বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা নিয়েছিলাম। বিদেশী তেলের ওপর আমদানি ৪০ ভাগ নির্ভরতা কমানোর লক্ষ্যে কৃষি প্রণোদনা ও উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছে।

ত্রিশালে মটরযান কর্মচারী ও অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

ত্রিশাল, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ময়মনসিংহের ত্রিশালে মটরযান কর্মচারী ইউনিয়নের সদস্য, অসহায় নারী, পুরুষদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে । ত্রিশাল পৌর বিএনপি ও উপজেলা মটরযান মালিক সমিতির যৌথ আয়োজনে গতকাল শনিবার সকালে দরিরামপুর বাসস্ট্যান্ডে কম্বল বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ডা. মাহবুবর রহমান লিটন। ত্রিশাল মটরযান কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি আ. ন.ম ফারুকের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মাসুদ শিহাবের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন, পৌর বিএনপির সভাপতি আলেক চাঁন দেওয়ান, সাধারণ সম্পাদক মোশাররফ হোসেন মিলন।

রান্নার জন্য বাড়ির পাশে ডোবা থেকে কলমিশাক তুলছে একটি শিশু। দিগনগর, কানাইপুর, ফরিদপুর।

এক পরিবারের চার জনের ইসলাম ধর্ম গ্রহন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের এক পরিবারের চারজন জন্মগত কাদিয়ানী আহমদিয়াত ত্যাগ করে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে এসেছেন। ইসলামের ছায়াতলে আসা ব্যক্তিরা হলেন, মো: জাকির হোসেন বাবুল, ছেলে মো: আব্দুল্লাহ, বাবুলের স্ত্রী ও তার এক মেয়ে। তারা সবাই কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার মহিনন্দ ইউনিয়নের গালিমগাজী এলাকার বাসিন্দা। জানা যায়, কিশোরগঞ্জ জেলা সদরের মহিনন্দ ইউনিয়নের গালিমগাজী এলাকায় 'খতমে নবুওয়ত' এর দ্দ্বঙ্গ মাও.আবু সুফিয়ান, মাও সা আদ এর কাছে কালিমা পড়ে ইসলামের ছায়া তলে ফিরে আসেন তারা। এ সময় মহিনন্দ ইমাম ও উলামা ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও কাসেমুল উলুম জোবায়দা কওমী মাদরাসার মোহতামীম মাও নোমান আহমেদ, গালিমগাজী বাগে জান্নাত নূরানী হাফিজিয়া মাদরাসা ও এতিমখানার প্রধান শিক্ষক হাফেজ মো: নাদিম হোসাইন, হাফেজ আবু হোরায়রাসহ স্থানীয় উলামায়ে কেরামগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, কাদিয়ানিদের কেউ ইসলাম ধর্মে ফিরে এলে তাদের সাক্ষ্য নেয়া হয় এভাবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই,হযরত মুহাম্মাদ (স:) আল্লাহ তায়ালার বান্দা ও সর্বশ্রেষ্ট এবং সর্বদিক থেকে সর্বশেষ রাসুল। তার পরে নতুন করে অন্য কেউ নবী হিসাবে আসবেনা। আহমদিয়া মুসলিম জামাত তথা কাদিয়ানী মতবাদ একটি কুফুরী মতবাদ এবং মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী একজন মিথ্যুক নবুওয়ত দাবীদার। আমি স্ব-ইচ্ছায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত তথা কাদিয়ানী মতবাদকে কুফুরী ধর্ম জেনে কাদিয়ানী ধর্মকে পরিত্যাগ পরিলাম এবং ইসলাম কবুল করিলাম। তার সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নাই,তার সকল দাবীনামা অস্বীকার করিলাম।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রআন্দোলনের ফুটবল টুর্নামেন্ট

মহাদেবপুর, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর মহাদেবপুরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের উদ্যোগে আগষ্ট বিপ্লবে আত্মাহুতি দেয়া মহাদেবপুরের সন্তান শহীদ আস সবুর স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। উপজেলা সদরের কলেজ মাঠে এ উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব রবিউল আলম বুলেট প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এসময় উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, একাডেমিক সুপারভাইজার ফরিদুল ইসলাম, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোসলেম উদ্দিন, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ জাহিদুল ইসলাম, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা আমিনুল ইসলাম, বিএনপি নেতা শাহজাহান আলী, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মোজাফ্ফর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অতিথিদের বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি বলে শর্ট দিয়ে টুর্নামেন্টের প্রথম দিনের খেলা উদ্বোধন করেন। টুর্নামেন্টে মোট আটটি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী দিনে জয়পুরহাট জেলা দল বনাম মহাদেবপুর উপজেলা ফুটবল একাদশ দলের খেলা প্রথমে ২-২ গোলে ড্র হয়। পরে ট্রাইব্রেকারে জয়পুরহাট জেলা দল ৪-২ গোলে বিজয়ী হয়।

ভালুকায় মৎস্য খামারীরা খরচ বাচাতে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ

ভালুকা, ময়মনসিংহ প্রতিনিধি : ভালুকায় মাছের খাদ্য হিসাবে অধিকাংশ মৎস্য খামারগুলোতে ব্যবহার করছে মানবদেহের ক্ষতিকারক মুরগির বিষ্টা ও মরা মুরগির নাড়ি ভুড়ী। খামারীরা খরচ বাচাতে ফিস ফিডের বিকল্প হিসাবে এসব খাদ্য ব্যবহার করছেন। এতে নষ্ট হচ্ছে পরিবেশ। ছড়িয়ে পড়ছে নানা রোগবালাই। ভালুকায় মাছ চাষে ব্যাপক বিল্প ঘটিয়েছে। উৎপাদিত মাছ ভালুকার চাহিদা পুরন করে দেশে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি খামারীরা মাছ চাষে খরচ কমাতে ফিসফিড খাদ্য খাবার না দিয়ে ব্যবহার করছে মানবদেহের ক্ষতিকারক মুরগি বিষ্টা ও পল্টি খামারের মরা ও পচা মুরগি। উপজেলার বেশ কয়েকটি মৎস্য খামারে পাশে মাছের খাদ্য হিসাবে মরা মুরগি, নাড়ি ভুড়ী ও বিষ্ঠা উন্মুক্ত স্থানে প্রক্রিয়া করে পচানো হচ্ছে। ফলে দুর্গন্ধে পরিবেশের যেমন ক্ষতি হচ্ছে,তেমনি আশ-পাশের বাড়ী ঘরের মানুষ বসবাস করা কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসী জানান,মৎস্য খামারীরা মাছ চাষে খরচ কমাতে বিভিন্ন ফ্যাক্টরি থেকে মরা লেয়ার,বয়লার মুরগি ও মুরগি ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুরগির বিষ্টা নাড়ি ভুঁড়ি সংগ্রহ করে মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছে। এসব মাছ খেলে মানব দেহের যেমন ক্ষতিকর তেমনি বিভিন্ন রোগবালাই ও স্বাস্থ্য ঝুঁকির আশঙ্কা রয়েছে। মৎস্য আইন ২০২০ অনুযায়ী খামারে মুরগি ও তার বিষ্ঠার ব্যবহার শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আইন অমান্য করলে অন্তত দুই বছরের কারাদণ্ড ও অনাদায়ে ৮ লক্ষ টাকা জরিমানার বিধান রয়েছে। অথচ খামারিরা এসব খাদ্য ব্যবহার করে মাছ চাষ করছেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে একজন মৎস্য চাষী জানান,খাদ্যের দাম অনেক বেশি তাই বিকল্প খাবার হিসাবে মুরগির বিষ্ঠার সাথে পচা মুরগি খাওয়ালে অল্পতে মাছের গ্রোথ বেশি হয় এবং খরচ কম হয়। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা ভালুকা আঞ্চলিক শাখার সদস্য সচিব কামরুল হাসান পাঠান কামাল জানান, মৎস্য খামারে মরা মুরগী নাড়িভুড়ীর ও বিষ্ঠার ব্যবহার আইনত অপরাধ, এটির ব্যবহার রোধে খামারিদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

তুলা চাষ বৃদ্ধিতে দিক নির্দেশনা মূলক মতবিনিময়

কোট চাঁদপুর, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : তুলাচাষ বৃদ্ধির লক্ষে পার্বত্য চট্রগ্রামের ৩ জেলার চাষীদের উদ্বুদ্ধকরণের জন্য ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর সিলভী জিনিং ফ্যাক্টরীতে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্রগ্রাম তুলা চাষ বৃদ্ধি ও কৃষকদের দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্পের আওতায় এবং বাংলাদেশ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সহযোগীতায় এ মতবিনিময় সভায় রাঙ্গামাটি খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার প্রায় ২শত কৃষক কৃষাণীসহ এলাকার কৃষকরা অংশ নেয়। গতকাল শনিবার সকাল ১১টায় কোটচাঁদপুর সিলভী জিনিং ফ্যাক্টরী চত্বরে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলভী জিনিং ফ্যাক্টরীর কর্ণধার তবিবর রহমান। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের উপসচীব জসীম উদ্দীন। তুলা চাষ বৃদ্ধিতে দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা করেন, বান্দরবান তুলাউন্নয়ন বোর্ডের সিসিডিও আলমগীর হোসেন মৃধা, খাগড়াছড়ি সিসিডিও মোজ্জাফর হোসেন, যশোহর অঞ্চলের ডিডি কামরুল হাসান, বান্দরবান জোনের সিইউও অংক্যচিংবাক, বান্দরবান জোনের সিডিও নুম্যামং মার্মা, কোটচাঁদপুর কৃষি অফিসার জাহিদ হোসেন, উপজেলা ইউনিট অফিসার সুকান্ত মণ্ডল, সিলভী জিনিং ফ্যাক্টরী মালিক তবিবর রহমানের ছেলে আন-নূর তাইয়েব রহমান সাইফি, মেয়ে তাবায়সুম ফাউজিয়া ও কৃষাক কৃষাণীদের স্বার্থ তুলে ধরে আলোচনা করেন, রাঙ্গামাটির রিয়া চাকমা। আলোচনা শেষে তারা সিলভী জিনিং ফ্যাক্টরী ঘুরে দেখেন।

কিশোরগঞ্জে শিক্ষার্থীদের শীতবস্ত্র বিতরণ

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান সুফিয়া-মান্নান ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ও সুফিয়া-মান্নান গণগ্রন্থাগার এর আয়োজনে কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার বিন্নাটি ইউনিয়নের কামালিয়ারচর গ্রামে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। সমাজকর্মী মোঃ আব্দুল কাদিরের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধাণ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেসরকারি গ্রন্াগার সমিতি কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি মোঃ রুহুল আমিন। বক্তব্য রাখেন বিন্নাটি খোরশেদ উদ্দিন ভূঞা ইসলামিয়া দাখিল মাদ্রাসার সহ সুপার মাওলানা মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন, কিশোরগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাওলানা মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন, দিগন্ত ফিড মিলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর ওয়ারেন্ট অফিসার (অব.) মোঃ শফিকুল ইসলাম। সুফিয়া-মান্নান গণগ্রন্থাগার এর সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য মোঃ আল-মামুনের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্যে রাখেন সুফিয়া-মান্নান ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী সদস্য মোঃ মোবারক হেসেন সুমন। অন্যন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সুফিয়া-মান্নান আদর্শ নূরানি-হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা ও এতিমখানার পরিচালক হুমায়ুন কবির মিল্লাতি, আল-হালাল ফাউন্ডেশনের সভাপতি মোঃ আশিকুর তানভীর,নিকাহ ও তালাক রেজিস্ট্রার মোঃ ইলিয়াস প্রমুখ। বক্তারা সুফিয়া-মান্নান ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠান সমূহের ও বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং এদের সার্বিক উন্নয়ন ও সফলতা কামনা করেন। পরে আল-হালাল ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর পক্ষ থেকে এতিম ছাত্রদের জন্য শীতবস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করা হয়। সুফিয়া-মান্নান ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী সদস্য মোঃ মোবারক হেসেন সুমন জানান, ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সুফিয়া-মান্নান গণগ্রন্থাগার এর আয়োজনে কামালিয়ারচর গ্রামের এতিমখানার শতাধিক মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীতবস্ত্র হিসেবে মোটা গেঞ্জি বিতরণ করা হয়। এছাড়া আল-হালাল ফাউন্ডেশন, কিশোরগঞ্জ এর পক্ষ থেকে এতিম ছাত্রদের জন্য কিছু কম্বল বিতরণ করা হয়। এ সময় সুফিয়া-মান্নান ফাউন্ডেশন ও এর সহযোগিতায় পরিচালিত সংগঠন সমূহের দায়িত্বশীলগণ, শিক্ষক শিক্ষার্থী ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

আবারও শৈত্য প্রবাহ বিপর্যস্ত জনজীবন

চিলমারী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের চিলমারীতে আবারও শৈত্য প্রবাহ শুরু হওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে জনজীবন। গত ৩ দিন থেকে এ এলাকায় সূর্যের দেখা মেলেনি। উত্তরের হিমেল হাওয়া ও কনকনে শীতে কাহিল হয়ে পড়েছে নিম্ন আয়ের ছিন্নমুল মানুষ। শিশু ও বৃদ্ধরা শ্বাস কষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বিশেষ কাজ ছাড়া লোকজন ঘর হতে বাহির হচেছ না। গরম কাপড়ের অভাবে চরাঞ্চলের গরীব অসহায় লোকজনকে নিদারুন কষ্ট পোহাতে হচ্ছে। অনেকে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারনের চেষ্টা করছে। সর্দি, কাঁশি, শ্বাসকষ্ট জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪০ জন রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স–এ ভর্তি হয়েছে।

চাঁদপুরের চরাঞ্চল শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

চাঁদপুর প্রতিনিধি : মেঘনা পদ্মা নদী বেষ্টিত রাজরাজেশ্বর ইউনিয়নের দুস্থ ও অসহায় জেলে পরিবারসহ শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন চাঁদপুর জেলার জেলা প্রশাসক ও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। গত শুক্রবার সকালে তিনি এই শীতবস্ত্র বিতরণ করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক বলেন, একজন মানুষ, মানুষের জন্যই। মানব জীবনের সম্পূর্ণতা আর তৃপ্তির জন্য সমাজের অসহায়-পীড়িতদের জন্য কিছু করা দরকার। আমি, আপনি, সে এভাবেই এগিয়ে আসতে পারি সবাই। দাঁড়াতে পারি মানুষের পাশে। জেলা প্রশাসনের এমন মহতী কার্যক্রম চলমান থাকবে।

কাউখালীতে বেগুন চাষে সাফল্য অর্জন

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের কাউখালীতে বেগুন চাষে সাফল্য অর্জন করেছেন উপজেলার চিরাপারা পারসাতুরিয়া ইউনিয়নের বেকুটিয়া গ্রামের সফল কৃষি উদ্যোক্তা মোঃ আবুল বাশার। দীর্ঘদিন সৌদি আরব থেকে দেশে এসে কৃষির উপর গুরুত্ব দেন। সারা বছরই আবুল বাশার কৃষি কাজের উপর জড়িয়ে থাকেন। কৃষি কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে পেরে আবুল বাশার নিজেকে ধন্য মনে করেন। কৃষি উদ্যোক্তা আবুল বাশার কাউখালী উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সহায়তায় এসএসিপি প্রকল্পের আওতায় পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে বারি বেগুন ১২ চাষ করেন। বর্তমানে তার বেগুন খেতে প্রায় ৩০০ টি বেগুন গাছ রয়েছে। এক একটি বেগুনের ওজন এক থেকে দেড় কেজি। আবুল বাশার বলেন, বর্তমানে তিনি বেগুনের পাশাপাশি করলা, লাউ, ভূট্টসহ বিভিন্ন প্রকারের সবজির চাষ করেন। একটা ফসল উঠে যাবার পর আবার ওই জমিতে নতুন করে অন্য সবজি চাষ করেন কৃষি উদ্যোক্তা আবুল বাশার। এখন পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার টাকার বেগুন বিক্রি করেছেন। বর্তমানে তার বাগানের যে বেগুন আছে তাও প্রায় ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি করতে পারবেন বলে আমাদের জানান। তার স্ত্রী ও একটি ছেলে সন্তান রয়েছে। এক এক সময় বিভিন্ন প্রকারের তার উৎপাদিত সবজি বিক্রি করে তিনি তার পরিবার-পরিজন নিয়ে খুব ভালোভাবেই জীবন যাপন করছেন। অন্যের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজের কাজ নিজে করে নিজেকে গর্বিত মনে করেন আবুল বাশার। কৃষি উদ্যোক্তা আবুল বাশারের বেগুনের খেত দেখার জন্য প্রতিদিন লোকজন ভিড় করছেন তার বাগানে।

কারণ তার বাগানের বেগুন অন্যান্য জাতের বেগুনের চেয়ে আকারে বড় ও খেতে সুস্বাদু। কাউখালী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সোম রানী দাস বলেন, উপজেলার প্রত্যেকটি কৃষকদের আমরা কৃষি কাজের জন্য সকল প্রকার সহযোগিতা করে যাচ্ছি। প্রতিটি ব্লকে আমাদের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক কৃষকদের পাশে থেকে আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী সকল ধরনের সহযোগিতা করছে। উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মাইনুল হুদা রোমান বলেন, আমরা সার্বক্ষণিক কৃষকদের পাশে থাকি। কৃষি বাণিজ্যিক করনের জন্য যুগউপযোগী পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

যান্ত্রিক বিভিন্ন পরিবহনের ভিড়ে রমজান গায়েন এখনো মহিষের গাড়ি চালিয়ে সংসার চালান। পাককোলা, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া,

২ লক্ষাধিক টাকার বিদেশি সিগারেটসহ আটক ২

শ্রীমঙ্গল, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে অবৈধ পথে আসা ২ হাজার প্যাকেট বিদেশী সিগারেটসহ দুইজনকে আটক করা হয়েছে। আটককৃত ব্যক্তিরা হলেন কুলাউড়া উপজেলার ঢালিয়া গ্রামের শামিম আহমেদ (২৬) এবং আমুলী গ্রামের সুমন আহমেদ (৪০)। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত শুক্রবার বিকেলে কমলগঞ্জ উপজেলার কালেঙ্গা টু মুন্সিবাজার রোডে একটি প্রাইভেট কার তল্লাশি করে অবৈধ পথে আসা এ সিগারেটগুলো জব্দ করা হয়। জব্দকৃত সিগারেটের আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। কমলগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ সৈয়দ ইফতেখার হোসেন জানান, কমলগঞ্জ থানার বিশেষ অভিযানে শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা বিদেশি ওঅরিস্থ ব্র্যান্ডের ২ হাজার প্যাকেটে মোট ৪০ হাজার শলাকা সিগারেট এবং টয়োটা ব্র্যান্ডের একটি প্রাইভেট কার জব্দ করা হয়েছে। এঘটনায় আটককৃত দুই জনের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্ষমতা আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

গফরগাঁওয়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের ফাইনাল অনুষ্ঠিত

গফরগাঁও, ময়মনসিংহ প্রতিনধি : ক্রীড়াই শক্তি, ক্রীড়াই বল, মাদক ছেড়ে মাঠে চলচ এই স্লোগানকে সামনে রেখে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট প্রতিযোগিতার দুইটি ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত শুক্রবার রাতে উপজেলার আমাটিয়া মাঠে ও চরশাঁখচূড়া আব্দুল হাফেজ দাখিল মাদ্রাসা চত্বরে পাঁচবাগ ইউনিয়ন ছাত্রদলের আয়োজনে এ দুইটি টুর্ণামেন্টের আয়োজন করা হয়। এতে অধ্যাপক জাকারিয়া শরীফের উদ্বোধনে পর প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম- আহ্বায়ক এ্যাডঃ আল ফাত্তাহ্ খান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির নেতা ফজলুল হক মেম্বার, নজরুল ইসলাম খান, উজ্জ্বল, আরিফুল ইসলাম সজীব, মানিক মেম্বার, সবুজ, যুবদল নেতা খলিল খান, আলাউদ্দিন ধনু, ইয়াহিয়া খান, আল-আমিন, স্বেচ্ছাসেবকদল নেতা সাদ্দাম হোসেন, ছাত্রদল নেতা আরিয়ান মাহমুদ জীবন, মোঃ আবির, মিজানুর রহমান, আশিকুর রহমান, রাজন আহমেদ রাজ, আজিত ও সাত্তারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অর্ধেক ফসলি জমি আক্রান্ত, ২০ নদীর পানিতে বেড়েছে লবণাক্ততা

বরিশাল প্রতিবেদক : জলবায়ু পরিবর্তন ও জোয়ার ভাটা হ্রাস পাওয়ায় বরিশালের নদীর পানিতে বৃদ্ধি পেয়েছে লবণাক্ততা। ১০ বছর আগে চারটি নদী লবণাক্ত থাকলেও এ পরিস্থিতি এখন বিভাগের ২০ নদীতে। এতে ৮ লাখ ২ হাজার হেক্টর জমির মধ্যে ৫২ ভাগ ফসলি জমি আক্রান্ত হয়েছে লবণাক্ততায়। যেকারণে ফসল উৎপাদন অর্ধেকে নেমে যাওয়ার শঙ্কা বিরাজ করছে চাষীদের মাঝে। বরিশাল মৃত্তিকা ইন্সটিটিউটের গবেষণায় উঠে এসেছে এ ভয়াবহ চিত্র। সূত্রমতে, সেচের জন্য নদীর পানিতে শূন্য দশমিক ৭ ডিএস প্রো মিটার ও মাটিতে ২ ডিএস নিচে লবণাক্ততা সহনীয়। তবে পানিতে ১৫ থেকে ২০ ডিএস পার মিটার ও মাটিতে ২৫ ডিএস পার মিটার লবণাক্ততা পাওয়া গেছে। ইন্সটিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা একীম মামুন বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে লবণ পানি ঢুকে যাচ্ছে। কীর্তনখোলা নদীতে লবণাক্ততা থাকার কথা না থাকলেও সেখানে ২০২১ সালে ক্ষতিকর মাত্রার চেয়েও লবণাক্ততা চলে এসেছে। পটুয়াখালী মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইন্সটিটিউটের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কাজী আমিনুল ইসলাম বলেন, লবণাক্ততা সহিষ্ণু যে জাতগুলো আছে এখন থেকে সেগুলো চাষ করতে হবে। কিছু আছে মুগডাল, সূর্যমুখী বা ভুট্টা এগুলো চাষ করতে হবে। আর এরপরেও যদি ১০ বা ১২ ক্রস করে তাহলে আমাদের জমিগুলো ফসল চাষের অনুপযোগী হয়ে যায়। তিনি আরও বলেন, ১০ বছর আগে আন্ধারমানিক, বিষখালীসহ চারটি নদীতে শুকনো মৌসুমে লবনাক্ততা পাওয়া যায়।

সুন্দরগঞ্জে ৫৫ দিনে এক কেজি ধানও সংগ্রহ হয়নি

সুন্দরগঞ্জ, গাইবান্ধা প্রতিনিধি : গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় চলতি আমন মৌসুমে ধান ও চাল সংগ্রহের জন্য সরকারি বরাদ্দ মিললেও দীর্ঘ ৩ মাসেও এক কেজি ধানও সংগ্রহ হয়নি। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তর সুত্রে জানা গেছে, সরকারি ভাবে সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের জন্য উপজেলার সুন্দরগঞ্জ ও বামনডাঙ্গা খাদ্য গুদামে চাল সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় ১ হাজার ২৩ মেট্রিক টন এবং ধানের লক্ষা মাত্রা ১ হাজার ৮৮৯ মেট্রিক টন। গতকাল শনিবার পর্যন্ত চাল সংগ্রহ হয়েছে ২৭০ মেট্রিক টন হলেও এক কেজি ধানও সংগ্রহ হয়নি। অটো রাইস মিল চালু, খোলা বাজারের চেয়ে সরকারি রেট কম এবং হাসকিং চাতাল ব্যবসা বন্ধসহ নানাবিধ অনিয়মের কারনে ধান ও চাল সংগ্রহ অভিযান ঝুলে গেছে দাবি করেন উপজেলা চাতাল মালিক সমিতির সভাপতি শাহাদৎ হোসেন আনন্দ। তার ভাষ্য সরকারি ভাবে অটো রাইস মিল মালিকদের বরাদ্দ দিচ্ছে। তিনি বলেন বর্তমান খোলা বাজারের প্রতিকেজি ধান ৩৭ হতে ৩৫ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। অথচ সরকারি রেট ৩৩ টাকা। সাধারন কষক, খুচরা ব্যবসায়ী এবং চাতাল মালিকগণ লোকসান করে খাদ্য গুদামে ধান দিবে না। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক হাবিবুর রহমান জানান, সরকার কৃষকদের মাধ্যমে ধান নেয়র কথা বললেও কৃষকরা যথা নিয়মে খাদ্য গুদামে ধান দিতে পারেন না। সে কারনে অটো মিলের মাধ্যমে চাল ও ধান সংগ্রহ করতে হচ্ছে। উপজেলার ১২০টি চাল কল বা চাতালের মধ্যে এখন ৮০টি বন্ধ রয়েছে।

কালীগঞ্জে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার আল মাদরাসাতুল আরাবিয়া হযরত আলী (রা:) মাদ্রাসায় ২০০ শিক্ষার্থীর মাঝে শীত বস্ত্র (কম্বল) বিতরণ করেছে সদর উদ্দিন বিশ্বাস ফাউন্ডেশন। মাদ্রাটির মাঠে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

পাহাড়ি গ্রামগুলো থেকে কলা সংগ্রহের পর বিক্রির জন্য সেগুলো নৌপথে রাঙামাটি শহরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। শশী দেওয়ানপাড়া, রাঙামাটি।

এবার আফগানিস্তানকে বয়কটের আহ্বান প্রোটিয়া ক্রীড়ামন্ত্রীর

স্পোর্টস ডেস্ক : কয়েকদিন আগে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডকে (ইসিবি) চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিলেন ১৬০ জন ব্রিটিশ রাজনীতিক। এবার তাদের অনুসরণে নারী ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করে রাখা আফগানিস্তানের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশগ্রহণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়ামন্ত্রী গাইটন ম্যাকেঞ্জি। ম্যাকেঞ্জি বলেছেন, নারী ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করে শুধু পুরুষ ক্রিকেট দলকে আইসিসি ইভেন্টে খেলতে দেওয়া ভণ্ডামি ও অনৈতিক। এটা সবার জানা যে, ২০২১ সালে পুনরায় আফগানিস্তানের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে নারী ক্রিকেটকে নিষিদ্ধ করে রাখে তালেবান। আফগান সরকারের এই সিদ্ধান্তকে নারীদের প্রতি বৈষম্য বলে অভিযোগ করে আসছিল বেশ কিছু দেশ। তারই ধারাবাহিকতায় ম্যাকেঞ্জির এই মন্তব্য। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রীড়া, শিল্প ও সংস্কৃতি ম্যাকেঞ্জি এক বিবৃতিতে বলেন, 'যদি এটা আমার সিদ্ধান্ত হতো, তাহলে অবশ্যই তা (আফগানিস্তানের খেলা) ঘটতো না। আজ যখন বিশ্বের সব জায়গায় নারীদের প্রতি একই আচরণ (সমান অধিকার দেওয়া) করা হচ্ছে সেখানে অন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া ভণ্ডামি ও অনৈতিক হবে।' ম্যাকেঞ্জি নিজের অবস্থান জানিয়েছেন মূলত ব্রিটিশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী প্যাটার হেইনের পাঠানো চিঠির প্রেক্ষিতে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকাকে (সিএসএ) পাঠানো প্যাটারের সেই চিঠিতে নারী ক্রিকেট নিষিদ্ধ করার প্রতিবাদ জানাতে বলা হয় দক্ষিণ আফ্রিকাকে। এতে অবশ্য সাড়া দেয়নি সিএসএ। দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডও অবস্থান নিয়েছে ইসিবির মতোই।

উড়ন্ত বছর শুরু করলো রোনালদো

স্পোর্টস ডেস্ক : নতুন বছরের শুরুটা দারুণই হয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর। বছরের প্রথম ম্যাচে আল নাসরের জয়ে অবদান রাখতে পেরেছেন পর্তুগিজ সুপারস্টার। ২০২৫ সালের উদ্বোধনী ম্যাচে আল উখদুদকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগের ম্যাচটিতে রোনালদোদের দলের হয়ে জোড়া গোল করেছেন সাদিও মানে। গত বৃহস্পতিবার রাতে আল নাসরের ঘরের মাঠ আল আওয়াল পার্কে প্রথমে গোল করে আল উখদুদ। ম্যাচের ৫ মিনিটে স্বাগতিক দলের জালে বল ফেলেন উখদুদের স্যাভিয়ার গডউইন। ম্যাচে ফিরতে বেশি দেরি করেনি আল নাসর। ২৯ মিনিটে সেনেগাল ফরোয়ার্ড সাদিও মানের গোলে ১-১ সমতায় ফেরে স্বাগতিকরা। ৪২ মিনিটে আল নাসরকে লিড (২-১) এনে দেন রোনালদো। পর্তুগিজ তারকা গোলটি করেন পেনাল্টি থেকে। ৮৮ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করেন মানে। এতে ৩-১ তে এগিয়ে যায় আল নাসর। গত বৃহস্পতিবারের আগে আল নাসরের সর্বশেষ ম্যাচটি ছিল গেল বছরের ৬ ডিসেম্বর। ওই ম্যাচে আল ইত্তিহাদের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল রোনালদোরা। এক মাসের বেশি সময় বিরতির পর রাজার বেশে ফুটবলের মাঠে ফিরলো আল নাসর। চলতি মৌসুমের ১১তম গোল করলেন দলের প্রাণভোমরা রোনালদো। দুর্দান্ত জয়ে সৌদি প্রো লিগের টেবিলের তৃতীয়স্থানে উঠে গেছে আল নাসর। ১৪ ম্যাচে নজদের রাইডদের পয়েন্ট ২৮। ১৩ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের নেতৃত্ব দিচ্ছে আল ইত্তিহাদ। তাদের সমান ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে আল হিলাল।

সুপারকোপার ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল-বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : বছরের শুরুতেই ফুটবলভক্তদের জন্য সুখবর। স্প্যানিশ সুপারকোপার ফাইনালে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে ক্লাব ফুটবলের দুই পরাশক্তি দল বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদ। বিশ্বব্যাপী এই দুই দলের লড়াই এল ক্লাসিকো নামেই ব্যাপক পরিচিত। ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগামীকাল রোববার রাত ১টায়। গত বৃহস্পতিবার সুপারকোপার সেমিফাইনালে মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে হারিয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে ফাইনালে উঠেছে রিয়াল। আগের গত বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে অ্যাথলেটিক বিলবাওকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়ে সেরা দুইয়ে জায়গা করে নিয়েছিল বার্সা। ভক্তরা আগে থেকেই প্রার্থনা করে আসছিলেন গতকালের ম্যাচে যেন রিয়াল জিতে যায়। কেননা রিয়াল জিতলেই নতুন বছরের প্রথম বড় কোনো শিরোপা জেতার লড়াইয়ে জমজমাট ম্যাচ দেখতে পারবেন তারা। শক্তিমত্তা বিবেচনায় রিয়ালেরই জয় পাওয়ার কথা। সমর্থকদের প্রার্থনার কারণেই বোধহয় এতটা সহজ জয় পেয়েছে লস ব্লাঙ্কসরা। এখন পর্যন্ত স্প্যানিশ সুপারকোপায় সর্বোচ্চ ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বার্সা। আর রিয়াল নিজেদের ঘরে শিরোপা তুলেছে মোট ১৩ বার। এবার বার্সার রেকর্ড ছোঁয়ার লক্ষ্য নিয়ে সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টস সিটিতে যাচ্ছে কার্লো আনচেলত্তির দল। গত বৃহস্পতিবার জেদ্দার কিং আব্দুল্লাহ সিটি স্পোর্টস স্টেডিয়ামে ৬৩ মিনিট পর্যন্ত রিয়ালকে গোল করতে দেয়নি মার্য়োকা। এরপর রক্ষণ টিকিয়ে রাখতে পারেনি তারা। রিয়ালের অচলাস্থা ভাঙেন জুড বেলিংহ্যাম। এতে ১-০ তে এগিয়ে যায় রিয়াল। ৯২ মিনিটে আত্মঘাতী গোল করে মায়োর্কা। মায়োর্কার স্লোভাকিয়ান ডিফেন্ডার ভুল করে নিজেদের জালে বল জড়িয়ে দেন। ৩ মিনিট (৯৫ মিনিটে) রিয়ালের হয়ে তৃতীয় গোল করেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড রদ্রিগো। এতে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩-০। কিলিয়ান এমবাপে লক্ষ্যে কয়েকবার শট নিয়েছিলেন। তবে ফরাসি বিশ্বকাপজয়ী শট গুলো রুখে দিয়েছেন স্লোভাকিয়ান গোলরক্ষক ডমিনিক গ্রিফ।

ফ্লোরিডায় প্রথম ম্যাচ খেলতে দলে যোগ দিলেন মেসি

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রায় দুই মাস আগে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলেছে ইন্টার মায়ামি। লম্বা সময়ের বিরতিতে আছেন লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজরা। বছর শেষের এই ছুটি পরিবার নিয়ে জন্মভূমি রোজারিওতে কাটিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। এমনকি শৈশবের বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে মেসি যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব অনার'-ও নিতে যাননি। এবার বছরের প্রথম ম্যাচ খেলতে মায়ামির স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন তিনি। নতুন কোচের অধীনেই বছর শুরু করতে যাচ্ছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। নভেম্বরের শেষদিকে ইন্টার মায়ামির কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন মেসির সাবেক সতীর্থ ও আলবিসেলেস্তে ডিফেন্ডার হ্যাভিয়ের মাশ্চেরানো। ফলে দুজনের সম্পর্কও এখন গুরু-শিষ্যে রূপ নিতে যাচ্ছে। বার্সেলোনায় দীর্ঘদিনের সতীর্থ মাশ্চেরানোর অধীনে মেসিসুয়ারেজ, জর্দি আলবা ও সার্জিও বুসকেটসরা প্রথম ম্যাচ খেলবে আগামী ১৯ জানুয়ারি। ইতোমধ্যে সেই ম্যাচের আগে মায়ামির স্কোয়াডে যুক্ত হয়েছেন মেসিরা। তারা বছর শুরু করবেন প্রাক-মৌসুম সূচিতে থাকা প্রীতি ম্যাচ দিয়ে। ক্লাব আমেরিকার সঙ্গে মায়ামির ম্যাচটি হবে মাশ্চেরানোর প্রথম কোনো সিনিয়র দলকে কোচিংয়ের অভিজ্ঞতা। তার অধীনে এর আগে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ্ব-২৩ দল সর্বশেষ প্যারিস অলিম্পিকে খেলেছিল। সেখানে মাশ্চেরানো মেসিকে খেলানোর ইচ্ছাপ্রকাশ করলেও, ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক নিজেকে সরিয়ে নেন। মেসিরা এখনই যোগ দিলেও, মাশ্চেরানো মায়ামির কোচিং শুরু করবেন আগামী সোমবার। ফুটবলারদের ক্যাম্পে যোগ দেওয়ার বিষয়টি তাদের ছবি দিয়ে জানান দিয়েছে আমেরিকান মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটি। আসন্ন ম্যাচকে তারা 'সেলেব্রেশন ম্যাচ' নাম দিয়েছে। মেক্সিকান ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ার্ল্ড এলেভেনের ৩০তম বর্ষপূর্তি হিসেবে খেলবে মায়ামি ও ক্লাব আমেরিকা। এদিকে, সম্প্রতি তাৎক্ষণিক ঘোষণার পর লিওনেল মেসিসহ মোট ১৯ জনকে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রাখায় 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব অনার'-এর জন্য মনোনীত করেন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্যবিদায়ী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। গত শনিবার মেসি বাদে বাকিদের হাতে মর্যাদাপূর্ণ ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। স্কাই ইতালিয়ার বিখ্যাত ফুটবল সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো জানিয়েছেন, মেসি ব্যস্ত শৈশবের বন্ধুদের নিয়ে। যে ক্লাব থেকে নিজের ফুটবল ক্যারিয়ার শুরু হয়েছিল, চলতি উইকেন্ড সেখানেই পার করেছেন মেসি। 'যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক উন্নয়ন, মূল্যবোধ ও নিরাপত্তায় অবদান; বিশ্বশান্তি অথবা সামাজিক, জনপরিসর কিংবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে অবদান' রাখায় দেওয়া হয় এই পুরস্কার। লিওনেল মেসি সেই পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত হন বর্ণাঢ্য ফুটবল ক্যারিয়ারের বাইরে গিয়ে 'লিও মেসি ফাউন্ডেশন'এর মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাখাতে কাজ করার জন্য। একইসঙ্গে তিনি আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফের শুভেচ্ছাদূত হিসেবে কাজ করছেন। প্রথম কোনো পুরুষ ফুটবলার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের 'প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অব অনার'-এর মর্যাদা পেলেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। তবে ফুটবলার হিসেবে তিনি দ্বিতীয়, এর আগে ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কিংবদন্তি নারী ফুটবলার মেগান রাপিনো প্রথম ওই পুরস্কার পান।

স্বাস্থ্য

ফুলকপি খেলে পাওয়া যাবে যে ১০টি উপকার

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতের সবজি ফুলকপির দাপট এখন বাজারে। উপকারী এই সবজি দিয়ে রান্না করে ফেলা যায় মজার সব পদ। ফুলকপিতে আছে প্রচুর খাদ্য আঁশ। থায়ামিন, রাইবোফ্লাবিন, নায়াসিন, ম্যাগনেশিয়াম, ফসফরাসেরও ভালো উৎস এই সবজি। ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। জেনে নিন নিয়মিত ফুলকপি খাওয়ার কিছু উপকারিতা সম্পর্কে। ১.ফুলকপির অনেক পুষ্টি উপাদান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে। এগুলো ক্যানসারের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে। বিশেষ করে ফুলকপিতে আয়োডিন-৩-কারবিনল নামক যৌগ থাকে। গবেষণা বলছে, ক্যানসারের কোষের বৃদ্ধি ও টিউমার গঠনে বাধা দেয় উপাদানটি। ফুলকপিতে গ্লুকোসিনোলেটস নামে পদার্থের একটি গ্রুপ রয়েছে। এটি হজম করার সাথে সাথে পদার্থগুলো ভেঙে যায় যা ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে। এরা কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। ২.ফুলকপির বি, সি ও কে ভিটামিন আমাদের সর্দি, হাঁচিকাশি, জ্বর জ্বর ভাব, নাক দিয়ে পানি পড়া সমস্যা দূর করে। ৩.অকালে দাঁত লালচে হয়ে যাওয়া, দাঁতের মাড়ি দুর্বল হওয়া থেকে বাঁচায় ফুলকপি। এ ছাড়া ফুলকপিতে রয়েছে দাঁত ও মাড়ির উপকারী ক্যালসিয়াম ও ফ্লোরাইড। ৪.ফুলকপি চোখের জন্য খুবই উপকারী। এতে থাকা সালফোরাফেন চোখের রেটিনা ও অন্যান্য কোষ সতেজ রাখে। চোখে ছানি পড়া, অন্ধত্বসহ চোখের রোগ থেকে দূরে থাকতে পারবেন নিয়মিত ফুলকপি খেলে। ৫.ফুলকপিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, যা হজমের স্বাস্থ্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়ক ফাইবার। এছাড়া বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকিও কমাতে পারে উপাদানটি। ৬.ফুলকপিতে রয়েছে উচ্চমাত্রায় আয়রন; যা রক্ত তৈরি, গর্ভবতী মায়ের স্বাস্থ্য, বাড়ন্ত শিশু ও অতিরিক্ত পরিশ্রমী মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। ৭.ফুলকপিতে থাকা সালফোরাফেন কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে। এটি ধমনীতে চর্বি জমা প্রতিরোধ করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এই উপাদান। ফুলকপিতে থাকা ফাইবার কোলেস্টেরল কমাতে ভূমিকা রাখে। ৮.ফুলকপি কোলিনের একটি ভালো উৎস। এই পুষ্টি উপাদান শরীরের অনেক প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে কাজ করে।

দেশে যেভাবে ছড়াচ্ছে রিও ভাইরাস

স্বাস্থ্য ডেস্ক : দেশে নতুন করে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে রিও ভাইরাস। এরই মধ্যে ৫ জনের দেহে রিও ভাইরাস পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রক্তাক্ত রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। তারা আরও জানিয়েছেন, সংক্রমিতদের কারও অবস্থাই গুরুতর ছিল না, সবাই সুস্থ হয়ে বাড়ি গেছেন। আইইডিসিআর সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি নিপাহ ভাইরাসের উপসর্গ নিয়ে আসা ৪৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। পরীক্ষায় রিও ভাইরাসে আক্রান্ত নিশ্চিত হয়। এরপর থেকে মিডিয়ায় রিও ভাইরাস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হচ্ছে। রিও ভাইরাস একটি আরএনএ ভাইরাস। রিও ভাইরাস রিও-ভাইরিডি গ্রুপের ভাইরাস। এই ভাইরাস গোত্রের মধ্যে পরিচিত একটি ভাইরাস হলো রোটা ভাইরাস। একে আমরা সবাই চিনি। রোটা ভাইরাস শিশুদের ডায়রিয়ার অন্যতম কারণ। রোটা ভাইরাসের মতোই একটি ভাইরাস হলো রিও ভাইরাস। রিও ভাইরাসে সাধারণত শিশুরাই বেশি আক্রান্ত হয়। এছাড়া বয়স্করাও আক্রান্ত হতে পারেন। **কীভাবে ছড়ায় এই ভাইরাস?** রিও ভাইরাস কীভাবে ছড়ায় তা নিয়ে সঠিক কারণ এখনো সেভাবে জানা যায়নি। তবে চিকিৎসকরা ধারণা করছেন, রিও ভাইরাস আক্রান্ত কোনো শিশুর মল পানি বা অন্য কোনো মাধ্যমে অন্য শিশুর মুখে গেলে এ ভাইরাসের সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া যেহেতু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে সর্দি-কাশি থাকে তাই অনেকে মনে করেন হাঁচি-কাশির মাধ্যমে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে।

সংক্রমিতদের শরীরে কী কী লক্ষণ দেখা দেয়?
এই ভাইরাসে আক্রান্ত হলে যে লক্ষণগুলো হয় তা অন্যান্য ভাইরাসের মতোই অনেকটা। এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে জ্বর, সর্দি-কাশি, গলা ব্যথা, মাথাব্যথা, শরীর ব্যথা, অবসাদগ্রস্থতা হতে পারে। একই সঙ্গে দেখা দিতে পারে ডায়রিয়া। শিশুদের জ্বরের সঙ্গে পুরো শরীরে দেখা দিতে পারে ফুঁসকুড়ি। সাধারণত ভাইরাস জ্বরের মতই ৫-৭ দিন পর আক্রান্ত ব্যক্তি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায়। **চিকিৎসা কী?** এই রোগের নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। তবে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসাসেবা দেন চিকিৎসকরা। রোগীর জ্বর থাকলে প্যারাসিটামল দিতে হয়। সর্দি-কাশির জন্য মন্টিলুকাস্ট অথবা ফেক্সোফেনাডিন বা রুপাটিডিন জাতীয় ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। ডায়রিয়া থাকলে শিশুকে ওরাল স্যালাইন খাওয়াতে হয়। শরীর ব্যথা থাকলে প্যারাসিটামল কাজ করে। **কতটা ভয়াবহ রিও ভাইরাস?** রিও ভাইরাস কিন্তু এতোটাও ভয়াবহ নয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ ভাইরাসে আক্রান্ত হলে নিউমোনিয়া দেখা দিতে পারে। ১৯৫৪ সালে প্রথম এ ভাইরাসে আক্রান্তের পর থেকে এতদিন পর্যন্ত যত ব্যক্তি আক্রান্ত হয়েছেন তাদের খুব কমই মারাত্মক নিউমোনিয়া হয়েছে। খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মস্তিষ্কের প্রদাহ এটাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এনকেফেলাইটিস বলা হয় ও মস্তিষ্কের পর্দার প্রদাহ যেটাকে মেনিনজাইটিস বলা হয় তা হতে পারে। তবে তা খুবই কম।

ঠান্ডায় নাক বন্ধ হলে যা করনীয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতে ছোট-বড় সবাই কমবেশি ঠান্ডার সমস্যায় ভোগেন। এ সময়ের ঠান্ডা আবহাওয়া ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ায় সর্দি-কাশিতে ভোগেন অনেকেই। শীত আসতেই সাইনোসাইটিস কিংবা অ্যালার্জির সমস্যাও বেড়ে যায়। এর ফলে সর্দিতে নাক বন্ধভাব হয়। যা খুবই বিরক্তিকর ও যন্ত্রণাদায়ক। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালীন অ্যালার্জি থেকে নাক দিয়ে পানি পড়া, গলায় খুসখুসে ভাব, চোখে লাল ভাব, কাশি এগুলো খুব সাধারণ বিষয়। একই সঙ্গে নাক বন্ধ হওয়াটাও স্বাভাবিক। নাক বন্ধের সমস্যা আসলে শরীরের প্রদাহের সঙ্গে জড়িত। অনুনাসিক গহ্বরের একটি আস্তরণ যখন অতিরিক্ত প্রদাহের মাধ্যমে নাসারন্ধ্রতে সমস্যা সৃষ্টি করে, তখনই বায়ু চলাচলের প্যাসেজগুলো সরু হয়ে গিয়ে বায়ুপ্রবাহকে সংকুচিত করে। ফলে নাক দিয়ে শ্বাস নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এমন ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন নাকবন্ধ থাকতে পারে। কোনো গন্ধ পাওয়া যায় না। এতে নাকের ভেতরের জ্বলীয়ভাব ক্রমশ স্ফীত হতে থাকে, ফলে সর্দি ও কফ যুক্ত কাশির সৃষ্টি হতে পারে।

যেভাবে কমানো যায় ঘাড় ও পিঠ ব্যথা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতকালে ঘাড় ও পিঠ ব্যথার সমস্যায় অনেকেই ভোগেন। আবার কর্মব্যস্ত জীবনে একটানা কাজ করতে গিয়েও এমন কমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হন অনেকে। এ সমস্যা থেকে চটজলদি মুক্তি পেতে চাইলে ৫টি উপায় মেনে চলতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘাড় ও পিঠ ব্যথার সমস্যায় যেন পড়তে না হয় সে কারণে কিছু বিষয় মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন, একভাবে ৩০ মিনিটের বেশিক্ষণ বসে থাকা ঠিক নয়। টেবিলের ওপর ঝুঁকে কাজ করার অভ্যাসে ঘাড় ও পিঠ ব্যথা হতে পারে। তাই এ অভ্যাস থাকলে এখনই তা এড়িয়ে চলুন। বিশেষজ্ঞরা আরও বলছেন, দুই হাতে একই ওজনের বস্তা টানুন। এক হাতে বেশি এক হাতে কম ওজন টানলে শরীরের ভারসাম্য নষ্ট হয়। যা ঘাড় ও পিঠ ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। ঘাড় ও পিঠ ব্যথা থেকে বাঁচতে নিয়মিত ব্যায়াম করুন। শক্ত বিছানায় ঘুমাতে চেষ্টা করুন। এসব সাবধানতা মেনে চলার পরও যদি ঘাড় ও পিঠ ব্যথা শুরু হয় তবে দ্রুত এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ৫টি উপায় মেনে চলুন। এগুলো হলো- ১। ঘাড় ও পিঠব্যথা শুরু হলেই প্রথমে মেরুদণ্ড সোজা করে বসে পড়ুন। ২। গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে চাপ দিয়ে পানি ঝড়িয়ে সেই ভেজা হালকা গরম তোয়ালে ঘাড় ও পিঠ ব্যথা স্থানে সেঁক দিন। ৩। সরিষা তেলে রসুন ও কালোজিরা দিয়ে চুলায় গরম করে নিন। কুসুম গরম থাকতেই সে তেল দিয়ে ঘাড় ও পিঠ ব্যথা স্থানে মালিশ করুন। ৪। এরপর পেশীগুলোতে রক্ত চলাচলের জন্য ১ মিনিটের মতো হালকা ব্যায়াম করুন।

যে কারণে শীতকালে বাড়ে মাথাব্যথা

স্বাস্থ্য ডেস্ক : শীতের ঠান্ডা আবহাওয়ায় অনেকেই বাইরে বের হলে মাথাব্যথায় ভোগেন। অবশেষে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অনেকেই মাথাব্যথার ওষুধ গ্রহণ করেন। আসলে শীতে মাথাব্যথা বাড়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ আছে, যা শরীরের শারীরিক ও পরিবেশগত পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত। **শীতে মাথাব্যথার প্রধান কারণ কী? সাইনাসের সমস্যা** শীতে ঠান্ডা বাতাস ও সর্দি-কাশির কারণে সাইনাসে প্রদাহ বা সংক্রমণ হতে পারে, যা সাইনোসাইটিস নামক রোগের সৃষ্টি করে। সাইনাসের মধ্যে মিউকাস জমে গিয়ে চাপ সৃষ্টি হলে এটি মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। এই ব্যথা সাধারণত মুখের চারপাশে, চোখের নীচে বা মাথার উপরের দিকে অনুভূত হয়। (তথ্যসূত্রঃ আমেরিকান একাডেমি অব অটোলারিঙ্গোলোজি- হেড অ্যান্ড নেক সার্জন) **ডিহাইড্রেশন** শীতে অনেকেই পর্যাপ্ত পানি পান করতে পারে না। ফলে শরীরে দেখা দিতে পারে পানির ঘাটতি। তবে শীতকালে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর থেকে পানি বেরিয়ে যায় ও পর্যাপ্ত পানি পান না করলে ডিহাইড্রেশন হতে পারে। যা মাথাব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। (তথ্যসূত্রঃ ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিস) **রক্তনালি সংকোচন** ঠান্ডা আবহাওয়ায় শরীরের রক্তনালিগুলো সংকুচিত হয়ে যায় (ভ্যাসোকন্সট্রিকশন), যা রক্ত সঞ্চালন কমিয়ে দেয়। এর ফলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহ কমে যেতে পারে ও মাথাব্যথা সৃষ্টি হতে পারে। (তথ্যসূত্রঃ মায়ো ক্লিনিক) **টেনশন ও স্ট্রেস** শীতকালে সূর্যের আলো কম পাওয়ার কারণে শরীরে ভিটামিন ডি'র ঘাটতি হতে পারে, যা মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলতে পারে।
এর থেকেই হয় টেনশন হেডেক। ফলে প্রায়শই মাথাব্যথার সমস্যা হতে পারে। (তথ্যসূত্রঃ হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুল) **নাক বন্ধ হওয়া** ান্ডার কারণে শ্বাসনালি বা নাসাল কনজেশন ঘটতে পারে। ফলে অক্সিজেনের প্রবাহ কমে যায় ও মাথাব্যথা হয়। সাধারণত শীতের সময় সর্দি বা ইনফেকশনের কারণে শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে যায়, যা মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। (তথ্যসূত্রঃ ওয়েবএমডি)
হরমোনের পরিবর্তন শীতে শরীরের অভ্যন্তরীণ হরমোনের পরিবর্তন হতে পারে, বিশেষ করে সেরোটোনিনের মাত্রা কমে যেতে পারে। ফলে মাথাব্যথার সৃষ্টি হয়। কারণ সেরোটোনিন মস্তিষ্কের একটি প্রাকৃতিক ব্যথা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। (তথ্যসূত্রঃ ন্যাশনাল হেডেক ফাউন্ডেশন) **শীতে মাথাব্যথা প্রতিকারের উপায় কী?** >> শরীরের ডিহাইড্রেশন কমাতে পর্যাপ্ত পানি পান করুন।

করোনার মতোই বিপজ্জনক এই এইচএমপিভি

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কোভিড-১৯ বা করোনাভাইরাসও ছড়াতে শুরু করেছিল চিন থেকে। এবার এইচএমপি ভাইরাসের একটি প্রজাতির সংক্রমণ ছড়াতে শুরু করেছে চিনে। ছড়িয়ে পড়া নতুন ভাইরাসকে কোভিড-১৯ এর মতোই বিপজ্জনক বলে মনে করা হচ্ছে। যদিও দুটি ভাইরাসই বিভিন্ন ভাইরাল পরিবারের অন্তর্গত। তাই তাদের মধ্যে অনেকও মিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। যার কারণে হিউম্যান মেটানিউমোভাইরাস বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হচ্ছে। চিকিৎসকরা বলছেন, করোনার সঙ্গে এইচএমপি ভাইরাসের বেশ কিছু মিল আছে। করোনা সংক্রমণ মূলত ছড়ায় আপার রেসপিরেটরি ট্রিয়াকে অর্থাৎ শ্বাসনালিতে। এইচএমপি ভাইরাসের সংক্রমণও ছড়াচ্ছে সেখানেই। করোনা ভাইরাসের উপসর্গ ছিল জ্বর। নতুন ভাইরাসের সংক্রমণেও জ্বর আসছে। তবে করোনার ক্ষেত্রে আক্রান্তদের স্বাদ-গন্ধ চলে যেত। এক্ষেত্রে তেমন কোনো উপসর্গ দেখা যায়নি বলেই জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। করোনা ভাইরাস হাঁচি, কাশির মাধ্যমে ছড়ায়। চিকিৎসকরা বলছেন, এইচএমপি ভাইরাসও হাঁচি-কাশির মাধ্যমে ছড়াতে পারে। অন্য রোগে আক্রান্তদের অর্থাৎ যাদের কোমর্বিডিটি আছে, করোনার ক্ষেত্রে তাদের ঝুঁকি ছিল সবচেয়ে বেশি। এইচএমপির ক্ষেত্রেও বিষয়টি গুরুতর এমনকি মারাত্মকও হতে পারে। তবে আশার কথা হলো, চিকিৎসকরা বলছেন, এই ভাইরাস কোভিড-১৯ এর মতো অজানা কিংবা নতুন নয়। এই ভাইরাস পূর্ব পরিচিত। শীতকালে বিভিন্ন দেশে যেসব ইনফ্লুয়েঞ্জা ও ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ে, এইচএমপিভি তাদের মধ্যে অন্যতম। শিশুদের ও যাদের ক্রনিক অসুখ আছে বা যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাদের ক্ষেত্রে এই ভাইরাসের সংক্রমণ চিন্তার বিষয় হতে পারে। তাই এইচএমপি ভাইরাস কী আগামী দিনে করোনার মতো মারাত্মক চেহারা নিতে পারে? তা নাকি আগামী দিনেই স্পষ্ট হবে হবে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা। কোভিড-১৯ এর মতোই এইচএমপিভিও শ্বাসযন্ত্রের ফোঁটা ও দূষিত পৃষ্ঠের সংস্পর্শে ছড়িয়ে পড়তে পারে।